আমাদের সংস্কৃতি

বিচার্য বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ

আমাদের সংস্কৃতি

বিচার্য বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ

মোঃ জয়নুল আবেদীন মজুমদার
সম্পাদিত

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট
অব ইসলামিক থ্যট

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমাদের সংস্কৃতি
বিচার্য বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ

মোঃ জয়নুল আবেদীন মজুমদার
সম্পাদিত

বি আই আই টি-এর উদ্যোগে ১৯৯৫ সালের ২ জুন হোটেল সোনারগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত *আমাদের সংস্কৃতি বিচার্য বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ (Our Culture : Issues and Challenges)* শীর্ষক সেমিনারে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস সহ খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সংস্কৃতিসেবী ও বুদ্ধিজীবীগণের উপস্থাপিত প্রবন্ধ ও আলোচনার সম্পাদিত সংকলন।

www.pathagar.com

প্রকাশনায় ঃ
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
১৪৫ গ্রীন রোড, ঢাকা- ১২০৫, বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৯১১৪৭১৬, ৯১৩৮৩৬৭
ফ্যাক্সঃ (৮৮০-২) ৯১১৪৭১৬
E-mail : biit@citechco.net

প্রথম প্রকাশ ঃ
২০০১ খ্রিস্টাব্দ/১৪২২ হিজরী

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN984-8203-18-4

মুদ্রণে ঃ
মজুমদার কম্পিউটার
২৪৬ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১২০৫

মূল্য ঃ
অফসেট ৬০ টাকা
সাদা ৪০ টাকা

www.pathagar.com

সুচিপত্র

উদ্বোধনী অধিবেশন		৯
স্বাগত ভাষণ	আহমদ ফরিদ	১১
মূল প্রবন্ধ		
আমাদের সংস্কৃতি ঃ ব্যাখ্যা, সমস্যা এবং সংকট	সৈয়দ আলী আহসান	১৫
মূল প্রবন্ধের উপর আলোচনা	মহবুব আনাম	২৫
প্রধান অতিথির ভাষণ	মহামান্য রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস	৩১
সভাপতির ভাষণ	ডঃ এম, শমশের আলী	৩৫
কর্ম অধিবেশন		৪১
উপস্থাপিত প্রবন্ধসমূহঃ		
সংস্কৃতির সংহার	ওবায়দুল হক সরকার	৪৩
আমাদের সংস্কৃতি ঃ সমস্যা ও প্রতিযোগিতা	আরিফুল হক	৫৫
Challenges to Living in a Multicultural Environment : The Role of the Intellectuals	M. Zohurul Islam	৬৯
আমাদের সংস্কৃতি ঃ স্বরূপ ও সংকট	মোঃ জয়নুল আবেদীন মজুমদার	৭৫
আলোচনা ঃ		৭৯
	প্রফেসর সৈয়দ আলী আশরাফ	৭৯
	আলমগীর মহিউদ্দীন	৮০
	প্রফেসর মনসুর মূসা	৮৩
	মোবারক হোসাইন খান	৮৮
	ফখরুজ্জামান চৌধুরী	৮৯
	কবি আল মুজাহিদী	৯০
	অধ্যাপক শাহেদ আলী	৯৩
	কবি আবদুল হাই শিকদার	৯৫
	কাজী হায়াত	৯৮
	এম জহুরুল ইসলাম	১০১
পরিশিষ্ট		১০৩
সুপারিশমালা		১০৫
প্রবন্ধিক/আলোচক পরিচিতি		১০৭

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

সংস্কৃতি একটি জাতির পরিচিতির মৌলিক উপাদান। এর মাধ্যমে কোন জাতির জাতিসত্তা আলাদারূপে পরিস্ফুট হয়। কোন জাতির স্বকীয়তা, জাতীয়তা, সামাজিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ তার সংস্কৃতি নির্ধারণ করে। তেমনি সংস্কৃতিতে বিজাতীয় আগ্রাসন একটি জাতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দেয়। জাতির উন্নয়নে শিখা আমদানি করা যায় বটে কিন্তু সংস্কৃতি আমদানি করলে জাতিসত্তা হুমকির সম্মুখীন হতে বাধ্য।

আজকে স্যাটেলাইটের যুগে কোন জাতিকে পঙ্গু করে দেয়ার জন্য, তার অর্থনীতি, রাজনীতি এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের বিলোপ সাধনের জন্য সাংস্কৃতিক আগ্রাসনই যথেষ্ঠ। সাম্রাজ্যবাদীদের হস্ত প্রসারণের জন্য আজ আর ব্যবসাকে পুঁজি করবার প্রয়োজন পড়ে না, নিজের ঘরে বসে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কালো থাবা বিস্তারই যথেষ্ঠ এবং স্যাটেলাইট মিডিয়া একাজটি অনেক সহজ করে দিয়েছে। তবে নিজেদের সাংস্কৃতিক ভিত মজবুত এবং উন্নত হলে, নিজেদের সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় মূল্যবোধে জাতিকে জাগ্রত করতে পারলে আগ্রাসনের মোকাবিলা করা খুব কঠিন কাজ নয়। অবশ্য 'ঘরের শত্রু বিভীষণ।' মীর জাফরদের সহযোগিতায়ই স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাই মীর জাফরদের অপতৎপরতার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

উন্নততর জাতি গঠনের প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বি আই আই টি) শিক্ষার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও অল্প বিস্তর কাজ করছে। এরই অংশ হিসেবে বি আই আই টি জাতীয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধিজীবীগণের সমন্বয়ে আমাদের সংস্কৃতির বিভিন্ন সমস্যা, তা সমাধানের সঠিক নির্দেশনা পাবার এবং জাতিকে তার মৌলিক

www.pathagar.com

বিষয়ে সচেতন করবার মানসে "আমাদের সংস্কৃতি ঃ বিচার্য বিষয় এবং চ্যালে সমূহ" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে। এই সেমিনারে বাংলা একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি, সিনেমা শিল্প উন্নয়ন সংস্থার উর্দ্ধতন কর্মকর্তা কলাকুশলীসহ অনেক বিস্তৃত অঙ্গনের প্রায় শতাধিক সংস্কৃতিসেবী ও বুদ্ধিজীবী যোগদান করেন। দেশপ্রেমিক সাংস্কৃতিক চিন্তাবিদদের আলোচনা এবং মতামত জনসমক্ষে আরো ব্যাপকভাবে তুলে ধরার লক্ষ্যে উক্ত সেমিনারের বক্তব্যসমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশে আমাদের এ প্রয়াস।

আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণে এর উন্নয়নে জাতির বিবেকবান লোকদের জাগরণে এপ্রকাশনা একটি আলোকবর্তিকার মত কাজ করবে বলে আমরা মনে করি। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

আমীন

মুহাম্মদ জহুরুল ইসলাম
সেক্রেটারী জেনারেল
বি আই আই টি

www.pathagar.com

উদ্বোধনী অধিবেশন

www.pathagar.com

সম্পাদকের কথা

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বি আই আই টি) এর উদ্যোগে ১৯৯৫ সনের ২ জুন ঢাকাস্থ হোটেল সোনার গাঁওয়ে "আমাদের সংস্কৃতি ঃ বিচার্য বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ (Our Culture: Issues and Challenges)" শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস। সেমিনার ২টি অধিবেশনে সমাপ্ত হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ও বি আই আই টির চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ এম শমশের আলী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বি আই আই টির উপদেষ্টা সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সচিব আহমদ ফরিদ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান। প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন অধুনালুপ্ত বাংলাদেশ টাইমস-এর সম্পাদক মহবুব আনাম (মরহুম)। এই গ্রন্থটি প্রকাশ মুহূর্তে তিনি ইন্তেকাল করেন। আমরা তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বি আই আই টি-এর সেক্রেটারী জেনারেল এম জহুরুল ইসলাম।

কর্ম অধিবেশনে মোট ৪টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। প্রবন্ধগুলো পেশ করেন খ্যাতিমান অভিনেতা ওবায়দুল হক সরকার, অভিনেতা আরিফুল হক, এম জহুরুল ইসলাম এবং অধ্যাপক জয়নুল আবেদীন মজুমদার। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রফেসর সৈয়দ আলী আশরাফ (মরহুম), ডেইলি নিউনেশন পত্রিকার সাবেক সম্পাদক আলমগীর মহিউদ্দিন, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক প্রফেসর মনসুর মুসা, শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক মোবারক হোসেন খান, বিশিষ্ট লেখক ফখরুজ্জামান চৌধুরী, কবি আল মুজাহিদী, অধ্যাপক শাহেদ আলী, কবি আব্দুল হাই শিকদার এবং চলচ্চিত্রকার কাজী হায়াত। সেমিনারে আলোচনা শেষে কতিপয় সুপারিশ গৃহীত হয়। বি আই আই টি-এ সেমিনারে উপস্থাপিত বক্তব্যসমূহকে সম্পাদনা করে একটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ফলশ্রুতি এ বই।

উল্লেখ্য যে, বক্তৃতাপর্বে সময় স্বল্পতার কারণে কোন বক্তাই তাঁর মনের কথাগুলো সম্পূর্ণ গুছিয়ে বলার সুযোগ পাননি। এ অভিযোগটি প্রায় সবার কাছ থেকেই এসেছে। সময়ের সীমাবদ্ধতা না থাকলে বিজ্ঞ আলোচকবৃন্দের কাছ থেকে আরো তথ্যবহুল বক্তব্য পাওয়া যেত এবং বইটি আরো সমৃদ্ধ হত। সেমিনারে উপস্থাপিত বক্তব্যগুলো অডিও ক্যাসেটে ধারণ করার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য প্রদত্ত বক্তব্য সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণরূপে ক্যাসেট থেকে

www.pathagar.com

উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফের বক্তব্যের অধিকাংশই ক্যাসেট থেকে উদ্ধার করা যায়নি। তাঁর বক্তব্য খুবই মূল্যবান ছিল। সাংস্কৃতিক নৈরাজ্য সম্পর্কে তাঁর মর্মবেদনা সেমিনারে উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ উপলব্ধি করেছেন। তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করি।

বক্তৃতার ভাষা এবং লেখার ভাষা স্বাভাবিক ভাবেই এক হয়না। বক্তৃতাকে লেখার ভাষায় রূপান্তরিত করতে গিয়ে ন্যূনতম পর্যায়ে শব্দ ও বাক্যের পুনর্বিন্যাস করতে হয়েছে। এ কারণে সম্পাদনার কাজটি অত্যন্ত দূরূহ ছিল। আশা করি সংশ্লিষ্ট সকলে এ পরিমার্জন সহজভাবে নেবেন। সুষ্ঠু সংস্কৃতির বিকাশে এ প্রয়াস সামান্যতম অবদান রাখলেও আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

আল্লাহ হাফেজ

সম্পাদক

www.pathagar.com

স্বাগত ভাষণ

আহমদ ফরিদ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস, অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, সেমিনারের বিজ্ঞ প্রাবন্ধিক ও আলোচকবৃন্দ এবং সংস্কৃতিসেবী, উপস্থিত সুধীবৃন্দ, কূটনৈতিক মিশনের নেতৃবৃন্দ আর আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

আজকের এই সেমিনারের আলোচ্য বিষয় আমাদের সংস্কৃতিঃ বিচার্য বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ। এ সম্পর্কে আলোচনা যে আজ অত্যন্ত সময়োপযোগী হবে তাতে দেশের বুদ্ধিজীবী মহল একমত। আমাদের সংস্কৃতি বা Culture-এর মধ্যে ব্যাপক অর্থে আমাদের জাতিসত্তার চেতনা, ধর্মীয় দৃষ্টি, বিশ্বদৃষ্টি, পরিবর্তনীয় মূল্যবোধ, সামাজিক বিধান, নৈতিক চেতনা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, কাব্য, শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য ও প্রযুক্তিসহ এর সাথে সম্পৃক্ত সমস্ত উপাদান অন্তর্ভুক্ত। এর নানা দিক বর্তমান বিশ্বে অন্যান্য দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুধীবৃন্দের চিন্তার ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে নতুন পথ নির্দেশনা দিচ্ছে। আজকের এই সেমিনারও এরূপ একটি প্রচেষ্টা। বলা বাহুল্য, আমাদের উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ব্যাপারে, আমাদের গৌরবময় ইতিহাসের ব্যাপারে সঠিক ধ্যান ধারণা ও আত্মসচেতনাতার প্রয়োজন আজ সর্বাধিক। আজ আমরা এক সর্বগ্রাসী আগ্রাসনের শিকার। এর সামনে দাঁড়িয়ে আত্মপ্রত্যয় ও জ্ঞানের শক্তি দিয়ে যদি নিজেদের চেতনাকে দৃঢ় করতে না পারি তাহলে আমাদের পরাজয় অনিবার্য এবং এই পরাজয়ের জন্য চরম মূল্য দিতে হবে। ১২শ' শতাব্দী থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত মুসলমানরা বাংলা শাসন করে অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক সত্য। এই বাংলাকে তারা এখনও শাসন করছে। গৌড়, পান্ডুয়া, লাক্ষৌ সোনারগাঁও বাগেরহাটসহ অন্যান্য স্থানে এখনও তার বিভিন্ন স্থাপত্য নিদশন বিদ্যমান।

www.pathagar.com

সম্প্রতি প্রকাশিত ইয়েনর ব্যাগলোর বাংলাদেশের উপর এক বইয়ে লিখেছেন যে, ১৬১০ সালে ইসলাম খাঁ চিশতী ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন। তারপর থেকে ঢাকা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ইউরোপে যত বস্ত্র তারা ব্যবহার করতেন তার এক তৃতীয়াংশই এই বাংলা থেকে যেতো। আমরা তার কিছু কিছু নিদর্শন ঢাকার সবখানে পাচ্ছি। বড় কাটরা, লালবাগ দুর্গ, সোনারগাঁওয়ের দু'একটা প্রাসাদ এ ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে। এগুলোর উপর ফোকাস দেয়া এবং সংরক্ষণ করা দরকার ছিল। সেদিকে আমরা তেমন মনোযোগ দেইনি। এদিকে সুধীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আমাদের ঐতিহ্যকে আমরা ধরে রাখতে এবং আগ্রাসনের মোকাবিলা করতে পারছি না। আমাদের সমস্যা ও সংকটের প্রতি আমরা মনোযোগ দিতে পারছিনা। কেন সৃষ্টিশীল হতে পারছিনা? এসব সমস্যার উপর আমাদের বিজ্ঞ প্রাবন্ধিকগণ আলোচনা করবেন, আশা করি এই আলোচনার ভিত্তিতে একটা নতুন আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবার দিকে অন্ততঃ কয়েক পা এগিয়ে যেতে পারবো আমরা। আমাদের ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে তুলে ধরার জন্য বি আই আই টি গত কয়েক বছর ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে ইংরেজীতে ৩টি বই প্যকাশ করেছে এবং বাংলায় কিছু অনুবাদ হচ্ছে। এগুলো মূল বই। আর ইংরেজী বইগুলোর মধ্যে একটা ছিল কবি ফররুখ আহমদের "সিরাজুম মুনিরা" এর ইংরেজী উপস্থাপনা। বইটা অত্যন্ত ভাল। ডঃ সাজ্জাদ হোসেন সাহেবের আরো দু'টো বই Civilization and Society এবং A Young Muslim's Guide to Religions in the World এ বইগুলো আমাদের ঘরে ঘরে থাকা উচিত। বি আই আই টি একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি প্রাচীন ও আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদদের বিভিন্ন গ্রন্থ বাংলা ও ইংরেজীতে প্রকাশ ও প্রচার করে আধুনিক বিশ্বের জটিল অবস্থার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। এটা করা হচ্ছে সুধীবৃন্দের সামষ্টিক প্রয়াসের মাধ্যমে। বর্তমানে আরেকটি কথা উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের যে ভৌগলিক সীমা, এই সীমায়

www.pathagar.com

অবস্থিত সমস্ত ভূমি এবং এলাকা শুরু থেকেই মুসলমানরা আবাদ করছে। এর উপর সম্প্রতি প্রকাশিত আমেরিকান পন্ডিত রিচার্ড এস ইন্টেনের The Rise of Islam and the Bengal Frontier 1214 to 1760 গবেষণামূলক বই প্রকাশিত হয়েছে। এই বইয়ে তিনি বলেছেন যে, জঙ্গলের এলাকাকে Settlement (বসতি) এর জন্য দেয়া হোত। শর্ত ছিল একটা করে মসজিদ গড়ার। এটা Shrine এবং সেখানে তারা ধর্মকর্ম করবেন সেই হিসেবে তাদেরকে লাখেরাজসহ নানারকম সনদ দেয়া হত। এভাবে তারা জঙ্গল এলাকাকে আবাদ করেন।

অতএব, আমাদের পূর্ব পুরুষরা যখন বাংলাদেশ আবাদ করেন, তারা কোন জীব-জন্তুর শিং মাথায় লাগিয়ে, শুড় লাগিয়ে, পিছনে লেজ লাগিয়ে, ঢুক-ঢাক ঢুক-ঢাক করে তা করেনটি। তারা কলেমা পড়ে মসজিদে প্রার্থনা করেছেন। এই দলিল দস্তাবেজগুলো এখনো জেলা গেজেটিয়ারে পাওয়া যায়। মি: ইন্টেন কিছু তথ্য দিয়েছেন যে বাংলার দূরবর্তী কোন কোন গ্রামে ছিল একটা করে মসজিদ, তাতে চলতো ধর্মকর্ম এবং মাদ্রাসা। এই বইয়ে আরো বলেছেন, সবচেয়ে ভাল কাগজ এই বাংলায় পাওয়া যেতো। লেখার মাধ্যমে ধর্ম প্রচারিত হয়। এখানে কেউ কাউকে জোর করে মুসলমান করেননি, অনেক রকম সংমিশ্রণ হয়েছে এখানে। বইটির বহুল প্রচার দরকার।

আমি পরিশেষে বলবো এদেশের সংস্কৃতিতে ইসলামের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে এটি অনস্বীকার্য, বাস্তবা। একথা মনে রেখে আমাদের সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে হবে। সমস্যার উপর আজকের আলোচনা নতুন দিক নির্দেশনা দিবে বলে আমাদের বিশ্বাস। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, প্রধানঅতিথির আসন অলংকৃত করে তাঁর মুল্যবান সময় দিয়েছেন এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি তাঁর সারগর্ভ ভাষণের মধ্য দিয়ে আমাদের আরো উৎসাহিত করবেন। এজন্য তাঁকে আমরা পুনরায় কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ

আল্লাহ হাফেজ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মূল প্রবন্ধ

আমাদের সংস্কৃতি ঃ ব্যাখ্যা, সমস্যা এবং সংকট

সৈয়দ আলী আহসান

সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সংস্কৃতি কি গোত্রগত, বা জাতিগত, না ধর্মগত, নাকি ভৌগলিক অবস্থানগত এরকম নানা প্রশ্নের উদয় হতে পারে। এ সমস্ত প্রশ্নের একটি যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য এবং একটি দেশের সাংস্কৃতি নীতিমালা চিহ্নিত করার জন্য ১৯৮২ সালে মেক্সিকো শহরে ইউনেস্কো একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। উক্ত সম্মেলনে সংস্কৃতির ব্যাখ্যা সূত্রে বলা হয় যে সংস্কৃতি মানুষকে নিজের সম্পর্কে চিন্তা করার ক্ষমতা প্রদান করে। সংস্কৃতির মাধ্যমেই মানুষ নিজকে প্রকাশ করে, আত্মসচেতন হয়, নিজের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে রোধ জন্মে, নিজের কর্মকান্ড সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শেখে এবং অনবরত নিজের সীমা অতিক্রম করে দক্ষতা অর্জন করে। ব্যাপকতর অর্থে সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির অথবা সামাজিক গোত্রের বিশিষ্টার্থক আত্মিক, বস্তুগত, বুদ্ধিগত এবং আবেগগত চিন্তা এবং কর্মধারার প্রকাশ। শিল্প ও সাহিত্যই সংস্কৃতির একমাত্র অন্তর্ভুক্ত বিষয় নয়। মানুষের জীবনধারাও সাংস্কৃতির অঙ্গ। মানুষের অধিকার ও মূল্যবোধ, ঐতিহ্য এবং বিশ্বাসও সংস্কৃতির অঙ্গ।

মেক্সিকো সম্মেলনে সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান বা আইডেনটিটি সম্পর্কে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা নিম্নরূপ ঃ

১. প্রত্যেক সংস্কৃতি জাতিসত্তার ঐতিহ্যকে প্রকাশ করে এবং কতগুলো অপরিবর্তনীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রত্যেক জাতি তার সংস্কৃতির মাধ্যমে পৃথিবীতে তার উপস্থিতিকে সুচিহ্নিত করে।

২. সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষ তার অতীতকে আবিষ্কার করে

www.pathagar.com

অতীতের প্রত্যয়ে বলিষ্ঠ হয় এবং বাইরের পৃথিবীর কাছ থেকে কল্যাণপ্রদ বস্তু গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়। একটি জাতি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুন্ন রেখে পৃথিবীর সকল অঞ্চল থেকেই শুভ ও কল্যাণকে গ্রহণ করে সৃষ্টিধর্মীতার মধ্যে অগ্রসর হতে পারে।

৩. সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানের সুনিশ্চয়তার মাধ্যমে একটি জাতি তার স্বাধীন বোধকে প্রমাণিত করে, অপরপক্ষে বিরোধী সংস্কৃতির আগ্রাসন তসত্তার অভিজ্ঞানকে ধ্বংস করে।

৪. পৃথিবীর সকল প্রকার সংস্কৃতিই মানব জাতির ঐতিহ্য। একটি জাতির সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান বলিষ্ঠ ও তাৎপর্যবহ হয় বিভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে। সংস্কৃতি এক প্রকার সংলাপের মত। সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে একটি সংস্কৃতি সমৃদ্ধমান হয়, বিনিময় না থাকলে যে কোন সংস্কৃতি বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৫. কোন একটি একক সংস্কৃতি তার সার্বজনীনতা স্বীকৃত করার পক্ষে যথেষ্ঠ নয়। পৃথিবীর অন্যান্য সংস্কৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়তেই হবে এবং এ সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে সে তার নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করবে। সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

৬. বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে সাংস্কৃতিক আদান প্রদানে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না, বরঞ্চ আদান প্রদান সহজ ও সুন্দর হয়। সংস্কৃতির বহুবচনতা যাকে আমরা ইংরেজীতে বলি 'প্লুরালিসম'(Pluralism) বৈচিত্রকে গ্রহণ করেই তৈরী হয়ে থাকে।

৭. মানুষের কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতিকে সম্মান করা ও সংরক্ষণ করা।

৮. একটি জাতির সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা এবং অভিজ্ঞান সংস্কৃতির দ্বারাই চিহ্নিত হয়। মনে রাখতে হবে সংস্কৃতির মাধ্যমে আত্মিক, মানসিক ও পার্থিব ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে থাকে। যথার্থ উন্নয়নের লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিটি

www.pathagar.com

মানুষের কল্যাণ। মনে রাখতে হবে সকল উন্নয়নের মূলে রয়েছে মানুষ। সুতরাং কোন দেশের জন্য সাংস্কৃতিক নীতি বির্ধারণ করতে গেলে সে দেশের মানুষের আশা আকাঙ্খাকে এবং জীবনযাপনের ব্যবস্থাকে সম্মান করতে হবে।

৯. সংস্কৃতি জনগোষ্ঠী থেকে উদ্ভুত হয় এবং জনগোষ্ঠীর কাছেই প্রত্যাবর্তন করে। সাংস্কৃতিক সুযোগ সুবিধা অধিকার সকল শ্রেণীর মানুষই পাবে, কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষ নয়। সুতরাং সকল মানুষ যাতে সংস্কৃতির সুযোগ সুবিধা পেতে পারে সেকারণে সকলের জন্য শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করতে হবে এবং সকলকে সমান সুযোগের স্বীকার দিতে হবে।

১০. একটি জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে যেসমস্ত বিষয় গণ্য হবে তা হচ্ছে শিল্পীদের শিল্প সংস্কৃতি, সাহিত্যিকদের সাহিত্য সাধনা, স্থাপতিদের নির্মাণ কর্ম, সঙ্গীত শিল্পীদের সঙ্গীত, নৃত্য শিল্পীদের নৃত্য ব্যঞ্জনা বিজ্ঞানীদের আবিস্কার এবং অনুসন্ধান, কর্ম মানুষের জীবনকে যে অর্থ দান করে, অধিগম্য এবং অনুধিগম্য সকল কর্ম, মানুষের ভাব প্রকাশের ভাষা, সামাজিক রীতি-নীতি, বিশ্বাস, ঐতিহাসিক নিদর্শন, নৃ-তত্ত্ব, গ্রন্থাগার, সবকিছুই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।

১১. পৃথিবীতে বহু দেশে অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে বহু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। শিল্পায়ণ ও প্রযুক্তির অপরিকল্পিত প্রয়োগের ফলে সংস্কৃতিতে আঘাত লেগেছে। আবার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও উপনিবেশিকতা, বৈদেশিক প্রভাব সংস্কৃতিকে বিপর্যস্ত করে। সুতরাং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে একটি দেশ তার স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারে।

ইউনেস্কোর যে বিবেচনাগুলো আমি উপরে দিলাম সেই বিবেচনাগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা বাংলাদেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারি, এবং মূল্য নির্ধারণ করতে পারি। অল্প-বিস্তর কিছু পার্থক্য থাকলেও মূলত বাংলাদেশটি একটি সাংস্কৃতিক বৃত্তে আবদ্ধ। ধর্ম ভিত্তিক বিভাজন ছাড়া

www.pathagar.com

এখানকার জনগোষ্ঠীকে নৃ-তাত্ত্বিকভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে খুব প্রবলভাবে ভাগ করা যায় না। এদেশে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি বিস্ময়কর মিশ্রণ ঘটেছে, যার ফলে বর্তমানে শারীরিক গঠনের দিক থেকে, আচার অনুষ্ঠানের দিক থেকে এবং পারিবারিক ব্যবস্থাপনা ও সম্পর্কের দিক থেকে এদেশের মানুষে মানুষে বেশী পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। ভাষার দিক থেকে একটি বাংলা ভাষাই সকল অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় এ রকম আঞ্চলিক উপ-ভাষা খুবই কম। একমাত্র চট্টগ্রামের আঞ্চলিক উপ-ভাষার কিছু বিশিষ্টতা আছে। বস্তুতপক্ষে প্রধানতঃ সকল আঞ্চলিক উপ-ভাষার উৎস একই অর্থাৎ বাংলা ভাষা। শুধুমাত্র উপজাতীয়দের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা গোষ্ঠী রয়েছে। এই উপজাতীয়দের অধিকাংশই চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস করে। আমাদের সংস্কৃতিতে যেসব বিভিন্ন উপকরণের মিশ্রণ ঘটেছে। তার মধ্যে ধর্মীয় উপকরণটি প্রধান ও প্রবলতম। প্রধান ও সংখ্যাগরিষ্টদের ধর্ম হিসেবে ইসলামের প্রভাব বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে একটি প্রবল প্রভাব। এর সঙ্গে অবশ্য বৌদ্ধ প্রভাব, হিন্দু প্রভাব ও খ্রিস্টান প্রভাব মিলিত হয়েছে। ম্যাক্সিকো সম্মেলনে ইউনেস্কো একটি বিবেচনায় এসেছিল যে, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক চৈতন্যের মূলে ধর্মের প্রভাব আছে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ধর্ম ও আত্মিক চৈতন্যকে যথার্থ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক নীতিমালা নির্ধারণের সময় ধর্মের স্থান সম্পর্কে সচেতনভাবে চিন্তা করা। ইউনেস্কোর সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, আমাদের দেশের জনসাধারণের কাছে সামগ্রিকভাবে ধর্মীয় বিশ্বাস সংস্কৃতির অঙ্গনে একটি জীবনীশক্তিরূপে সক্রিয়।

আমরা বাংলাদেশের সংস্কৃতির ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখতে পাব যে, এ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক উপাদানের একটি কাল ও স্থান আছে। দ্বিতীয়তঃ এই সমস্ত উপাদানের বিকাশ ও বিস্তারিত সময়কাল এবং প্রকৃতি আছে;। তৃতীয়তঃ এখানকার সংস্কৃতির বিকাশের প্রবৃত্তির মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতির বিস্তার আছে। চতুর্থতঃ এ অঞ্চলের সংস্কৃতি ভূ-দৃশ্যের একটি রূপরেখা ও বৈশিষ্ট্য আছে। এভাবে এ অঞ্চলের সংস্কৃতির ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্য ভূগোল, প্রত্নতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, কৃষি ও বিজ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের ইতিহাসটা খুবই বিচিত্র। এদেশে আর্যরা কখনও স্থায়ীভাবে নিজেদের প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। বহিরাগত আর্যরা এদেশে কখনও স্থায়ীভাবে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এদেশ ছিল আর্যাবর্তের বাইরে। যদি আর্যাবর্তের কোন লোক বঙ্গভূমিতে প্রবেশ করত তাহলে প্রত্যাবর্তনের পর তাকে শুদ্ধি হতে হত। বঙ্গভূমির মানুষকে আর্যরা অনাচারী অন্তাজ বলে অবিহিত করত। যাই হোক বিক্ষুব্ধতা; অশান্তি; অরাজতার মধ্যে যখন বঙ্গভূমি অস্বস্তিতে ছিল তখন এ দেশের মানুষ গোপাল নামক একজন ধর্মভীরু বৌদ্ধকে এদেশের স্বাধীন রাজা হিসেবে নির্বাচিত করে। গোপাল থেকেই পাল রাজত্বকালের উদ্ভব এবং এভাবেই পাল রাজত্বকাল ৭৫০ থেকে ১১৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। পাল যুগটি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মুসলমানের আগমনের পূর্বে আমরা তিনটি ঐতিহাসিক যুগ পাই। একটি হচ্ছে পাল-পূর্ব যুগ; দ্বিতীয়টি হচ্ছে পাল যুগ, তৃতীয়টি হচ্ছে সেন যুগ। পাল পূর্ব যুগের তেমন কোন ভূমিকা ছিলনা। কেননা এ সময় দেশে বিশৃংখলা বিরাজমান ছিল এবং বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আর্যদের অস্বীকারের প্রবণতা ছিল। আর্যরা জাতিভেদ প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন; স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন এবং গণতন্ত্রের অধিকার লুপ্ত করেছিলেন। এত করেও কিন্তু আর্যরা জাতিভেদ প্রথা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। এদেশের মানুষ ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র হয়েছে, আবার শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছে। ক্ষীতিমোহন শাস্ত্রী তাঁর জাতিভেদ গ্রন্থে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। গোপাল সিংহাসনে বসেই জাতিভেদ প্রথার বিলোপ সাধন করেন। গোপালের আমল থেকেই জাতিভেদ প্রথার অবসান ঘটে। এসময় থেকেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয় এবং পাল রাজারা গণতন্ত্রের প্রতি নিজেদের সমর্থন ঘোষণা করেন। পালদের আমলে বিস্ময়কর চিত্রশিল্প এ অঞ্চলেই গড়ে ওঠে। সর্বোপরি বৌদ্ধ বিনয়, কৃষ্ণাহীনতা, সাম্য ও সমতার একটি আদর্শ এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উপরে ছিল ভাষা। জনসাধারণের সহজাত আনন্দ ও আগ্রহকে বহমান করবার জন্য একটি পূর্বী অপভ্রংশ ভাষা এখানে গড়ে উঠেছিল। এই জনসাধারণের ভাষা এখানকার সংস্কৃতির ধারক ও বাহক

www.pathagar.com

হয়েছিল। অর্থাৎ এক কথায় এ অঞ্চলের মানস প্রক্রিয়া গঠনের জন্য একটি মার্জিত রুচির সংস্কৃতি এখানে গড়ে উঠেছিল। সে সময় সরহপা এই পূর্বী অপভ্রংশ ভাষায় নিজের দোহাবন্ধ রচনা করে গিয়েছেন। সেই দোহাবন্ধে আমরা তৎকালীন বঙ্গ সংস্কৃতির অনেক পরিচয় আবিষ্কার করি। এ সময়কার দোহাবন্ধ ও গীতবন্ধগুলো এখানকার সংস্কৃতিকে সজীব করেছে।

পালদের পরে বহিরাগত সেনরা এসে এদেশকে নিজেদের অধিকারে রেখেছিল। খুব দীর্ঘকাল না হলেও প্রায় পঁচাত্তর বছর তারা এঅঞ্চল শাসন করেছিল। এখানকার মানুষকে স্বধর্মচ্যুত করবার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল এবং কর্ণাটক ও কান্যকুব্জ থেকে সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ এনে এ অঞ্চলের সংস্কৃতির প্রকৃতিতে পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করেছিল। অত্যন্ত নিষ্ঠুর আকারে জাতিভেদ প্রথা প্রবর্তন করে বৌদ্ধদের উৎখাত করার চেষ্টায় সকল শক্তি নিয়োগ করে তারা যে কঠোরতার নিদর্শন রেখে গেছে তা বাংলা সংস্কৃতির মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এক্ষেত্রে যে প্রভাবটি প্রচন্ড এবং প্রবলভাবে অভিব্যক্ত তা হচ্ছে, কবি জয়দেবের ললিত মধুর কাব্য 'গীতগোবিন্দ'। জয়দেব শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিধারার মাঙ্গল্য গান রচনা করলেন এবং এর প্রভাব বাঙালি জীবনে সুদূর প্রসারী হয়েছিল। জয়দেবের সঙ্গীত পরবর্তীতে বৈষ্ণব সঙ্গীতের জন্ম দেয় এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাঙালি সমাজ জীবনে তা সম্মোহন বিস্তার করে। নৃত্যের ক্ষেত্রে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' উত্তর ভারতে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভারত নাট্যম জয়দেবের সঙ্গীতের প্রেক্ষাপটে সমৃদ্ধি লাভ করে।

অল্প সময়ের মধ্যে সেন রাজাদের শাসনামলে রাজ দরবারের গৃহীত নীতি হিসেবে ভাষা কৃষ্টি উচ্চ বিত্তদের আসরে স্থান লাভ করে। রাজ দরবারে সংস্কৃত ভাষার কবি, সঙ্গীতজ্ঞ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের স্থান হয় এবং রাজ আনুকূল্যে একটি সম্ভ্রান্ত এবং সচেতন সংস্কৃতি এদেশের উপর আরোপিত হয়। আরোপিত সংস্কৃতি হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে বেশী, কিন্তু হারিয়ে গেলেও কিছুটা রেশ যে রেখে যায় না তা নয়, একটি বিশেষ কারণে এই রেশ বিদ্যমান ছিল। জয়দেব যে সংস্কৃত ভাষায় তার কাব্য রচনা করেছিলেন তার ভঙ্গি ছিল সহজবোধ্য এবং

www.pathagar.com

আকর্ষণীয়। জয়দেবের কাব্যের ললিত তরল ভঙ্গি জনসমাজে সম্মোহন সৃষ্টি করেছিল, একে তো রাজ আনুকূল্য এবং প্রচারণা বিদ্যমান ছিল, তদুপরি জয়দেবের নিজস্ব নাগরিক বৃত্তি এবং কৌশল তাকে জনসমর্থনের সুযোগ দিয়েছিল। তাঁর 'গীতগোবিন্দকে অবলম্বন করে এ অঞ্চলে ধ্রুপদী সঙ্গীত এবং নৃত্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এগুলোর নিদর্শন পরবর্তীতে হারিয়ে গেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এক সময় যে ছিল তা ধারণা করা যায়। জয়দেবের প্রভাব পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়েছিল, যেমন উড়িষ্যায় উড়িষী নৃত্য, বঙ্গ অঞ্চলে মনিপুরী নৃত্য জয়দেবের প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে রাজনৈতিক কারণে সেন রাজাদের অবক্ষয় ঘটে এবং ইখতিযার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর আগমনের পর সেনদের প্রভাব ক্রমশ মুছে যেতে থাকে।

বখতিয়ার খিলজী একটি নতুন বিশ্বাস এবং চৈতন্য বঙ্গ অঞ্চলে নিয়ে আসেন যার সঙ্গে এই ভূ-খন্ডের লোকদের ঘনিষ্ঠ কোন পরিচয় ছিল না। এদেশে মুসলমান সুফিরা এসেছেন পূর্বেই কিন্তু ব্যাপকভাবে তাঁদের প্রভাব অনুভূত হয়নি। এই প্রথমবার একটি সম্পূর্ণ নতুন সভ্যতার সঙ্গে বঙ্গবাসীর পরিচয় হল। মুসলমানদের আগমনের ফলে এ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন মাত্রা সংযোজিত হল। একটি নতুন স্থাপত্য রীতি এদেশে গড়ে উঠলো যা দৃশ্যত শোভন এবং ব্যবহার উপযোগিতার আদর্শস্থল। সারা দেশে মসজিদ নির্মিত হতে লাগলো এবং মসজিদের গঠন প্রণালী একটি নতুন স্থাপত্য রীতির প্রবর্তন করল।

মুসলমানরা বঙ্গ ভূ-খন্ড দখল করবার পর এঅঞ্চলের সংস্কৃতির বিপুল পরিবর্তন ঘটে। সেন আমলে সংস্কৃত ভাষার যে প্রভাব ছিল সেই প্রভাব দূরীকৃত হয় এবং তার পরিবর্তে আরবী ভাষার প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি। আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা স্থাপিত হয় এবং ধর্ম সাধনার জন্য খানকাহ এবং মসজিদ স্থাপিত হয়। বখতিয়ার খিলজী তাঁর স্বল্প সময়ের রাজত্বকালে এই পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বখতিয়ার খিলজীর আরেকটি বিশেষত্ব হচ্ছে নতুন নতুন নগর নির্মাণ। এভাবে নগর নির্মাণের সাহায্যে একদিকে তিনি যেমন নতুন সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি দেশীয় গ্রামীণ সংস্কৃতির

www.pathagar.com

মধ্যে পরিবর্তন এনেছিলেন। সেন আমলে জাতিভেদ প্রথার প্রভাবে নিম্নবর্ণের সাধারণ মানুষ খুবই উৎপীড়িত ছিল। মুসলমান আগমনের ফলে এর উৎপীড়ন বন্ধ হবার সুযোগ ঘটে এবং সমাজে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ অসমর্থিত হতে থাকে। এটা ধারণা করা অসম্ভব নয় যে, বখতিয়ার খিলজীর আগমনকে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা স্বাগত জানিয়েছিল। কতকগুলো কারণে নিম্নবর্ণের মানুষের ক্ষোভ ছিল লক্ষণ সেনের শাসনের প্রতি। প্রথমতঃ সেনরা ছিল বহিরাগত এবং তারা বহিরাগত ব্রাহ্মণ এনে সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রায় বিঘ্ন উৎপাদন করেছিল। দ্বিতীয়তঃ দেশী মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চা থেকে এসব মানুষকে বিরত রাখবার চেষ্টা করে। তৃতীয়তঃ রাজ-দরবারের ভাষা হিসেবে সংস্কৃত ভাষা প্রতিষ্ঠা পায় এবং ফলে সংস্কৃতির একটি উচ্চমার্গ জন্মলাভ করে যার সঙ্গে নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের সংস্কৃতির কোন যোগাযোগ ছিল না। চতুর্থতঃ নগরের যে পরিকল্পনা এদের ছিল সে নগর ছিল সীমাবদ্ধ এবং সংকীর্ণ। নিম্নবিত্তদের বাসস্থান ছিল নগরের বাইরে অর্থাৎ নগর ছিল সম্মানিত মানুষের জন্য এবং ব্রাহ্মণদের জন্য। এভাবে সাধারণ মানুষকে দেশের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম থেকে দূরে সরিয়ে রাখার যে প্রবণতা গড়ে ওঠে সে প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবেই সাধারণ মানুষ বখতিয়ার খিলজীর আগমনকে স্বাগত জানিয়েছিল। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে এঅঞ্চলের সংস্কৃতি বখতিয়ারের আগমনের পর নতুন রূপ ব্যঞ্জনা লাভ করে।

বঙ্গ দেশে মুসলিম শাসন ছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে স্বাধীন সুলতানী আমল এবং মোগল শাসন পাই। মোটামুটিভাবে এ সময়ের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ, জীবন চেতনা, অনুসন্ধিৎসা, সামাজিক ব্যবহার বিধি, রাজনৈতিক প্রশাসন এবং বিশিষ্ট ধরনের শিল্পচর্চা এদেশের জীবনে রূপ লাভ করে, বাংলা ভাষার পরিবর্তন ঘটে এবং বাংলা ভাষায় বর্ণিত জীবন কাহিনীর মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ ও জীবন চেতনার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। এক কথায় বলতে গেলে, ইসলাম পরিপূর্ণভাবে এদশের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রথম থেকেই ধর্ম প্রচারের জন্য সুফী সাধকরা এদেশে এসেছিলেন। তাদের ঔদার্য, মানব হিতৈষণ, জনকল্যাণ, সকল

www.pathagar.com

মানুষের প্রতি সমদৃষ্টি এদেশের প্রজ্ঞায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করে। মুসলমান আমলে বঙ্গ ভূ-খন্ডে সংস্কৃতির যে পরিবর্তন সূচিত হয় তা আমরা নিম্নরূপে চিহ্নিত করতে পারিঃ

১. মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূরীকরণের মাধ্যমে একটি সাম্যবাদী প্রবৃত্তির প্রতিষ্ঠা;

২. নগর নির্মাণ ও নগরায়ণের মাধ্যমে এদশের সংস্কৃতির গ্রামীণ প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তন সাধন;

৩. স্থাপত্য শিল্পে একটি নতুন মাত্রা সংযোজন এবং মসজিদ ও দূর্গের স্থাপত্য রীতির পরিবর্তন;

৪. শিল্পক্ষেত্রে ক্যালিগ্রাফি ও আরবী হস্তলিখন শিল্পের প্রবর্তন;

৫. দেশজ ভাষা চর্চায় উৎসাহ প্রদান এবং একটি উদার অসাম্প্রদায়িক ভাবপ্রকল্পের জন্মদান;

৬. বাংলা ভাষার রূপ ও রীতির পরিবর্তন এবং প্রচুর পরিমাণে আরবী, ফারসী শব্দের অনুপ্রবেশ;

৭. সেন আমলে সংস্কৃত ভাষার যে প্রভাব ছিল সেই প্রভাব দূরীকৃত হয় এবং তার পরিবর্তে আরবী ভাষার প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি;

৮. এদেশের মানুষের খাদ্য স্বভাব ও অন্ন-ব্যঞ্জন রন্ধনের মধ্যে মুসলমানী প্রভাব বিশেষ করে মোগল প্রভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে।

সেনদের আমল ছিল বাংলাদেশের জন্য একটি দুঃশাসনের কাল। সেনদের শাসন ছিল স্বৈরতান্ত্রিক শাসন এবং সে শাসন ছিল বহিরাগত শাসন; সেনরা নৃত্য ও সঙ্গীতের রাগানুগ ব্যবস্থা করে বটে, কিন্তু সে ব্যবস্থাটি নিয়ে আসে মন্দিরের চত্বরে এবং রাজ দরবারে। তদুপরি সামাজিক জীবনে গণিকাবৃত্তি একটি সম্মানের আসন পায়। পালদের আমলে কোন শুভ অনুষ্ঠানের সূচনা লগ্নে উলু দেবার প্রথা ছিল, সেনরা মঙ্গল প্রদীপের প্রথা প্রচলন করে। যদিও মুসলমানদের আগমনে সেনদের প্রভাব ক্রমশঃ মুছে যেতে থাকে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমানে বাংলাদেশে

www.pathagar.com

কিছু সংখ্যক লোক সেনদের সময়কার প্রথাগুলো এদেশে প্রবর্তন করতে চাচ্ছে। আধুনিক হিন্দু মানসও যেখানে পরিবর্তনের পথে যাচ্ছে সেখানে কি করে এক শ্রেণীর মুসলমান একটি পরিত্যক্ত হিন্দু ভাবধারাকে নতুন করে জীবন দেবার চেষ্টা করছেন এটা আমার বোধগম্য নয়। এসমস্ত জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে কিছু সংখ্যক লোকের অতিরিক্ত বাঙালি হওয়ার প্রবণতার কারণে। প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষকে কি সুনির্দিষ্টভাবে কোনও একটি বর্ণগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়? নৃ-তত্ত্ববিদরা স্বীকার করবেন যে বাংলাদেশের মানুষের নির্দিষ্ট কোন বর্ণ গোষ্ঠী নেই। যে অঞ্চল নিয়ে বাংলাদেশ অঞ্চল সে অঞ্চলে বহু জাতির মিশ্রণ ঘটেছে, আদিম যে সম্প্রদায় এখানে ছিল তাদের সঙ্গে আর্যদের মিশ্রণ ঘটেছে, সেমেটিকদের মিশ্রণ ঘটেছে, ককেশীয়দের মিশ্রণ ঘটেছে, মঙ্গোলীয়দের মিশ্রণ ঘটেছে। এভাবে বহুবিধ জাতির মিশ্রণে বাঙালি জাতিসত্ত্বার সৃষ্টি। বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে বর্ণগত, আকৃতিগত এবং গঠনগত শরীরিক রূপের মধ্যে বিস্ময়কর পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং সুস্পষ্টভাবে কোন বিশেষ প্রকৃতিভুক্ত রেইস বা বর্ণের অন্তর্ভুক্ত করে বাঙালি হিসেবে সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট জাতিসত্ত্বা কল্পনা করা সম্ভবপর নয়। তাই কোন মৌলিক নৃ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যভিত্তিক বাঙালি নরগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা যায় না। বাঙালি বলতে আমরা বুঝি মূলতঃ বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠী। কখনও কখনও বিতর্ক উত্থাপিত হয় এই জাতিতত্ত্ব নিয়ে। আসলে এই বিতর্কের সুযোগ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কিন্তু নেই। বর্তমান কালে ভৌগোলিক সীমাবন্ধন জাতি নির্ণযের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। বর্তমানে পৃথিবীর সকল দেশে ভৌগোলিক প্রত্যয় জাতিসত্তা নির্ণয়ের একটি নতুন বিকল্প হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

www.pathagar.com

মূল প্রবন্ধের উপর আলোচনা

মহবুব আনাম

অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান আমাদের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তিনি যখন প্রবন্ধটি পড়লেন তখন মনে হল যেন সমস্ত কিছুই তাঁর নখদর্পনে। আজকে যে বিষয়ে সেমিনারটি হচ্ছে তা "আমাদের সংস্কৃতি ঃ বিচার্য বিষয় ও চ্যালে সমূহ" এ সম্পর্কে আলোচনার বন্দোবস্ত করে বি আই আই টি একটা মস্ত বড় দায়িত্ব পালন করেছে।

আমাদের আগে জানতে হবে, আমরা কি, কোথেকে এসেছি। যাঁরা খ্রিস্ট-পূর্ব দু'হাজার বছর আগে বেবিলনীয় সেমিটিক গোষ্ঠীরা সিন্ধপাঞ্জাব থেকে দক্ষিণ ভারত হয়ে বাংলাদেশে আসে ও বসতি স্থাপন করে। এদের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটে মঙ্গোলীয়দের। এই সংমিশ্রণই হচ্ছে আমাদের পূর্ব পুরুষ। এর সঙ্গে মিশেছে খ্রিস্ট-পূর্ব দু'শ বছর আগে ভারত মহাসাগরে আসা আরবদের। ঐ সময় আরবদের সেখানে সুপ্রিমেসি (Supremacy) ছিল। সেই আরবরা চট্টগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করে এবং চট্টগ্রাম থেকে এই সভ্যতা, এই দ্রাবিড় মঙ্গোলীয় মিশ্রণ থেকে যে সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, সেটাই আজকের বাংলাদেশের সভ্যতা। বহু পূর্ব থেকেই এই ভৌগলিক সীমা রেখাটা বাংলাদেশের সীমারেখা ছিল।

পশ্চিমবঙ্গ যেটা, তাকে বঙ্গ বলা হতো। আসল বাংলা আমাদের এই পূর্ব বাংলা। এর ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে, এই পূর্ব বাংলার ইতিহাস হচ্ছে বাংলাদেশের ইতিহাস। আমরা আজ একটা স্বাধীন জাতি। আমাদের যেমন নিজস্ব একটা ব্যক্তিত্ব আছে, সমষ্টিগতভাবেও তেমনি একটা সত্তা আছে। আমাদের যে মেজরিটি, সে মেজরটি হচ্ছে বাঙালী মুসলমান। সেই সংস্কৃতিটাই আসল বাঙালি সংস্কৃতি। অধ্যাপক সাহেব বলেছেন বাঙালি বলে কোন জিনিস ছিলনা। সত্যিই বলেছেন, এটা আমার ও অধ্যাপক সাহেবের কথা নয়। এমনকি

www.pathagar.com

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনিও তার ভাষা ও সাহিত্যে মৃত্যুর মাত্র ২ বছর আগে লিখে গেছেন, বাঙালির বিভাজন শুধু ভৌগলিক বিভাজন নয়, এটা একটা অন্তরের বিভাজনও ছিল। পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম বাংলা দ্রাবিড় বাংলা এবং গৌড়ীয় বাংলা; এই যে তফাৎটা ছিল, এটা শুধু ভৌগলিক নয়, এটা মনেরও একটা তফাৎ ছিল।

এসত্ত্বেও এদেরকে বাঙালি বলা হয় এই জন্য যে এরা বাংলা ভাষায় কথা বলে। এটা হলো রবীন্দ্রনাথের কথা। অর্থাৎ যে বাংলাদেশ আজকে আমরা পেয়েছি এ বাংলাদেশ চিরকালই ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে পশ্চিম বাংলা থেকে আলাদা ছিল। তার নিজস্ব একটা স্বকীয়তা ছিল। বাংলার মাটি ভাগ হয়েছে ঠিকই কিন্তু আমাদের tradition যেটা বাংলাদেশ, আমরা আগে যা ছিলাম এখনও তাই আছি।

দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে অধ্যাপক সাহেব বলেছেন প্রাক পাল যুগ, সেন যুগ, তারপর মুসলিম এবং ইংরেজ শাসন এই ইতিহাস পরম্পরায় আমরা দেখতে পাবো যে, বিশেষ করে ইংরেজ আমলে, এ দেশে বাঙালি মুসলমানের ভাষা-সংস্কৃতির উপর বিরাট একটা আঘাত আসে। এ আঘাত ইংরেজরা ইচ্ছে করেই করেছিল "Divide and Rule policy" -র একটা অঙ্গ হিসেবে। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তারা যাদের কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করেছিলেন তাদেরকে সমস্ত জায়গা থেকে আস্তে আস্তে সরিয়ে দিলেন। চাকরী-বাকরী, জমিদারী, নায়েবী সব কিছু থেকে সরিয়ে তারা হিন্দুদের পোষণ করলেন খুব স্বাভাবিক ভাবেই। তারা সাম্রাজ্য স্থাপন করেছেন। সেই সাম্রাজ্যকে চিরস্থায়ী করার জন্য যাদের সাহায্য তারা সহজলভ্য মনে করেছিলেন তাদেরই সাহায্য তারা নিয়েছিলেন।

এরফলে কি হয়েছে? দীর্ঘ দু'শ বছরের বৃটিশ শাসনে বাঙালি মুসলমান সাহিত্য থেকে, জমিদারী থেকে, ধনদৌলত থেকে, সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে পিছিয়ে পড়লো। তারই ফলে বাংলাদেশ যে মনের বিভাগ সেই বিভাগটা আরো বেশী করে দেখা দিল। বৃটিশের দু'শ বছরের শাসনাধীনে, বাঙালি মুসলমান

www.pathagar.com

এমনভাবে কোনঠাসা হয়ে পড়লো যে, সমস্ত সাহিত্য থেকে দূরে সরে তারা ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন পুঁথি সাহিত্যের দিকে মনোনিবেশ করলো। এ সময়ে যে সমস্ত বড় বড় সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে আসলেন রবীন্দ্রনাথসহ, তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার এগুলোকে ঝেটিয়ে বিদায় করলেন। এটা ইংরেজদের উৎসাহে অনুপ্রেরণায় ঘটল এবং পরবর্তী কালে দেখা গেল যে মুসলমান সাহিত্য বাংলা সাহিত্য থেকে দূরে চলে গেছে।

আজ আমাদের যে অবস্থা হয়েছে, অধ্যাপক সাহেব বলেছেন, কিছু লোক আমাদের সংস্কৃতিকে সংস্কৃতি মনে করে না। আমি আগেও বলেছি। কিন্তু আমাদের একটা নিজস্ব সংস্কৃতি ছিল। আমাদের একটা চিন্তাধারা ছিল। আমাদের একটা জাতীয়তাবাদ ছিল। আমাদের সংস্কৃতি আলাদা, আমাদের চিন্তাধারা আলাদা। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন, দুই বাংলার লোকই যে বাংলা ভাষা বলে, সেই বাংলা ভাষাও কিন্তু আমাদের আলাদা। আমরা সকালে উঠি অজু করি, নামাজ পড়ি। আমরা পানি খাই, গোসল করি। আমাদের যে আরেকটি বাঙালি সমাজ আছে তারা অন্য কিছু করে। আমাদের সংস্কৃতি আলাদা। আমরা পাশাপাশি থেকেছি বটে, তাঁদের চিন্তাধারা একরকম, আমাদের চিন্তাধারা আর একরকম। সেজন্যই বলা হয়েছে, এক হাজার বছর পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও কোন দিন বাঙালি সমাজ বলে একটা সমাজ গড়ে উঠেনি। দুটো সংস্কৃতি নিয়ে আলাদা সমান্তরালভাবে আমরা এগিয়ে গিয়েছি। সেজন্য আমরা বার বার ভাগ হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আমাদের জাতিসত্তার সন্ধান এখনও আমরা করতে পারিনি।

আজকে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা, আমি মনে করি, আমাদের চ্যালেঞ্জগুলো কি সেটা জানা এবং চ্যালেঞ্জগুলোকে মিটমাট করা। আমাদের যুব সম্প্রদায় ভাবছেন যে, বাঙালি বলতে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের বিশেষ ভাবধারা, বিশেষ চলাফেরা, বিশেষ কাপড় চোপড় বুঝি বাঙালি। এটা কিন্তু তাদের একদম ভুল ধারণা। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি হচ্ছে মুসলমান, আমাদের ধর্ম এবং আমাদের ঐতিহ্য সব মিলেই আমাদের সংস্কৃতি এবং সেই সংস্কৃতিকে যদি আমরা এগিয়ে না নিয়ে যাই, তাহলে আমাদের মস্ত বড় ভুল হবে।

www.pathagar.com

অধ্যাপক সাহেবের প্রতি আমার আবেদন, তিনি আজকাল চুপ করে আছেন। আমাদের নেতৃত্ব তিনি দিচ্ছেন না। কয়েক বছর পরে হোটেল সোনারগাঁওতে একটা সেমিনারে বক্তব্য রাখলেন কিছু লোক শুনলাম বটে। কিন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আপনাদের নেতৃত্ব পাওয়ার জন্য জনসাধারণ আকুল আগ্রহ করছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের বহু নেতা আছে, কিন্তু সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে আমাদের নেতৃত্ব কোথায়? অতি মুষ্টিমেয় যতসামান্য যাঁরা আছেন, তারা চুপচাপ বসে আছেন, সময় গুণে চলেছেন। কিন্তু তাঁরা জাতিকে দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন না।

আমাদের সংস্কৃতির স্বাধীন একটা রূপ আছে। সেই রূপটা আমাদের যুব সম্প্রদায় বুঝতে পারছেনা। যাঁরা তাদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁরা কি আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির মনের কথাটি বলছেন? বলছেন না। তাদের সাহিত্য দেখুন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক এখানে উপস্থিত আছেন। বহুদিন পর একজন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক কোন ইসলামিক সমাবেশে হাজির হলেন। এটা বড় আনন্দের কথা। শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালকও উপস্থিত আছেন। এটা বোধ হয় গণতান্ত্রিক সরকারের একটা বড় সাফল্য আজকে এইসব একাডেমীর মহাপরিচালকরা ইসলামের নামে কোন সেমিনারে উপস্থিত হচ্ছেন। কেননা এরা ইসলামের নাম শুনলেই মনে করে যে, এটার মধ্যে মৌলবাদীর দুর্গন্ধ আছে। শুধু ইসলামের মধ্যেই মৌলবাদ পাওয়া যায়, অন্য কোন ধর্মে এই মৌলবাদ নেই!

আপনারা দেখুন আমরা স্বাধীন হয়েছি। আমি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের জেনারেল সেক্রেটারী ছিলাম ১৯৫৪ সালে। আমি সেদিন একটা artical লিখেছি। আমাদের স্বাধীনতায় অনেক কিছু ধূয়ে মুছে গেছে। তার মধ্যে একটা জিনিস সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের 'মুসলিম' শব্দটি ধূয়ে মুছে একাকার হয়ে গেছে। এই যে আমাদের একটা হীনমন্যতা, 'মুসলিম' নাম বাদ দিলেই আমি একটা প্রগতিশীলতা পাবো। এই হীনমন্যতা থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে।

www.pathagar.com

অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান সাহেবের মত লোক যদি নেতৃত্বে না আসেন তাহলে কারা এগিয়ে আসবে। যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছিলেন, তার মধ্যে বেশ কয়েকজন অনেক আগে ইন্তেকাল করেছেন। বিচারপতি অবদুর রহমান চৌধুরী, এম এ মোহাইমেন, আবদুল জব্বার খান এই ফ্রন্টে, জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টে। মুসলমান নাম শুনলেই যাদের গায়ে কাটা দিয়ে উঠেনা, এই লোকগুলো আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন।

আমাদের আজকের সমস্যা, বিচার্য্য বিষয়, চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ গুলোকে বোঝাতে হবে। তার জন্য সৈনিক সৃষ্টি করতে হবে। তাদেরকে পাড়ায় পাড়ায় এগিয়ে যেতে হবে। তাদেরকে বলতে হবে আমরা ভেসে আসিনি। আমাদের একটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে এবং সেই ঐতিহ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। তা নিয়ে আমরা গৌরব বোধ করতে পারি। এটা অগৌরবের কিছু নয়। আমরা মুসলমান, আমরা বাঙালি, দুটো মিলে আমরা বাংলাদেশী। আমাদের সেই ঐতিহ্যকে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান অতিথির ভাষণ

মহামান্য রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি উপাচার্য ডঃ এম শমশের আলী, প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট- এর কর্মকর্তাবৃন্দ, সমবেত সুধীমন্ডলী, আসসালামু আলাইকুম

১। জাতীয় জীবনের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয় "আমাদের সংস্কৃতি ঃ বিভিন্ন প্রসঙ্গ ও চ্যালেঞ্জ" শীর্ষক এই সেমিনারে আসতে পেরে আমি আনন্দিত। এই সেমিনারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক মোবারকবাদ।

২। দেশের খ্যাতনামা সংস্কৃতিসেবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও গণমাধ্যমের সাথে সংশ্লিষ্ট শীর্ষ ব্যক্তিত্বদের এই মহতী সমাবেশে আমাদের সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচিত হবে এবং এক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের পথ নির্দেশনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি আশা করি। আমাদের মনে রাখতে হবে একটি জাতির স্বাধীন সত্তা ও মননশীলতার বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং ভাষা ও সাহিত্য শুধু একটি জাতির সম্যক পরিচয়ই বহন করেনা বরং তা জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয়তাবোধের দীপ্ত চেতনার ধারক ও বাহক। এদেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত বাংলদেশী জাতীয়তাবাদের আদর্শে আমাদের সংস্কৃতিকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল করে তুলতে হবে। দেশের গণমানুষের বিশ্বাস, ধর্মীয় চেতনা, জীবন যাত্রা, জীবনবোধ ও আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটাতে হবে আমাদের

www.pathagar.com

সংস্কৃতিতে। আমাদের সংস্কৃতি ও সাহিত্য যাতে জাতীয়তাবোধের আদর্শ ও জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে আরো গুরুত্ববহ ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য সংস্কৃতিসেবী ও দেশপ্রেমিক সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

৩। অনেক রক্ত ও বহু ত্যাগের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। যে কোন জাতির স্বাধীনতার লক্ষ্য তার আদর্শ ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়া। একটি দেশ তার সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে কতটা সার্থকতার সাথে নিজস্ব আদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে পারছে তার নিরিখেই সে দেশের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা পরিমাপ করা সম্ভব। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা বিপন্ন হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা দৃষ্টিগোচর হয় না।

সুধীমন্ডলী,

৪। আপনারা ইতোমধ্যে তথ্যবহুল ও পান্ডিত্যপূর্ণ মূল প্রবন্ধ শুনেছেন। সংস্কৃতি একটি সমাজের সমগ্র জীবনধারার প্রতিচ্ছবি। মানুষের অধিকার, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য এবং বিশ্বাস সবকিছুই সংস্কৃতির অঙ্গ। একটি জাতির আত্মিক, বস্তুগত, বুদ্ধিগত এবং আবেগগত চিন্তা ও কর্মধারার বাহ্যিক রূপ ধরা পড়ে তার সংস্কৃতির মাধ্যমে। সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের ব্যাপকতা তাই সীমাহীন।

৫। আমাদের সংস্কৃতিতে আমাদের জনগণের আবহমান লালিত আদর্শ, বিশ্বাস, ইতিহাস, ঐতিহ্য, জীবনাচার ও জীবন পদ্ধতি বিধৃত হবে, এটাই স্বাভাবিক। জীবনাচার আপনা আপনি গড়ে উঠে না। এর পেছনে দিক নির্দেশক ও প্রেরণা শক্তি হিসেবে কাজ করে একটি বিশ্বাস। ধর্ম একটি বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি ধর্মের নিজস্ব কিছু রীতি, নিয়ম, অনুশাসন ও আচার অনুষ্ঠান থাকে। একজন মানুষ যে ধর্মের আওতায় জন্মগ্রহণ করে ও বেড়ে উঠে, সেই ধর্মের বিশ্বাসকে সে নিজের জীবনে গ্রহণ করে। এভাবে অন্যের থেকে তার মধ্যে একটি পৃথক সত্তা ও ব্যক্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। এদিক থেকে দেখলে মানুষের বিশ্বাস ও আচারে

www.pathagar.com

ধর্মের প্রভাব অবধারিত। তবে ভৌগোলিক অবস্থান ও ভাষাগত উপাদান ও মানুষের সংস্কৃতির সাথে যুক্ত হয়ে তার স্বাতন্ত্র্যকে সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুটিত করে।

সুধীমন্ডলী,

৬। আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গনে সংস্কৃতির নামে যা কিছু চলছে তার সব কিছুকে সংস্কৃতি বলে মেনে নেয়া যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে একে বলা যেতে পারে অপসংস্কৃতি। একথা সত্য, আধুনিক এই গতিশীলতার যুগে অর্থনৈতিক আদান প্রদানের সাথে সাথে আমাদের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, একটি দেশ তার নিজস্ব সংস্কৃতিকে অন্য দেশ বা জাতির সংস্কৃতির কাছে বিকিয়ে দেবে। সর্ব অবস্থায় বিদেশী সংস্কৃতির আগ্রাসন রোধ করতে হবে। আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিপন্থী যে কোন ভাবধারার প্রচার ও প্রসারকে প্রতিহত করার জন্য সমাজের বিবেকবান মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে দেশের শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ রোধে তাঁরা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং দেশীয় সংস্কৃতির লালন ও বিকাশে সচেষ্ট হবেন বলে আমি আশা করি।

৭। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট দেশের খ্যাতনামা চিন্তাবিদ, শিল্পী, সাহিত্যিক, নাট্যকার ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের একত্রিত করে আমাদের সংস্কৃতিকে তার নিজস্ব ধারায় গতিশীল রাখার যে উদ্যোগ নিয়েছে, আমি তার প্রশংসা করি। এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সাহসী ও বলিষ্ঠ। আমি এই সেমিনারের সাফল্য কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আল্লাহ্ হাফেজ

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সভাপতির ভাষণ

ডঃ এম শমশের আলী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাননীয় প্রধান অতিথি, রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস, শ্রদ্ধেয় জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, জনাব মহবুব আনাম, জনাব আহমেদ ফরিদ, জনাব জহুরুল ইসলাম ও উপস্থিত সুধীমন্ডলী আসসালামু আলাইকুম

আমি দু'একটি কথা বলবো। আজ থেকে ১৫ বছর আগে একটি সম্মেলনে আমাকে একটি keynote paper পড়তে বলা হয়েছিল। এটি ছিল Integration of Islamic values & concepts in modern education, আমি বললাম আমি এটা পড়তে পারবো না। আমি কোন Theologian নই। আমি পদার্থ বিদ্যার ছাত্র। উদ্যোক্তরা বললো না non- theologian হলেও চলবে। তখন আমি বললাম। এক শর্তে। আমার শ্রোতা হতে হবে সবাইকে অবিশ্বাসী। যাঁরা বিশ্বাস করে না ইসলাম ধর্মে, ধর্ম পালন করেনা, লালন করেনা। উদ্যোক্তরা বললো এটাতো কঠিন শর্ত। আমি বললাম অর্ধেক অর্ধেক করেন। কিছু বিশ্বাসী এবং কিছু অবিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীদের আনেন।

সেই সম্মেলনে এসেছিলেন কিছু অবিশ্বাসী বুদ্ধিজীবী যাঁরা ইসলামকে কটাক্ষ করেন, তাঁরা এসেছিলেন। সেখানে একট কথা আমি বলেছিলাম যে, Culture is an integral part of Islam। সেখানে ইংরেজীর একজন নাম করা অধ্যাপক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন যে, সব জিনিসই আমি মানি, শ্রদ্ধা করি, কিন্তু এই জিনিসটি আমি মানতে পারি না যে, Culture is an integral part of Islam। আমি জানতাম এরকম একটা বাধা হবে এবং যেই দেবতা যেই ফুলে তুষ্ট তাকে সেই ফুল দিয়ে তুষ্ট করতে হয়। আমার হাতে ছিল ছোট একটা বই। বইটার নাম ছিল Some notes towards definition of culture, এটা ছিল

www.pathagar.com

টি এস এলিয়েটের লেখা। তখন আমি বললাম, আমি আমার সাধারণ জ্ঞানে যা জানি তাই বলেছি। আমি ইংরেজী পড়ুয়া ছাত্র না। বিশেষ করে এলিয়েট অধ্যাপক সাহেবেই পড়ান ক্লাশে। উনার গুরু দেব যে কথাটা বলেছেন সেটাই আমি উল্লেখ করেছি। এই কথা পরিষ্কার করে লেখা আছে। তখন দেখলাম তিনি একদম স্তিমিত হয়ে গেলেন।

একথাটা তো বলতে হবে ভাল করে যে, প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের জীবন যাত্রা প্রণালীতে তাদের নিজস্ব ধর্মের একটা প্রভাব আছে। এটা যদি কেউ দেখেও না দেখে তাহলে ভাল করে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। এখানে হীনমন্যতার কোন সুযোগ নেই। আমাদের যে সুযোগটা আছে বাংলাদেশে, অন্য দেশের চেয়ে সে সুযোগটা বেশী। আমরা যখন বলি আমরা বাংলাদেশী তখন এটা বোঝাতে চাই যে, আমরা বাঙালি ঠিকই, আমরা মুসলমান। সুতরাং আমাদের বাঙালিত্ব বর্জন করতে হবে না। আমাদের মুসলমানিত্ব বর্জন করতে হবে না। আমি যখন বাঙালি তখন আমি বাংলার আকাশ ভালবাসি। শরতের আকাশ দেখতে ভালবাসি, বাংলার বর্ষা ভালবাসি, বাংলার গান ভালবাসি, বাংলার পথঘাট ভালবাসি। সবুজ প্রান্তরে মানুষ-এর জীবন যাত্রা আমাকে মুগ্ধ করে এবং এর মধ্যেই আমি বড় হয়েছি। এখানে যে সমস্ত উপাদেয় খাদ্য পাওয়া যায়, যেভাবে আমি এর সঙ্গীত, বাংলার বাউল, এ সমস্ত কিছু আমি ভালবাসি। কিন্তু সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই ভূখন্ডে বাস করবার জন্য আমার জীবন যাত্রার উপর আমার ইসলাম ধর্মের যে প্রভাব তা আমি মোটেই উপেক্ষা করতে পারি না।

ভাষার কথা যদি হয়, মাঝে মাঝে কতগুলো বুদ্ধিজীবী কথা বলেন, মনে হয় যে একেবারে তা অজ্ঞতার শামিল। যখন বলেন যে, হ্যাঁ এই আরবী ফারসী শব্দগুলো একটু কমচালু করলেই ভাল। বাদ দিলে ভাল হয়। একবার আমি বলেছিলাম বাদ দেয়া অসম্ভব। কারণ বাদ কথাটাই আরবী। বাদ দিতে পারবেন না। যেমন আমরা বলে থাকি ইয়ার্কি মারতে পারবা না, এই ইয়ার্কি শব্দটাও বাংলা নয়। গানের আসর। এখানে আসর, ১০ জন। ১০ জন না হলে একটা

www.pathagar.com

আসর হয় না। সেই আসরটা আরবী। জমি জমা সব হারিয়ে যাবে, জমি শব্দ বাংলা না। যত ডকুমেন্টস আছে, দলিল দস্তাবেজ, এগুলো থাকবে না, চশমা পরতে পারবে না, গান গাইতে পারবেনা, রবীন্দ্র সঙ্গীতের আসর জমতে লাগবে এক তারা। এই তার বেতার এগুলো বাংলা শব্দ না। ইয়াক, তরফ, একতরফ এগুলোও ফারসী। আমরা বুঝতে চেষ্টা করি না কেন? আমাদের এখানে কত শব্দ এসেছে, মুসলমানরা এই অঞ্চলে আসার ফলে কত সমৃদ্ধ হয়েছে।

বঙ্গীয় সাহিত্যের কত উৎকর্ষ সাধন হয়েছে। সে কথাটা একবার বুঝতে চেষ্টা করি না কেন। যেভাবে আমরা বাংলা বলি সেভাবে এখানে বাংলা বলা হতো না। এককালে সংস্কৃত চর্চা না করলে আমাদেরকে জাতের লোক বলা হতো না। যখন আমরা বলি আমরা মুসলমান তখন আমরা একটি বিশ্ব আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হই। আমাদের ধর্মেই বলা হয়েছে, "তোমরা তো একই সম্প্রদায়ের, তোমরা তো উম্মতে ওয়াহিদা, একই উম্মত, একই সম্প্রদায়ের।" আমাদের এই পবিত্র কোরআন। এটা তো একটি মাত্র সম্প্রদায়ের জন্য নাযিল হয়নি। এটা নাযিল হয়েছিল সমগ্র জনগোষ্ঠীর জন্য এবং যখন আমরা মুসলমান-ইহুদীদের মধ্যে লড়াই দেখি, তখন অবাক হই, এতো একই গ্রন্থ। এই গ্রন্থ পূর্বের গ্রন্থগুলোর সমর্থক হিসেবে এসেছে। অর্থাৎ বাইবেল, তাওরাত এগুলোর সমর্থক হিসেবে এসেছে। ওখানে কিছু distortion হয়েছিল। এগুলো বোঝা যায় নামের মধ্য দিয়ে, আমরা ট্যাবলেট তাওরাত যে বলি, ট্যাবলেট সেই বই ইঞ্জিল, বাইবেল বিবলিওটেকা, ল্যাটিন সেটাও বই, 'কোরআন' যা পাঠ করা হয়, সেই বই অর্থাৎ একটি গ্রন্থ দিয়ে মানুষের জীবন যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ দেয়া হয়েছে। সেই গ্রন্থকে অস্বীকার করবো কেমন করে? এই যে একটা প্রবণতা এটাকে রুখতে হবে।

নতুন যে প্রজন্ম, সেই প্রজন্মকে বলতে হবে যে, এর চাইতে লিবারেল (উদার) কোন ধর্ম নেই। আমি একজন মুসলমান, আমি বিশ্বের সম্পদ হতে পারি যদি সত্যিই মুসলমান হই। আমার কাছে সব ধর্মের লোক সবচাইতে বেশী নিরাপদ, আমাকে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা করতে হবে। যতই আল্লাহু আকবর বলি,

www.pathagar.com

যদি আমি জীব ও জড়ের শাসনে যে নিয়মাবলী কাজ করে সেগুলো ভাল করে বুঝে তার মাহাত্ম্য প্রকাশ করতে না পারি তাহলে তা ঠিক হয় না। গরীবদের কথা বলা হয়েছে, আজকে Modern Culture, Economics-এ এগুলো দরকার নেই, Social Reformations আনো, Economic Reformation আনো, এগুলোর কথা বলে দেয়া আছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা বলা আছে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলবার কথা বলা আছে, একই জাতি সম্প্রদায়ের কথা বলা আছে, বিশ্ব মানবতার বন্ধনের কথা বলা আছে। এই বাড়তি সুবিধাগুলো আমি মুসলমান বলেই তো জানতে পারি।

সুতরাং আমি বিশ্ব সংস্কৃতির মধ্য থেকেও স্থানীয় সংস্কৃতি পেতে পারি। আর এই সংস্কৃতির সংজ্ঞা কারা দেয়? সংস্কৃতি রচনা করে কারা? দেশের আপামর জনসাধারণের যে সংস্কৃতি সেই হচ্ছে আমাদের দেশের সংস্কৃতি।

আমার খুব দুঃখ লাগে যখন ১লা বৈশাখে কিছু অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক গাড়ী করে এসে জানালা থেকে হাত বাড়িয়ে পানতা ভাতের প্লেট কিনে খায়। কি হঠকারিতা? এটা কি আমি সেই কৃষক ভাইকে মশকরা বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিনা? যে কৃষক ভাই পানতা ভাত খায় প্রয়োজনে। যদি একজন কৃষক লুঙ্গির উপর টাই পরে চাষাবাদ করে তাহলে সেটা কি মশকরা হবে না? আমাদের এই মনমানসিকতা দূর করতে হবে। এটা দূর করার একটি পন্থা হচ্ছে আমাদের প্রজন্মকে তা বোঝানো। আজকে দেশে কোন পাবলিক লেকচারের সিরিজ নেই। যেখানে অনেক লোকের সামনে একটি বিষয় ভাল করে বোঝানো যাবে। সে ব্যবস্থা নেই।

আমাদের সকলেরই দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের জিনিসগুলো তুলে ধরা। বলা হয় এরা সব কাঠখোট্টা, এরা ইসলাম ধর্ম পালন করে, এদের মধ্যে আর্ট কালচার নেই, মিউজিক নেই এসব একেবারে মিথ্যে কথা। এক সময় যখন মূর্তি পূজার দিকে মানুষ ঝুকে পড়েছিল তখন একটা নিষেধাজ্ঞা এসেছিল। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সত্যই Geometric form -টা, এই যে Geometric power-টাকে পুরোমাত্রায় Exploit করে মসজিদ যেভাবে নির্মাণ

www.pathagar.com

করেছে, বাইরের এবং ভিতরের স্থাপত্য চিত্রকলা যেভাবে তার নির্মাণ কৌশল, এখানে পুরোমাত্রায় Geometric power exploit করেছিল।

ক্যালিগ্রাফি, আজকে এমন চমৎকারভাবে develop করেছে, এগুলো ইসলামের Art & Architecture, ইসলামের অবদান। আজকে সঙ্গীতের কথা বলা হয়। যেকোন ভাল সঙ্গীতজ্ঞের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখেন, সঙ্গীতের আসল কথা হোল ঈশ্বর প্রেম। ক্লাসিক্যাল মিউজিকল যা সঙ্গীতের আসল বুনিয়াদ, পরমকে পাওয়ার ইচ্ছে এবং সে কথাই সব জায়গায় ধ্বনিত হচ্ছে। সুতরাং হৈ চৈ মার্কা মিউজিক তো কেউই পছন্দ করে না। কিন্তু যে সঙ্গীত মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে, মানুষকে ভালবাসা শেখায়, সেই সঙ্গীত তো বর্জনীয় নয়। কোনটা বর্জনীয়? ভাল যা কিছু আছে, সবই গ্রহণীয়। খারাপ সব কিছু বর্জন যোগ্য। এটাইতো আমাদের সংস্কৃতি। আমি অন্যের কাছ থেকে ভাল জিনিস নিয়ে, যা কিছু দূষণীয় তা বর্জন করে, যদি আমার সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে পারি তাহলে তো আমি উন্নত মানুষ হতে পারি। পরিশেষে আমি বলবো, কিছুটা দায়িত্ব রাষ্ট্রেরও আছে।

আজকে আমরা খুব খুশী যে, শত ব্যস্ততার মধ্যে ছুটির দিনে মাননীয় রাষ্ট্রপতি এখানে এসেছেন। তাঁর মাধ্যমেই আমি সরকারের কাছে আবেদন রাখবো। সচেতন হতে হয়, সব দেশেই সচেতন হতে হয়। আজকে একটি আগ্রাসন হচ্ছে সেটা হলো মিডিয়া আগ্রাসন। এই মিডিয়া আগ্রাসনের কথা আমি বলি, আমার এখানে বিদেশী খবর শোনার ব্যবস্থা করা হলো, তার পর ডিশ এন্টেনা আসলো। আমি বলতে চাই সিঙ্গাপুরের মত লোক যারা প্রযুক্তিগতভাবে এত অগ্রসর, একটা ছোট্ট নগরী রাষ্ট্র, সেই সিঙ্গাপুরে তারা ডিস এন্টেনা ব্যবহার করতে দেয়নি। মালয়েশিয়ার মত দেশ, যে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের মহাসচিবকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বলতে পারেন। রুয়ান্ডায় গণহত্যার পর আপনার পদত্যাগ করা উচিত। সেই লোক পরিষ্কার বলেছেন, আমার এখানে ডিশ এন্টেনা আনার দরকার নেই। তাঁরা কি আধুনিক নয়? তারা জ্ঞানে বিজ্ঞানে অনেক আধুনিক। প্রতি মুহূর্তে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, ফরাসী প্রেসিডেন্ট,

www.pathagar.com

অন্যান্য প্রেসিডেন্টরা কোথায় যাচ্ছেন তা না জানতে পারলে উন্নতি হবে না। প্রতি মুহূর্তে সেটা জানতে হবে। আমরা তো connected, আমাদের এখানে আজকে প্রযুক্তিগত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে। খবর আনছি, দেখাচ্ছি। কিন্তু এখানে লক্কর মার্কা ছবি এবং যে অশালীন ছবি দিবারাত্র নানারকম চ্যানেলের মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে, এটা অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ। ছাত্ররা পড়াশুনায় মন দিতে পারছে না।

রাষ্ট্রের একটি দায়িত্ব আছে, যাঁরা সচেতন নাগরিক তাঁদের দায়িত্ব আছে আমাদের যুব সম্প্রদায়কে ঠিক পথে রাখার জন্য আজ সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার। এখনও সময় আছে। তথ্যনীতি আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। আমি আবেদন রাখবো যাঁরা আগে কিছু ভুল করেছেন, তা শুধরে নেবেন।

পরিশেষে আমরা যেন সবাইকে বলতে পারি, আমরা হীনমন্যতায় ভুগিনা, আমরা সব বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমাদের নিজেদের সত্তাকে আমরা কোন মতেই ভুলে যেতে পারি না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি এই দায়িত্ব অবশ্যই আমাদের পালন করতে হবে। তাদের মনে করিয়ে দেয়ার, বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

www.pathagar.com

কর্ম অধিবেশন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সংস্কৃতির সংহার

ওবায়দুল হক সরকার

বনের সংস্কার সাধন করে বাগানে পরিণত করলে তা ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উঠে, তার উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। মানুষের মনের বনের সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে সংস্কৃতি চর্চা করা হয়ে থাকে। সংস্কৃতি চর্চার ফলে পরিশীলিত মনের অধিকারী হওয়ার ফলে মানবিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি পায়, মানব জীবন হয় সুখী সার্থক ও সমৃদ্ধশালী।

১৯৫০ সালে আমি যখন ঢাকায় প্রথম নাটক করি, তখন ঢাকার সাংস্কৃতিক অঙ্গন ছিল সম্পূর্ণ ঢাকা। নাটক করার কোন মঞ্চ ছিল না, টেলিভিশন ছিল না, সিনেমা শিল্প গড়ে ওঠেনি। স্বল্প শক্তির বেতার কেন্দ্র ছিল, তবে সেটা বেতারেই চলতো বেশী। ঢাকা প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা পেলেও বস্তুতঃ মফস্বল শহরই ছিল। সীমিত পরিসরে ছিল সেই দৈন্যদশা জর্জরিত শহর।

ঢাকা এখন মহানগরী। বিরাট তার পরিধি। সিনেমা শিল্প গড়ে উঠেছে, টেলিভিশনে প্যাকেজ প্রোগ্রাম পর্যন্ত হচ্ছে, আর মঞ্চেরতো কথাই নেই। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, টিএসসি, জাতীয় যাদুঘর, শিশু একাডেমি, বেইলী রোড়ের থিয়েটার পাড়ায় সংস্কৃতি-চর্চা লেগেই রয়েছে। তখন সংস্কৃতি-চর্চা ছিলই না বলা চলে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভাবে ঢাকা ছিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অথচ সেই অন্ধকার ঢাকায় নিশুতি রাতে নিশঙ্ক চিত্তে একাকী নিশ্চিন্তে চলাফেরা করেছি; গৃহবধূরা গা-ভর্তি গহনা পরে এক একজন এক একটি চলন্ত গহনার দোকান হয়ে গলি গলি দাওয়াত খেয়ে বেড়িয়েছে। আজ সংস্কৃতিবান ঢাকা নগরীতে এক গাছি সোনার চুড়ি বা কানের দুল পরে দিনে দুপুরে মেয়েরা

www.pathagar.com

বেড়াতে পারেনা, প্রকাশ্য দিবালোকে খুন-খারাবি হচ্ছে, জীবন হয়ে উঠেছে মহা আতঙ্কের। এত সংস্কৃতি চর্চা সত্বেও কেন এমন হচ্ছে, কেন সংস্কৃতির এই সংহার রূপ।

প্রাণ বাঁচানোর জন্য রক্তের প্রয়োজন পড়ে, অপারেশনের সময় রক্ত দিতে হয়। অবশ্য যে কোন রক্ত দেয়া চলে না। 'ও-নিগেটিভ' গ্রুপের রুগীকে 'ও-নিগেটিভ' রক্তই দিতে হবে, 'ও-পজেটিভ' দিলে তৎক্ষণাৎ রুগীর মৃত্যু ঘটবে। যে রক্ত প্রাণ বাঁচায় সেই রক্ত-ই আবার প্রাণ হরণ করে। যে সংস্কৃতি মানবিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি করে প্রকৃত মানবে পরিণত করে, ভিন্ন গ্রুপের সংস্কৃতি চর্চার ফলে সেই সংস্কৃতিই আবার মানবকে দানবে পরিণত করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও হয়েছে তাই, সংস্কৃতি সংহার রূপ ধারণ করেছে।

বাংলাদেশের শতকরা ৯০ (নব্বই) জন মুসলমান। বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। পাকিস্তানেও তাই। বলতে গেলে আমরা বরং পাকিস্তানের চেয়ে এক ডিগ্রি বেশী মুসলমান, কারণ হজ্জের পর বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম সমাবেশ (বিশ্ব ইজতেমা) এদেশেই হয়ে থাকে, পাকিস্তানের সেই সৌভাগ্য হয়নি। অপর দিকে পাকিস্তান আজ আণবিক শক্তির অধিকারী হয়ে পরাশক্তির পর্যায়ে আর আমরা আজও পরমুখাপেক্ষী, বহু নীচে পড়ে আছি।

মঙ্গল প্রদীপের প্রভাব সেদেশে পড়েনি; আমাদের শিক্ষাঙ্গন আজ রণাঙ্গনে পরিণত হয়েছে, মাস্তান-চাঁদাবাজের দৌরাত্ম্যে উন্নয়ন উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, মঙ্গল প্রদীপ মার্কা সংস্কৃতির ধাক্কায় আমরা প্রতি পদে শুধু পিছিয়ে পড়ছি।

গাছ তখনই ফলদায়ক হয়, যখন মাটি থেকে প্রয়োজনীয় রস আহরণ করতে পারে এবং প্রচুর আলো বাতাস পায়। বাংলাদেশের শতকরা ৯০ (নব্বই) জন ইসলাম ধর্মাবলম্বী। স্বভাবতই এই মুসলমানের দেশের সংস্কৃতি চর্চা হবে ইসলাম ভিত্তিক। ইসলাম ধর্ম থেকে তার রস আহরণ করতে হবে। ইসলাম ধর্ম যে কি অসাধ্য সাধনে সক্ষম তা ভারতীয় বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক বাসব সরকার তার এক প্রবন্ধে প্রমাণ করেছেন।

www.pathagar.com

"ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে সেদিনের ঐতিহাসিক পুরুষদের দায়দায়িত্বের বিচার যেমন নিশ্চয়ই করতে হবে, তেমনি একথাও সম্ভবতঃ মেনে নিতে হবে যে, সেদিন পাকিস্তান না হলে হয়তো আজকের বাংলাদেশ হতো না। .....

এক হিসেবে একথা বলাও হয়তো অতিশয়োক্তি নয় যে, পাকিস্তান আন্দোলনই ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমান জনগণের জীবনে সামাজিক বিপ্লবের প্রাথমিক স্তর।...

পাকিস্তান আন্দোলন মুসলমান জনসমাজের চিন্তায় চেতনায় এক যুগান্তর ঘটায়। ..... লাহোর প্রস্তাব বা পাকিস্তান প্রস্তাব ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে গৃহীত হওয়ার মাত্র আট বছরের মধ্যেই পাকিস্তান কায়েম হয়। সময় ও পরিবেশ নিঃসন্দেহে জিন্নাহ্ সাহেবের অনুকূলে ছিল। কিন্তু শুধু সময় ও পরিবেশের আনুকূল্যেই এর সার্থকতা, এই ব্যাখ্যা নিতান্তই একপেশে। এর কারণ ইসলাম ধর্মের মধ্যেই নিহিত।

ইসলাম শুধু ধর্ম নয়, জীবন দর্শনও বটে। ইসলামের একটা সামগ্রিক রূপ আছে; যা নিছক ধর্মের স্তর অতিক্রম করে সামাজিক মানুষের জীবনের গভীরে প্রবেশ করে। অর্থাৎ ধর্ম, সমাজ, সামাজিক মানুষের আচরণবিধি এবং সামাজিক মানুষের রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ, তার রাষ্ট্রব্যবস্থা সবকিছুই ইসলামের অনুশাসন অনুসারে পরিচালিত হতে পারে। মানুষের সমস্ত অস্তিত্বকে একটি ধর্মের সঙ্গে আধ্যাত্ম একাত্ম করে তোলার সম্ভাবনা ইসলামের অনুশাসনে প্রবল।"

-বাসব সরকারঃ সামাজিক বিপ্লবঃ পরিচয় (কলিকাতা)ঃ একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যা, বর্ষ ৪১, সংখ্যা ৬-৭, পৌষ -মাঘ ১৩৭৮ ।

ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর মতে "মানুষের সমস্ত অস্তিত্বকে একটি ধর্মের সঙ্গে আধ্যাত্ম করে তোলার সম্ভাবনা ইসলামের অনুশাসনে প্রবল" কিন্তু বাংলাদেশের ধর্মভ্রষ্ট বুদ্ধিজীবীর মতে ইসলাম মানেই মৌলবাদী ব্যাপার-স্যাপার। ইসলাম বিরোধী ক্রিয়াকলাপ প্রগতির পরিচায়ক। বাংলাদেশের ধর্মভ্রষ্ট বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে ভারতীয় পত্রিকায় একটি চমকপ্রদ মন্তব্য দেখা যায়। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী

www.pathagar.com

সম্পাদিত "নবজাতক" (কলকাতা) পত্রিকায় শেখ সাবের আলি তার "স্বাধীনোত্তর পশ্চিম বাংলার মুসলমান সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেনঃ

"বাংলাদেশ সৃষ্টির পূর্বে বাঙালি পশ্চিম বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মুসলমান, বিশেষতঃ গ্রামকেন্দ্রিক মুসলমান সমাজ অনেকখানি এই ভাবনায় আশ্বস্ত ছিলেন যে, পাকিস্তান শুধুমাত্র তাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র নয়, এক হিসেবে তা রক্ষাকর্তাও। পাকিস্তানের অস্তিত্বের উপরই হিন্দুপ্রধান হিন্দুস্থানে তাঁদের অস্তিত্ব এবং মানসম্ভ্রম অনেকাংশে নির্ভরশীল।

বাংলাদেশের ঘটনা এবং তার উৎপত্তিতে সম্প্রতি অনেকে আশান্বিত হচ্ছেন এই ভেবে যে, বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমানের, বিশেষতঃ নারীদের উপর পাকিস্তানের সামরিক চক্রের অদৃষ্টপূর্ব অমানবিক অত্যাচার পশ্চিম বাংলার বিমূঢ় বিভ্রান্ত মুসলমানদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনে সহায়তা করবে। আর কিছু না হোক, অন্ততঃ তাদের এই শিক্ষা দেবে যে, স্বজাতিবৎসল মুসলমানের একমাত্র বন্ধু না হয়ে সর্বনাশ সাধনে অদ্বিতীয় শত্রুও হতে পারে। বলাবাহুল্য যে, এমন আশা মহত্তর হলেও সম্পূর্ণ বাস্তবভিত্তিক যে নয়, তার প্রমাণ পশ্চিম বাংলার মুসলমান সমাজের ব্যাপক অংশের এই অদ্ভুত ধারণা যে, পাকিস্তানের বর্তমান বিপন্ন অবস্থার জন্য দায়ী পাকিস্তানের নির্বোধ শাসকচক্র ততোটা নয়, যতোটা বাংলাদেশের ধর্মভ্রষ্ট বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা। এই বুদ্ধিজীবীদেরই গৃহশত্রু বিভীষণের মত দীর্ঘদিন কাজে লাগিয়ে হিন্দুস্থান পাকিস্তানের বৃহদাংশকে পরোক্ষভাবে নিজ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার চেষ্টায় হয়েছে সমর্থ।" শেখ সাবের আলীঃ স্বাধীনোত্তর পশ্চিম বাংলার মুসলমান সমাজঃ নবজাতক (কলকাতা) নবম বর্ষঃ প্রথম সংখ্যা (শারদীয়)ঃ ১৩৭৯-৮০

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্মভ্রষ্ট বুদ্ধিজীবীরা চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতির একটি করল 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। ৬-দফায় কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার নাম গন্ধ ছিল না। জনগণের ম্যান্ডেট না নিয়েই মুষ্টিমেয় কয়েকজনে অগণতান্ত্রিক ও অবৈধভাবে দেশবাসীর উপর 'ধর্মনিরপেক্ষতা' চাপিয়ে দিল। তারপরই দেখা গেল শতকরা ৯০ (নব্বই) ভাগ মুসলমানের দেশে জাতীয়

www.pathagar.com

জীবন থেকে 'মুসলিম' শব্দ মুছে যাচ্ছে। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসিলম হল থেকে 'মুসলিম' শব্দ তুলে ফেলা হলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে আল কোরআনের মানহানি ঘটলো। ধর্ম ধারণ করতে না পারায় অধর্ম মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

"দেশ স্বাধীন হওয়ার পর' ৭২ সনের জানুয়ারী থেকে ফেব্রুয়ারী -মার্চ পর্যন্ত দেশে তেমন লুটপাট আরম্ভ হয়নি। অল্প কিছু লোক, যারা প্রথম থেকেই পেশাগতভাবে লুটেরা ছিল শুধু তারাই লুটপাট আরম্ভ করে। ছাত্র ও সাধারণ যুবক সম্প্রদায় যারা স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে কমবেশী প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল তারা লুটপাটে যোগ দেয়নি। কিন্তু কয়েকমাস পরে যখন তারা দেখল যে, লুটের জন্য শাস্তি তো হচ্ছেই না বরং লুটলব্ধ অর্থের বলে লুটেরারাই দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ও পার্টিতে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। তখন আদর্শনিষ্ঠ প্রায় সব যুবক এবং কর্মীর মনোবল ভেঙ্গে গেল। তার ফলে আরম্ভ হলো দেশব্যাপী লুটের মারফত ভাগ্য পরিবর্তনের উন্মত্ত প্রয়াস।" (এম এ মোহাইমেনঃ বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামীলীগঃ পাইওনিয়ার প্রেস, পৃঃ ২৫)

১৯৭১ সালে আওয়ামীলীগ এমপি. ছিলেন এম এ মোহাইমেন। তিনি মুজিবনগরে ছিলেন, মুক্তিযুদ্ধে তার অবদান অসীম। এই আওয়ামীলীগ নেতা গ্রন্থটির অন্যত্র লিখেছেনঃ

"১৯৭২ সন হতে ১৯৭৪ সনের শেষ পর্যন্ত সারা দেশব্যাপী যুবকদের মধ্যে যে হানাহানি, গুপ্ত হত্যা প্রভৃতি চলেছিল তার অধিকাংশই হল লুটলব্ধ অর্থের ভাগাভাগি ও ঘরের দখল নিয়ে। লুটের মূল লক্ষ্যই ছিল যেনতেন প্রকারে নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করা। তখন যে প্রবণতা শুরু হয়েছিল তার জের এখনও চলে আসছে। দেশ জাহান্নামে যাক তাতে ক্ষতি নেই, আমার দু'পয়সা হলেই হলো। আজ সমাজের দিকে তাকালে আতঙ্কিত হতে হয়। যেকোনভাবে অর্থ উপার্জনের একটা উন্মত্ত প্রয়াস ও সর্বনাশকর মানসিকতা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। মানুষের মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমের এহেন অবনতি দেখে দেশের

www.pathagar.com

স্থায়ীত্ব সম্বন্ধেও মানুষের মনে আজ সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্যের নামে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চলছে লুটপাট, ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়ে জনজীবন অচল হয়ে উঠেছে। এদিকে শিল্প গঠনের নামে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চলেছে ডাকাতি ও পুকুর চুরি। ফলে ডেট দেনা সার্ভিসিং -এর পরিমাণ প্রতি বছর বেড়ে চলেছে। বর্তমানে দুর্নীতি সমাজের সর্বস্তরে এমন সর্বগ্রাসী আকারে দেখা দিয়েছে যে কোন নূতন সরকার এসে যদি দেশের মঙ্গলজনক কিছু কাজ করার চেষ্টাও করে তবে সে চেষ্টাকে রূপ দেওয়ার মত উপযুক্ত সংখ্যক অফিসার কর্মচারী বা কর্মী আদৌ পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ হচ্ছে।

সব দিক বিবেচনা করলে মনে হয় ২৫ বৎসর ধরে শাসন ও শোষণ করে পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙালিদের যতটুকু দুর্বল ও চারিত্রিক অধঃপতন ঘটাতে পারেনি। '৭১ সনের পরে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি লুটের সুযোগ দিয়ে বাঙালিদের চারিত্রিক অধঃপতন তার চাইতে অনেক বেশী ঘটাতে পেরেছে। যুবকরাই হলো দেশের ভবিষ্যৎ। সে যুবক সম্প্রদায়ই বলতে গেলে শেষ হয়ে গেল।" বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ. পৃঃ ৩২-৩৩।

দুই তিন যুগ পরে যৎকিঞ্চিত যে ইসলামী মূল্যবোধ বলবৎ ছিল তার বদৌলতে দেশে বিত্তের দৈন্য থাকলেও চিত্তের দৈন্য দেখা দেয়নি। কিন্তু পরবর্তি আমলে যেসব নাটক মঞ্চস্থ হতে লাগল তার অধিকাংশই দাড়ি টুপী পরিহিত সুন্নতী লেবাসের সবাইকে 'রাজাকার' করে উপস্থাপন করা শুরু করলো। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের "মুসলিম" শব্দ উঠিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হলো না, দেশবাসীর অন্তর থেকে মুসলিম মূল্যবোধ মুছে ফেলার জন্য সংস্কৃতিকে ব্যবহার করা শুরু হলো। রেডিও, টেলিভিশন, বাংলা একাডেমি, শিশু একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি সর্বত্র ইসলাম বিরোধী চক্র কর্ণধার হলো। ফলে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ শতগুণ বৃদ্ধি পেলেও মানুষ পরিশীলিত মনের অধিকারী না হয়ে অমানুষে পরিণত হচ্ছে। বাগান আগাছায় ছেয়ে গিয়ে আবার বনে পরিণত হচ্ছে, শাপদ সংকুল হয়ে উঠছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের শতকরা ৯০ (নব্বই) জন যখন মুসলমান তখন জাতীয় সংস্কৃতি হবে ইসলাম ভিত্তিক। ইসলাম বিহীন বা ইসলাম বিরোধী সংস্কৃতি হবে আত্মঘাতী। এ যেন 'ও' নিগেটিভ' রক্তের রুগীকে 'এ', 'বি' ইত্যাদি ভিন্ন গ্রুপের রক্ত দেয়া শুরু হলো। ভিন্ন ধর্মী সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের ফলে সংস্কৃতি সংহার রূপ ধারণ করলো।

উপ-মহাদেশের চলচ্চিত্র জগতের প্রবাদ পুরুষ জীবন্ত কিংবদন্তী মহানায়ক দিলীপ কুমার গত ২২ শে জানুয়ারি '৯৫ তারিখে বাংলদেশের আমন্ত্রণক্রমে ছয় দিনের বেসরকারী সফরে ঢাকায় এসেছিলেন। ভীষণ কর্মব্যস্ত ছিলেন এই ছয়দিন। দৈনিক ইনকিলাব ২৫ শে জানুয়ারি ১৯৯৫ সংখ্যায় দিলীপ কুমার সংক্রান্ত যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তার নিম্নোক্ত অংশটুকু সাংস্কৃতিক কর্মীদের জন্য শিক্ষনীয়। অংশটি হলোঃ

"এ বয়সে এত সুন্দর স্বাস্থ্য তিনি কি ভাবে বজায় রেখেছেন জানতে চাওয়া হলে দিলীপ কুমার বলেন, "এর জন্য কোন প্রেসক্রিপশন নেই। সহজ সরল জীবন তথা আল্লাহর উপর ঈমানই সবকিছু।"

দিলীপ কুমারের জন্ম ১৯২২ সালে পেশোয়ারে। এখন ১৯৯৫ সাল। এই ৭২ বছরের দিলীপের চালচলন, চলাফেরা দেখলে মনে হয় "বাহাত্তর বছর বয়স্ক যুবক।" এই মহানায়ক মহাসত্যের সন্ধান পেয়েছেন বলে এত জোরের সাথে জবাব দিতে পেরেছেন "আল্লাহর উপর ঈমানই সবকিছু।" অথচ বাংলাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী খলনায়ক রাজু আহমদ, খান জয়নুল, আলতাফ, জাফর ইকবাল প্রমুখ এত অকালে ঝরে পড়তেন না, যদি এই মহানায়কের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতেন। ক্ষণস্থায়ী না হলে ক্ষণজন্মা প্রতিভা হয়ে বিশ্বনন্দিত হতে পারতেন। বলা বাহুল্য, এই মহানায়কের উক্তি শুধু ব্যক্তি নয়, গোটা জাতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ জাতির স্বাস্থ্যও আল্লাহর ঈমানের উপর নির্ভরশীল।

নাচ-গান-নাটক ইসলামে নিষিদ্ধ অনেকে বলে থাকেন। ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান হল কট্টর মুসলমানের দেশ। ইসলামী বিধি-বিধান সে দেশে অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়। ঢাকার ধানমন্ডিস্থ "ইরান কালচারাল

www.pathagar.com

সেন্টারে" আমার পরিচালনায় কয়েকটি ইরানী চলচ্চিত্র বাংলায় ডাব করা হয়। সেন্টারে যতক্ষণ বাংলাদেশী অভিনেত্রীরা থাকতেন ততক্ষণ মাথায় তাদের কাপড় রাখতে হতো। ইরানী মেয়েরা অবশ্যই বোরখা পরিহিত। সেই ইরানে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুধু নয়; ১৯৯৪ ফেব্রুয়ারিতে তেহরানে অনুষ্ঠিত হয় মুসলিম চলচ্চিত্র নির্মাতাদের প্রথম সম্মেলন। সম্মেলনে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন চলচ্চিত্রকার অংশগ্রহণ করেন। ইরানে, খোমেনীর ইরানে, কয়েকজন আন্তর্জাতিক খ্যাত মহিলা চলচ্চিত্রকার আছেন, তারাও এসেছিলেন। সেখানে স্বাগত ভাষণ দেন ডঃ আলী লারীজানী।

The relation between cinema and religious thought শিরোনামে বক্তৃতাটি *'Echo of Islam'* এর April সংখ্যায় ছাপা হয়। তার অংশ বিশেষ বাংলায় তুলে ধরা হলোঃ

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

মুসলিম চলচ্চিত্র নির্মাতাদের প্রথম সম্মেলনে যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। .....

এখন সময় এসেছে চলচ্চিত্র ও ধর্মীয় চেতনার মধ্যে সম্পর্ক কতখানি বিদ্যমান তা জানার। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া পশ্চিমা চলচ্চিত্র ধারা এমন এক গতিধারায় এগিয়ে চলছে যা মানুষকে অবচেতন করে রাখে এবং তাকে চিন্তা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে।

বর্তমান সময়ের চলচ্চিত্রগুলো মানুষকে মায়াবী জগতে নিয়ে যায় এবং এই অস্বাভাবিক ব্যাপারটি এত বেশী ঘটছে যে মানুষ এগুলোকেই খুব স্বাভাবিক ভাবতে বাধ্য হচ্ছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে বিশ্বের জ্ঞানের আকর হলেন রাব্বুল আলামীন। মানুষ তার কাছ থেকে বুদ্ধিশক্তিই ভিক্ষা করতে পারে। অর্থাৎ মানবের বুদ্ধিবৃত্তির কোন অথরিটি নেই। রেনেসাঁর পরে মানুষের ধারণা জন্মেছে যে মানুষের বুদ্ধি বিবেক হলো এমন একটি শক্তি যার দ্বারা সে ভাল মন্দ, সত্য মিথ্যা চিহ্নিত করতে পারবে। ফলে আসমানী কিতাবের প্রতি মানুষের সন্দেহ আরও ঘনীভূত

www.pathagar.com

হয়েছে। সে নিজেই নিজেকে খোদার আসনে বসিয়েছে। আর একেই বলা যায় সাবজেক্টিভিজম (subjectivism)। আধুনিক কালে যে সাবজেকটিভ আর্টের ধারণা প্রবল হয়েছে, তা শিল্পীদের অবিশ্বাস থেকে জন্ম হয়েছে বলা সঙ্গত। এখন আমরা আধুনিক চলচ্চিত্র নির্মাতাদের ভুবনে একটু ঘুরে আসি। প্রথমে প্রশ্ন রাখছি আপনারা কি এই বিশ্বকে খোদার সৃষ্টি বলে মনে করেন? আধুনিক কালে চলচ্চিত্রের মতো এত শক্তিশালী শিল্পমাধ্যমের দ্বিতীয়টি নেই এবং আধুনিক জীবনে এর বিকল্পও নেই। চলচ্চিত্রই সার্থকভাবে আধুনিক মানুষ ও তাদের জীবনযাত্রা তুলে ধরতে পারছে। অতীতে ধর্মভীরু শিল্পীরা পরিশুদ্ধ আত্মার আরশিতে যা দেখতেন, তা তার শিল্পকর্মে মূর্ত করে তুলতেন, বর্তমান কালের সাবজেক্টিভিস্টিক শিল্পীরাও (তাদের মধ্যে চলচ্চিত্রকার রয়েছেন) চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তাদের কল্পিত ভুবনকে ফুটিয়ে তুলছেন।

অনেকে হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন, ধর্মীয় কাহিনী নিয়ে যে সব চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে তার মধ্যেই তো ধর্মীয় ধ্যান, ধারণা প্রকাশ পাচ্ছে। আর কি চাই? কিন্তু মনে রাখতে হবে, বর্তমানে চলচ্চিত্রে যে সব বিষয় ধর্মভিত্তিক, তা অনেক অবিশ্বাসী বিকারগ্রস্ত চলচ্চিত্রকারদের হাত দিয়ে বেরিয়ে আসছে। সুতরাং চলচ্চিত্রকে ধর্মের ছায়ায় লালিত পালিত করার জন্য এটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না, যতক্ষণ না চলচ্চিত্রকার নিজেকে খোদার ইচ্ছার কাছে সমর্পণ না করেন। আর তখনই তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার হবে।

পরিশেষে বলতে হয়, ধর্মীয় রীতি নির্ভর চলচ্চিত্র অবশ্যই ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সে যদি প্রচলিত অবিশ্বাসীদের করতলগত হয়, তবে আমাদের কাঙ্খিত চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্ভব নয়। এজন্য মুসলিম সুফী তাত্ত্বিকরা কল্পনার প্রসঙ্গকে আসলে তাকে দুভাগে বিভক্ত করে ফেলেন। একটি স্বর্গীয় এবং অন্যটি শয়তান প্রভাবিত। তারা বলেন, যে কল্পনাপ্রবণ মন খোদায়ী নির্দেশ অনুযায়ী সে মনই সত্যকে পেতে পারেন। তারা আরও বলেন, পরিশুদ্ধ আত্মা ছাড়া কল্পনাপ্রবণ মন বিভ্রান্তিমুক্ত হতে পারে না।

আধুনিক বিজ্ঞানের অসাধারণ আবিষ্কারকে স্বীকৃতি দিয়ে যদি আমরা

www.pathagar.com

অগ্রসর হই, তবে তা আমাদের জন্য লাভজনক। তা না হলে সাধারণ মানুষ রঙ চঙের মোহে পড়ে বিভ্রান্ত হবে।"

ইরানে ধর্মীয় কাহিনী নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে, তাই পরিশুদ্ধ আত্মার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের কমার্শিয়াল ছবিতে যদি বা ধর্মের বিষয়বস্তু এসে পড়ে, তবে তা বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে এমন উদ্ভটভাবে উপস্থাপন করা হয় যে ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পায়। বলাবাহুল্য বাংলাদেশে ধর্মভ্রষ্ট বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা জনসাধারণকে ইসলাম বিরোধী করার জন্য তৎপর। এই ঘরের শত্রু বিভীষণের দল ইসলামের প্রতি হীনমন্যতার সৃষ্টি করে। অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন তাদের, তাই এই হীন প্রচেষ্টা। সুর সম্রাট আব্বাসউদ্দীন আহমদ তার "আমার শিল্পী জীবনের কথা" গ্রন্থে লিখেছেনঃ

"একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি, আধুনিক মুসলমান গায়কদের মধ্যে ইসলামী গান গাওয়ার রেওয়াজটা উঠে গেছে। যে ইসলামী গানের রসধারা পান করে ঘরে ঘরে বাংলার মুসলমান সংগীতমনা হয়ে উঠেছে এই ক'বছর শিল্পীরা সেই ঐতিহ্যসমৃদ্ধ ইসলামী গানকে একেবারে বর্জন করে বসবে, এটা ভাবতেও দুঃখ হয়। ইতিমধ্যে কলকাতা গিয়ে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, যেকোনো গানের আসরে গায়ক গায়িকা মাত্রই কোনো একখানা আধুনিক গানের পরই গেয়ে উঠেছেন একখানা ভজন। আর আমাদের এখানকার শিল্পীরা ইসলামী গান গাওয়াটা যেন হীনমন্যতা মনে করে গান না।" (আব্বাসউদ্দীন আহমদ, আমার শিল্পী জীবনের কথা, প্রতিপক্ষ, শ্যামলী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ ১০০-১০১।)

১৯৪৭-এর দিকেই এই হীনমন্যতা সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে তা কী ভয়াবহ আকার ধারণ করে তা বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপিকা ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান, বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক এবং বর্তমানে বাংলাদেশ মহিলা সমিতির সভানেত্রী) তাঁর "বঙ্গ সংস্কৃতি" প্রবন্ধে তুলে ধরেছেনঃ

"ভবিষ্যৎ দেশবাসীকে নব ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে নতুন সবক দানের প্রচেষ্টায় শুধু ইসলামের ইতিহাসই পাঠ্য হ'ল না, সমাজপাঠ নামক এক আজগুবী

www.pathagar.com

গ্রন্থ হল তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণীর অবশ্য পাঠ্য। ইসলামী ধর্ম শিক্ষা অর্থাৎ দীনিয়াতকেও অবশ্য পাঠ্য করা হল। কিন্তু তবু বেআদব পূর্ব পাকিস্তানীদের খাঁটি মুসলমান করা গেল না। শেষ পর্যন্ত লিখিত হল নয়া ইতিহাস 'দেশ ও কৃষ্টি'। এবারে বিক্ষোভে ফেটে পড়লো ছাত্র সমাজ, না, আর নয়। ক্লাস বর্জন করলো তারা তবুও ইসলামী কারখানায় প্রস্তুত নতুন কৃষ্টিকে মেনে নিলো না তারা।" (ডঃ নীলিমা ইব্রাহিমঃ বঙ্গসংস্কৃতি, বাঙলাদেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় দিবস ১৯৭৪, পৃ ২১৫।)

দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপিকা ইসলাম সম্পর্কে কি মনোভাব পোষণ করতেন, উপরোক্ত মন্তব্য তার প্রমাণ। পাকিস্তান আমলে অবশ্য তসলিমা নাসরিন, ডঃ আহমদ শরীফ প্রমুখের আবির্ভাব ঘটেনি। বাংলাদেশ আমলে তাও ঘটেছে। তসলিমা নাসরিনের জরায়ুর স্বাধীনতা আজ সূর্যাস্ত আইন বাতিলের দাবীতে পরিণত হয়েছে। Dark deeds are better done in the dark (ডার্ক ডিড্‌স আর বেটার ডান ইন দা ডার্ক) অন্ধকারের কাজ (কুকাম) অন্ধকারেই ভাল করা যায়। বসন্ত বরণের ডামাডোলে কপালে টিপ লাগানোর যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, তা শেষ পর্যন্ত সিঁথির সিঁদুর না হয়ে দাঁড়ায়। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ইসলামী সংস্কৃতির মূলে মারাত্মক আঘাত হেনে চলেছে। বাংলাদেশের ধর্মভ্রষ্ট বুদ্ধিজীবীরা ১২ কোটি দেশবাসীর তুলনায় বিন্দুবৎ কিন্তু এই বিন্দুর মধ্যে রয়েছে সিন্ধুর ব্যাপকতা। তাই ভয় হয় পাকিস্তানের মত বাংলাদেশের অস্তিত্ব না বিপন্ন হয়।

সাংস্কৃতিক বশ্যতা রাজনৈতিক বশ্যতার পথ প্রশস্ত করে। সে বশ্যতা ব্যর্থ করতে পারে শিল্পীদের ইসলামী ঈমান। ইরানী চলচ্চিত্রকার ডঃ আলী লারীজানী বলেছেন "আমাদের মনে রাখতে হবে বিশ্বের জ্ঞানের আকর হলেন রাব্বুল আলামীন" আর ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের প্রবাদ পুরুষ মহানায়ক দিলীপ কুমার বলেছেন" "আল্লাহর উপর ঈমানই সবকিছু।" শিল্পীরা হলেন সমাজের সর্বাধিক জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। সাধারণ মানুষ শিল্পীদের আচার আচরণ অনুকরণ করে যেমন "দিলীপ হেয়ার কাটিং" "হেমামালিনী ব্লাউজ" ইত্যাদি। শিল্পীরা যদি খাঁটি

www.pathagar.com

ঈমানদার হন তাহলে সাধারণ জনগণ বিশেষতঃ যুবসমাজ ঈমানদার হবে। আর শিল্পীরা যদি নামে মুসলমান হয়ে কামে ধর্মনিরপেক্ষ তথা ধর্মদ্রোহী হন তাহলে ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত হওয়ার সুযোগ না পেয়ে বিজাতীয় সংস্কৃতি অনুপ্রবেশের সুযোগ পাবে। শিল্পীদের বোঝাতে হবে ইসলামী মূল্যবোধের ফলে জীবনের যথার্থ মূল্য পাওয়া যায়। দিলীপ কুমারের মত "বাহাত্তর বছর বয়স্ক যুবক" হয়ে থাকা যায় নয়তো রাজু আহমদ, খান জয়নুল, আলতাফ, নায়ক জাফর ইকবাল, গায়ক আবদুল আলীম প্রমুখের মত অকালে শেষ হয়ে যেতে হয়।

ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান আমেরিকান বা রাশিয়ান সাহায্য ব্যতিরেকেই শুধু ঈমানের জোরে টিকে গেছে এবং এখন পশ্চিমা শক্তির ত্রাসের কারণ হয়ে উঠেছে। নির্ভেজাল ইসলাম তাদের এই শক্তি জুগিয়েছে। বাংলাদেশের মুসলমান অনুরূপ ঈমানদার হলে কারুর সাহায্য না নিয়েও অনুরূপ শক্তিতে পরিণত হবে। সেজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ইসলামী মূল্যবোধে স্নাত বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতি।

www.pathagar.com

আমাদের সংস্কৃতি ঃ সমস্যা ও প্রতিযোগিতা

আরিফুল হক

কালচার শব্দটা এসেছে জার্মান CULTURA শব্দ থেকে। Cultur-এর অর্থ Cultivation বা কর্ষণ। কালচার শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন বেকন। তিনি কালচার বলতে বুঝিয়েছিলেন মানুষের নিবিড় সত্ত্বার সারভাগ।

বাংলায় সংস্কৃতি কথাটারও উৎপত্তি সংস্কৃত শব্দ সংস্কার থেকে। সংস্কার অর্থ বিশুদ্ধিকরণ। অর্থাৎ অনুশীলনলব্ধ দেহ, মন, হৃদয় ও আত্মার উৎকর্ষ সাধনই কৃষ্টি কালচার বা সংস্কৃতি। সোজা কথায় চিত্তের উৎকর্ষ সাধনই সংস্কৃতি এবং অপকর্ষ বা বিকৃতির নামই অপসংস্কৃতি। সংস্কৃতির সিড়িতে ধাপে ধাপে পা ফেলে সৃষ্টি হয়েছে সভ্যতা। তাই সভ্যলোককেই আমরা 'কালচারড' বলি। আর অসভ্য, বিকৃত রুচির দুস্কৃতিপরায়ন লোককে বলি অসভ্য বা আনকালচারড। সুতরাং দেখা যাচ্ছে স্থূল রুচিকে উন্নত করে যা সেটাই সংস্কৃতি, আর উন্নত রুচিকে স্থূলত্বে নামিয়ে আনে যা তার নামই অপসংস্কৃতি।

জন্মসূত্রে মানুষ প্রাণীকূলেরই সমান। অন্যান্য প্রাণীর মত তারও পেটের ক্ষুধা আছে, দেহের ক্ষুধা আছে, খেয়ালের ক্ষুধা আছে। কিন্তু মানুষের আছে বিবেক। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বিবেক দিয়েছেন। যা অন্যান্য প্রাণীদের দেন-নি। বিবেক আছে বলেই মানুষ জানে সে কি খাবে, কিভাবে খাবে, কিভাবে দেহের ক্ষুধা মিটাবে, কিভাবে খেয়ালখুশী চরিতার্থ করবে। পশুর মত মানুষ যা'তা খেতে পারেনা, যেখানে সেখানে জৈবিক ক্ষুধা মিটাতে পারেনা, যা খুশী তাই করতে পারেনা। সবখানেই তার সৌন্দর্য্যবোধ, শৃংখলা এবং সত্যসুন্দরের বাঁধন। মানুষের বিবেকই তাকে সত্যসুন্দরের পথে পরিচালিত করে।

অনেক সময় এই বিবেকের আয়না ধূলিমলিন হয়ে যায়। বহুদিনের সংস্কারের অভাবে, কিংবা শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে বিবেক আগাছাপূর্ণ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তখনই মানুষের মধ্যে পশুত্ব প্রাধান্য পায়, মানুষ পশুতে রূপান্তরিত হয়। সমাজে সৃষ্টি হয় ব্যভিচার, হানাহানি, চরম উচ্ছৃঙ্খলতা।

www.pathagar.com

মানুষকে পশুর লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার করার জন্য পৃথিবীতে এসেছেন অনেক সংস্কারক। তারা মানুষের মনের জমিতে চাষ দিয়ে, জঞ্জাল আগাছা পরিষ্কার করে, ধুলোবালি ঝেড়ে মুছে বিবেককে স্বচ্ছ পরিষ্কার করেছেন। কিন্তু বারবার কিছু মানুষ অতীতের দোহাই দিয়ে, কিংবা ব্যক্তিস্বার্থের মোহজালে আটকে অনাবাদী থেকে গেছে। সেখান থেকে আবার আগাছা পরগাছা বেড়ে, জঞ্জালপূর্ণ করে দিয়েছে মানুষের বিবেক।

সর্বশেষ সংস্কারক এলেন দক্ষিণ আরবের মক্কানগরীতে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে। সময়টা ছিল অন্ধকার যুগ। মক্কা ছিল পৃথিবীর পশ্চাৎপদ অঞ্চলের অন্যতম। ব্যবসা-ব্যাণিজ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে, শিল্পকলা বা সুকুমারবৃত্তির সঙ্গে কোন যোগাযোগই ছিলনা এ অঞ্চলের মানুষের। মানুষগুলো ছিল উচ্ছৃংখল, নীতিভ্রষ্ট, ব্যাভিচারী, নীতিহীনতা, সন্দিগ্ধতা, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষই ছিল তাদের নিত্য সঙ্গী। এমনি এক পাশবিক পরিবেশে, আল্লাহ তায়ালা পাঠালেন পৃথিবীর মানুষের জন্য সর্বশেষ সংস্কারক, নবীর শ্রেষ্ঠ নবী, মানুষের শ্রেষ্ঠ মানুষ, মনুষত্বের উৎকর্ষ প্রতীক হজরত মুহম্মদ (সাঃ)-কে। যিনি মানুষের বিবেকের মালিন্য দূর করে আলোকজ্জ্বল করে তুললেন। মানুষকে সত্যসুন্দরের পথ দেখালেন। আর কেয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকার গ্যারান্টি দিয়ে রেখে গেলেন অমূল্য সংস্কার গ্রন্থ আল-কোরআন।

তিনি মানুষকে এক নতুন জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করলেন। তিনি শেখালেন এক আল্লাহ ছাড়া মানুষের আর কোনও প্রভু নেই, মানুষ সৃষ্টির সেরা, চাঁদ, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি সকল সৃষ্টিই মানুষের অধীন। মানুষ সবার শাসক, শুধু একজনের শাসিত। সবার উপর আজ্ঞা দানকারি, শুধু একজনের আজ্ঞাবহ। সবার উপরে তার সম্মান। সুতরাং গাছ, পাতা, পাহাড়, পর্বত, চন্দ্র, সূর্য্য কিংবা হাতে গড়া পুতুল, কোন কিছুর সামনে মাথা নত করা, কিংবা কাউকে প্রভু বা দেবতা বলে সম্মান দেখানো মানুষের জন্য অবমাননাকর। তিনি আরও শেখালেন মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহরই দায়িত্বশীল প্রতিনিধি বা খলিফা। সুতরাং মানুষের আচরণ, অনুসৃত নীতি, দায়িত্ব, সৌন্দর্য্যবোধ সব কিছুই আল্লাহর মতই উৎকৃষ্ট হতে হবে।

www.pathagar.com

তিনি নৈরাজ্যকে ঘৃণা করতে শেখালেন, নির্লজ্জ পাশবিকতার মুখে লাগাম এঁটে দিলেন, মানুষকে উপহার দিলেন এক অপূর্ব সুন্দর সুখী সমাজের সন্ধান, উৎকৃষ্ট জীবনবোধ। সেই জীবন বোধ থেকে উৎসারিত যে জীবনচর্চা যা মানুষের চিন্তা, কল্পনা, স্বভাবচরিত্র, আচার ব্যবহার, সামাজিকতা, সবকিছুর উপর পরিব্যাপ্ত হয়ে এক উদার জাতীয়তা গঠন করল, এক মানবীয় সংস্কৃতির সৃষ্টি করল, সেই জাতীয়তা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী অংশীদার বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ।

আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তিই হল সেই ধর্মবোধ। ধর্মবোধই আমাদের অন্তর্নিহিত গুণাবলীকে উদ্বোধিত করে মনুষত্বের মহত্তম সম্ভাবনাগুলোর উৎকর্ষ সাধন করেছে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকেই আমরা শিখেছি কলা পাতায় খাব, না সুন্দর প্লেটে খাব? কোনটি শোভন। মানুষকে ভালবেসে বুকে টেনে নেব, নাকি মানুষ বাড়িতে ঢুকলে হাঁড়ি পাতিল ফেলে দেব? অনাবৃষ্টি দেখা দিলে ইস্তেসকার নামাজ পড়ে আল্লাহর সাহায্য কামনা করব, নাকি কুলা ঝাড়া দেব, কোনটি উত্তম? আমার সাহিত্য সঙ্গীত মামীর সঙ্গে ভাগ্নের দৈহিক মিলন কামনায় জর্জরিত হবে, নাকি প্রেমিক ফরহাদ শিরিকে পাবার আশায় পাহাড় কাটার কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হবে? বংশে জারজ সন্তান জন্মালে মানুষ মর্মজ্বালায় দগ্ধীভূত হবে, নাকি তার গুণকীর্ত্তন করে মহাকাব্য রচনা করবে? কোনটি উত্তম? কোনটি শোভন? এভাবেই ধর্মবোধ থেকেই আমরা শিখেছি কি খাব? আর কি খাবনা। কি পরতে হবে, কি পরা উচিত নয়। কি লিখতে হবে, কি লেখা উচিত নয়। আমাদের সার্বিক জীবনই ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাতেই ধর্মের প্রভাব পরিব্যাপ্ত। ধর্মের প্রভাবেই আমরা সাপ, কুমীর, বানর, কচ্ছপের কাছে মাথা নোয়াতে পারিনা। শালীন পোশাক ছেড়ে অর্ধনগ্ন ঘুরে বেড়াতে পারিনা। অবাধ যৌনাচারের পক্ষে ওকালতি করতে পারি না। ধর্মের প্রভাবেই গড়ে উঠেছে আমাদের স্থাপত্য রীতি, সাহিত্য চর্চা, সংগীত চিন্তা, বিজ্ঞান সাধনা ইত্যাদি সব কিছু। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ধর্মবোধ থেকে উৎসারিত জীবন বোধই আমাদের দেশের সংখ্যাগুরু মানুষের সংস্কৃতির উৎসমূল। এই সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যই আমাদের পৃথক জাতিসত্তা দান করেছে। একটা স্বাধীন দেশ একটা স্বাধীন পতাকা দান করেছে।

www.pathagar.com

আমরা শুধু একটা জাতি নই, আমরা জাগতিক জাতি। এথেন্সের পেরিক্লিয়াস যুগ, রোমের অগাস্টান যুগের মত, আমাদের সোনালী অতীত আছে, গৌরবময় ঐতিহ্য আছে। জ্ঞানে বিজ্ঞানে আমাদের পূর্ব পুরুষরাই পৃথিবীকে সভ্যতার পথে এগিয়ে দিয়েছিল। রসায়ন শাস্ত্রের উদগাতা মুসলমানরাই। মুসলমানরাই প্রথম পৃথিবীর মানচিত্র আঁকার সাফল্য অর্জন করে। কম্পাস যন্ত্র, পানির গভীরতা ও স্রোত মাপার যন্ত্র উদ্ভাবন করে মুসলমান বিজ্ঞানীরা। বন্দুক, কামান গোলাবারুদের উদ্ভাবক মুসলমানরা। চিনি তৈরী, কাগজ তৈরী, পানি জমিয়ে বরফ তৈরীর কৌশল উদ্ভাবন করে মুসলমানরাই। শুধু কি বিজ্ঞান চর্চা-স্থাপত্যে, সাহিত্যে, সংগীতে, চিত্রশিল্পেও মুসলমানদের অবদান আজও বিশ্বে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। স্থাপত্যে স্পেনের কর্ডোভা মসজিদ, আলহামরা প্রাসাদ, তাজমহল, ফতেপুর সিক্রির খাবগাহ বা স্বপ্নপুরী আজও বিশ্বের বিস্ময়। সাহিত্য রচনায় আরব্য কবি মুতান্নবী, ইবনে দুরাইদ থেকে শুরু করে পারস্যের সাদী, রুমী, হাফিজ, খৈয়াম, ফেরদৌসী, উপমহাদেশের ইকবাল, নজরুল, জসীমুদ্দিন, ফররুখ প্রমূখ কাব্য চর্চায় অমর অবদান রেখেছেন। সংগীত সাধনা ও গবেষণায় আব্বাসীয় শাসনকাল পৃথিবীর সঙ্গীত জগতে অমর অবদান রেখেছে। ছন্দ বিদ্যার প্রথম পুস্তক রচনা করেন খলিল। খলিফা আবদুর রহমান কর্ডোভায় সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। আরব, ইরান ও পাক ভারত উপমহাদেশের সুরের মিশ্রণে ইসলামী ঐতিহ্যে অপূর্ব সুর সৃষ্টি করে খেয়াল গানের উদ্ভাবন করেন আমীর খসরু। তিনি খেয়াল গানের বহু রাগ সৃষ্টি করেছিলেন, আজও যা এই উপমহাদেশে সর্বাধিক জনপ্রিয়। সেতার ও তবলা তিনিই উদ্ভাবন করেন। এছাড়াও মিঞা তানসেন, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান, ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, বড়ে গুলাম আলি খাঁ, আমাদের দেশের আয়াত আলি খাঁ থেকে শুরু করে ওস্তাদ জমিরুদ্দিন খাঁ, নজরুল, আব্বাস উদ্দীন, লালন, হাসান রাজা প্রমূখরা সঙ্গীত শিল্পে বিশ্বজনীন অবদান রেখে গেছেন। চিত্রশিল্পে মেসোপটেমীয়া, ইলখানী, তৈমুরী, সাফাভী, বুখরা এবং মোঘল চিত্রকলাকে বাদ দিয়ে বিশ্বের চিত্র শিল্প অস্তিত্বহীন। বিষয়বস্তুর সুষ্ঠুরূপায়ণ, অনুপাত, পরিপ্রেক্ষিতের যথাযথ প্রয়োগ, নকশার প্রাধান্য,

www.pathagar.com

আলঙ্কারিক লিপি বা ক্যালিগ্রাফী, সূক্ষ্ম ছন্দোময় রেখা উজ্জ্বল ও বিভিন্ন রঙ এর সমাবেশ মুসলিম চিত্রকলাকে অনুকরণীয় বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

হযরত আবু বকর, হযরত ওসমান, হযরত আলি হায়দর, খালেদ, তারেক, মুসা বিন নাসির থেকে শুরু করে, মুহাম্মদ বিন কাশিম, সিরাজ উদ্দৌলা, তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ, সৈয়দ আহমদ, খান জাহান আলি, ইশা খাঁ, মুসা খাঁ, হুসেন শাহ, সোনাগাজী, শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্, মাসুম খাঁ, আদিল খাঁ, প্রমুখ অযুত সিংহ হৃদয় বীরদের রোমাঞ্চকর বীরত্ব গাঁথার উত্তরাধিকারিত্ব রয়েছে আমাদের ইতিহাসে। এসব কিছুর প্রভাবে আমাদের সংস্কৃতি গড়ে উঠবে, এটাই কাম্য। কিন্তু এসবই আজ গল্প কথা, অতীত কাহিনী। বর্তমান প্রচার মাধ্যমগুলো হতে প্রাপ্ত তথ্য হল মুসলমানদের ইতিহাস শুধু অত্যাচার আর বিলাসিতার ইতিহাস। শুধু ভিন্ন জাতির মধ্যেই নয় মুসলমানদের মন মগজেও এতথ্য গেঁথে দেয়া হয়েছে। কারণ মুসলমানদের হাতে জবাব দেবার মাধ্যম নেই। দিনের পর দিন ধরে ধর্মের দোহাই দিয়ে, সাহিত্য, কবিতা, সঙ্গীত, নাটক, পেইন্টিং, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি সাংস্কৃতিক প্রকাশ মাধ্যমগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে তারা নিষ্ক্রিয়য় হয়ে পড়েছে। তাদের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে ভিন্নধর্মী সংস্কৃতি প্রভূত্ব বিস্তার করে আজ মুসলমানদের ইতিহাস ঐতিহ্যবিমুখ করে তুলেছে। আজ ইসলাম বিরোধী প্রচার মাধ্যমগুলো একযোগে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছে। তাদের বিরুদ্ধে প্রচারের ফলও ফলছে দ্রুত হারে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত এই বাংলা দেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোরআনের আয়াত মুসলমানরাই নিজ হাতে মুছে ফেলেছে। বিশ্ববিদ্যালয় হল ও কলেজগুলো থেকে মুসলিম ও ইসলামী শব্দগুলো বিতাড়িত করেছে। দেশের প্রধান বিদ্যাপিঠগুলোতে ভাস্কর্যের নামে নির্মাণ করেছে বিধর্মী, ইসলাম বিরোধীদের মূর্তি। দেশের শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম, রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, আর্ট কলেজ, সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানগুলো গচ্ছিত রেখেছে এমন শক্তির হাতে, যারা অহরহ নির্মাণ করছে ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতি বিরোধী গান, নাটক, চলচ্চিত্র ও পেইন্টিং ভাস্কর্য্য ইত্যাদি।

www.pathagar.com

অপর পক্ষে ইসলাম সংরক্ষণের কথা যারা বলেন, দেশের সেই আলীম সমাজ, উপাসনাকেই ইবাদত আখ্যা দিয়ে কবিতা, সঙ্গীত, নাটক শিল্প, ভাস্কর্য থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছেন। হালাল হারাম বিতর্ক তুলে প্রচারমাধ্যমগুলো থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করছেন। যে ভিস্যুয়াল মিডিয়া জাতির ইতিহাস ঐতিহ্যকে দৃশ্যমান করে জাতির বুকে সাহস ও বল সঞ্চার করতে পারতো সেই ভিসুয়াল মিডিয়ার সঙ্গে বৈরীতা করে সেগুলো তাঁরা বিরুদ্ধ শক্তির হাতে তুলে দিয়েছেন। এই সব ভিসুয়াল মিডিয়া অহরহ প্রচার করছে বৈদিক যুগের পটপটারি, বেদী, মুর্ত্তিপূজা, ধূপ, চন্দন, মঙ্গল প্রদীপ, যাগ-যজ্ঞ, সেবাদাসী, এবং শিখার নামে অগ্নিপূজা ইত্যাদিই আমাদের সংস্কৃতির উৎস। বলছে রবীন্দ্র সঙ্গীত ইবাদত। দ্রৌপদীর মত একাধিক সপতি পোশাকেই কালচারে পরিণত করতে চাইছেন। তাদের এই সব চিন্তাধারার প্রভাবেই গড়ে উঠছে আমাদের নাটক, কবিতা, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, পেইন্টিং ইত্যাদি। এই সব কালচারাল এক্সপ্রেশনের কোথাও ইসলামের আদর্শের ছায়াটুকু পর্যন্ত নেই। তাদের সৃষ্ট এসব শিল্প কলাই জনসাধারণকে বিনোদিত করছে। জনগণ এসব গান নাটকই দেখছেন, ধর্মচ্যুত হচ্ছেন, ঈমান হারাচ্ছেন আর এইভাবে খোদা বিমুখতার মহামারী ছড়িয়ে পড়ছে সারা সমাজে।

আমাদের দেশের একজন মুসলিম কবি লিখেছেন "মুয়াজ্জিনের ধ্বনি যে ক্যানভাসারের একটানা অলজ্জিত বেশ্যাবৃত্তি অলিতে গলিতে"। মসজিদকে তিনি তুলনা করছেন উলঙ্গ নারীর সাথে।

মুসলমান সাহিত্যিক লিখেছেন- " আমাদের আল্লাহ্‌র অংকজ্ঞান তেমন সুবিধার ছিলনা, অংকে তিনি সামান্য কাঁচা। সম্পত্তি ভাগের যে আইন কুরআন শরীফে আছে, সেখানে ভুল আছে"।

মুসলিম নাট্যকার সংলাপ লিখছেনঃ- "মোল্লারা দেশশুদ্ধ চেঁচামেচি করেও আজকাল আর আমাদের ক্ষতি করতে পারবেনা। সবাই ওদের আলখাল্লা আলগা করে ভেতরের ন্যাংটা চেহারাটা দেখে নিয়েছে"।

পরাধীন যুগে হিন্দু সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেমন লিখেছিলেন "ঢাকাতে দুই চারিদিন বাস করিলেই তিনটি বস্তু দর্শক নয়ন পথের পথিক

www.pathagar.com

হইবে- কাক, কুকুর এবং মুসলমান। এই তিনটিই সমানভাবে কলহ প্রিয়, অতিদূর্দম, অজেয় (বঙ্গদর্শন ১২২৭, অগ্রহায়ণ)" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন "কিছুদিন হইল একদল ইতর শ্রেণীর অবিবেচক মুসলমান কলিকাতার রাজপথে লোষ্ট্রখন্ড হস্তে উপদ্রবের চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার মধ্যে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে উপদ্রবের লক্ষ্যটা বিশেষরূপে ইংরেজদের প্রতি' (রবীন্দ্র রচনাবলী ১০ম খন্ড)।

নাট্যকার গিরিশঘোষ সংলাপ লিখেছেন "এইতো, এই বাড়ীতে মুসলমানেরা আমোদ কচ্ছে, ঐ শোনো যন্ত্রের ধ্বনি শোনো, আকাশব্যাপী সুর লহরী শোন-তলোয়ার হাতে আছে, যাও গিয়ে বধকর"। নাট্যকার যতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নময়ী নাটকের সংলাপ "যেখানে মুসলমান, সেখানকার বাতাসও যেন বিষতূল্য বোধ হয়।"

অথবা-

"দেবমন্দির সকল
চূর্ণচূর্ণ করিতেছে ম্লেচ্ছ পদাঘাতে।
বেদমন্ত্র, ধর্ম করিতেছে লোপ,
গোহত্যা নির্ভয়ে করে রাজপথ মাঝে।"

উনিশ শতকের হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্য ছিল ভিস্যুয়াল মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা বর্ষণ করা, তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিমুখ করে শিকড় বিচ্ছিন্ন করে দেয়া।

সেদিন হিন্দু বুদ্ধিজীবী শ্রেণী মুসলমান বলতে বোঝাত নীচু জাত। ডাকাত, লাঠিয়াল, নয়তো কুলি মুটে মজুর ইত্যাদি। সেদিন হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা যে উদ্দেশ্যে মুসলমানদের ঐতিহ্য সচেতন হতে বাধা দিত, নীচু তলার মানুষ করে রাখতো, আজ সেই দায়িত্বটিই কিছু মুসলমান বুদ্ধিজীবীর ঘাড়ে বর্তেছে। তারা সেই উনিশ শতকের হিন্দু লেখিয়েদের অনুকরণেই দাড়ি টুপী পরা মানুষকে অসৎ ঘৃণ্য ঘাতক, রাজাকার ইত্যাদি পরিচয়ে চিহ্নিত করছেন। নাটকে সাহিত্যে অভিজাত মুসলমান ছেলেমেয়ের নাম দেয়া হচ্ছে সুমন, সাগর, কেয়া, জয়, লাবনী ইত্যাদি।

www.pathagar.com

অথচ সেই বাড়ীর চাকর বাকরের নাম থাকে রহিমুল্লাহ, করিম, নয়তো গফুর। চলচ্চিত্রে, নাটকে খ্রিস্টান কায়দায় জন্মদিনের কেক কাটার দৃশ্য অহরহ দেখা যায়, কিন্তু, কখনও দেখা যায় না কোন বাড়ীতে ঈদের আনন্দ উৎসবের দৃশ্য। এ সবই ঐতিহ্য বিস্মৃতির ফল। এই বিস্মৃতি একদিনে আসেনি। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই ৮৫ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত এই বাংলাদেশে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার নামে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের নামে মুসলমানদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতির শিকড় উপড়ে ফেলার ষড়যন্ত্র চলে আসছে। দেশ ভাগ হয়ে মাঝখানে প্রাচীর সৃষ্টি হওয়ায় সে প্রয়াস কিছুদিন স্তিমিত হয়ে পড়েছিল মাত্র।

আজ আবার সেই চক্রান্ত শুরু হয়েছে। দেশীয় কিছু বুদ্ধিজীবীর মন মগজ ক্রয় করে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতার প্রচার চালিয়ে, তারা মুসলমানদের ধর্মহীনতার পথে ঠেলে দিচ্ছে। তাদের প্রচারের লক্ষ্য ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে হিন্দু কিংবা খ্রিস্টান থাকা যাবে, কিন্তু মুসলমান, নৈব, নৈবচ। মুসলমান হওয়া মানেই মৌলবাদী হওয়া, সাম্প্রদায়িক হওয়া। সংস্কৃতি একটা জাতির পরিচয়ের পতাকা। সংস্কৃতির রং বদল করে জাতীয় পতাকার রংও বদলে ফেলা যায়। আজকের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দেশ জয় করে দেশ শাসন করতে চায়না। তারা জাতীয় সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণ করে দেশ নিয়ন্ত্রণ করাকে সহজ মনে করে। বাংলাদেশের আকাশ বিমান হামলা থেকে আপাত মুক্ত মনে হলেও, ডিস এন্টেনার হামলামুক্ত নয়। প্রতিদিন ক্যাবল টিভি, ডিশ এন্টেনার মাধ্যমে আকাশ পথ থেকে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে বহু নারী উপগত ভারতীয় পৌরাণিক সংস্কৃতি এবং নৈতিকতা বিবর্জিত মার্কিন ইউরোপীয় ভোগবাদী সংস্কৃতির ঝাঁকে ঝাঁকে মিসাইল। গ্লোবাল ভিলেজ উন্মুক্ত করে দিয়েছে আমাদের আকাশ পথ, ক্যাবল টিভি, ডিশ এন্টেনা, ভিডিও চিত্র, নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে জলে স্থলে অন্তরীক্ষ থেকে আক্রমন শুরু হয়েছে। বসে থাকার সময় আর নেই। ধীরে চলার অবকাশও নেই। ঘৃণা প্রকাশ করে কিংবা পেশীশক্তি দিয়ে গ্লোবাল ভিলেজের দ্বার রুদ্ধ করা যাবেনা। মেধা শক্তি দিয়ে এযুদ্ধের মোকাবিলা করতে হবে। যুদ্ধের ময়দানে বসে হালাল হারাম বিতর্কে কালক্ষেপণ করলে জাতি হিসেবে অপমৃত্যু অপরিহার্য। ভিস্যুয়াল মিডিয়ার সকল

www.pathagar.com

শাখা সম্পর্কে বৈরীভাব পরিত্যাগ করে ইজতেহাদের মাধ্যমে সঙ্গীত, নাটক, চলচ্চিত্র পেইন্টিং-কে আপন করে নিয়ে এগুলো ইসলামী রসসিক্ত করে পরিবেশন করতে হবে। বৈদান্তবাদী এবং পাশ্চাত্য শিল্পকলা যা উলঙ্গ নারীদেহ প্রদর্শন, জৈবিক উত্তেজনাকর বিষয়বস্তু, বিলাসী ভোগবাদী জীবন, মদ-জুয়া, মাদকসেবন, প্রমোদাগার, খুন, জখম প্রভৃতি জিঘাংসা বৃত্তিকে উপজীব্য করে গড়ে উঠেছে, যার বিষক্রিয়ায় মানবসভ্যতা আজ জর্জরিত, সে সব মানবতা বিধ্বংসী কুরুচিকর শিল্প কর্মের পাশে উড়িয়ে দিতে হবে তৌহিদ সঞ্জাত মানবতাবাদী শিল্পকর্মের পতাকা, যে পতাকা পৃথিবীকে গুমরাহীর পথ থেকে ফিরিয়ে এনে বাস্তব ও আধ্যাত্মিক-এর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা আত্মা ও জীবনের সেতুবন্ধের পথে পরিচালিত করবে। মানুষকে আবার পূর্ণতর মানুষ পদবাচ্য করে তুলবে। এর জন্য চাই ইজতেহাদি মনোভাব। বাদ্যবিহীন সঙ্গীত, আর নারীচরিত্র বিহীন খন্ডিত নাটক ও চলচ্চিত্র দিয়ে বিরূদ্ধবাদী শক্তির সঙ্গে লড়াইয়ে নামলে হাস্যপদ পরাজয় ছাড়া আর কিছু জুটবেনা। পূর্ণাঙ্গ নাটক, চলচ্চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্যনাট্য, ছায়ানৃত্য ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে। আর সেগুলো অবশ্যই হতে হবে মহান নবীর রেখে যাওয়া অমূল্য সংস্কার গ্রন্থ আল-কোরানের আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি ভিত্তিক। তারই মানব কল্যাণকামী সঞ্জীবনী সুধারস সিক্ত এবং সার্বিকভাবে বিরূদ্ধ শক্তির চাইতে উন্নত শিল্পমান সম্পন্ন। সুতরাং নতুন নাটক লেখায় হাত দিতে হবে। নতুন চলচ্চিত্র নির্মাণে এগিয়ে আসতে হবে। হারান সঙ্গীত ঐহিত্য পুনরুদ্ধার করতে হবে, এবং এই মাধ্যমগুলো ইসলামী রসসিক্ত করার লক্ষ্যে, এর ফর্ম, বিষয়বস্তু, উপমা নির্বাচন, চরিত্র নির্মাণ, সংলাপ, চিত্রকল্প, বেশভূষা সব কিছুকে মানব কল্যাণকামী, ইসলামি ঐতিহ্যভিত্তিক করে গড়ে তোলার জন্য এবং উপভোগ্য করার জন্য নতুন ভাবনায় বসতে হবে, নতুন গবেষণায় বসতে হবে। নতুন ভাবে নির্মাণে বসতে হবে, এ নির্মাণ এবং উদ্ভাবন যেমন বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইসলামী দেহ নিয়ে সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় তাদের দ্বারাও যারা উপাসনাকেই একমাত্র ইবাদত জ্ঞান করে ইসলামের বিপর্যয় জেনেও হাত গুটিয়ে বসে থাকেন। আকাশ সংস্কৃতি প্রতিদিন আমাদের জীবনের গতিধারা পাল্টে

www.pathagar.com

দিচ্ছে, ভোগবাদী চাকচিক্যে মশগুল করে আমাদের বংশধরদের ইসলামী জীবন ব্যবস্থা থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। আমরা আজ গভীর সংকটের মুখোমুখি। এ সংকট ওয়াজ নসিহত করে কাটানো যাবেনা। নাটকের জবাব উন্নত নাটক পরিবেশন করেই দিতে হবে, সঙ্গীতের জবাব শালীন সঙ্গীত পরিবেশন করেই দিতে হবে, ক্যাবল ডিস এন্টেনার জবাব, ক্যাবল ডিশ এন্টেনায় উন্নত প্রোগ্রাম প্রচার করেই দিতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে ধর্ম টিকে থাকবেনা। ধর্মবিধি, ধর্মবিশ্বাস, ধর্মাচরণ হবে একরকম, আর সামাজিক রীতি, নীতি, বিশ্বাস, বিধি-ব্যবস্থা হবে অন্য রকম এরকম আশা করা বাতুলতা মাত্র। ধর্মে বলা হবে "হুকুমত আল্লাহ ছাড়া কারো নয়" (আল-আন'আম) কিংবা "খোদা কি সকল শাসকের শাসক নয়" (আত-তীন) আর সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটবে মঙ্গল প্রদীপের কাছে মঙ্গল যাঞ্চা করায়। কিংবা অগ্নি শিখাকে অনির্বাণ ভেবে তার শক্তির কাছে মাথা নত করায় যদিও আল কোরানের স্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে "আল্লাহ ছাড়া অপর কোন কার্য পরিচালকের আনুগত্য করো না" (আল-আরাফ)। কিন্তু সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে ঐসব আচার আচরণ পালন করে আমরাতো ধর্মীয় নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করছি। ধর্মকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতি উল্টোপথে চলবে, তেমন সংস্কৃতি অবতারবাদীরা বিশ্বাস করতে পারে, প্রকৃতিবাদীরা বিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু ইসলাম তেমন সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করেনা। ইসলাম শিখিয়েছে সংস্কৃতি ধর্মের অনুগামী হলেই মানব সমাজকে নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতামুক্ত করে, বিশ্বকে মানবীয় সংস্কৃতির ছায়াতলে নিয়ে আসতে পারে। ইসলাম মুক্ত বুদ্ধির জয় ঘোষণা করেছে, কিন্তু বুদ্ধিমুক্তির অজুহাতে নৈতিক নৈরাশ্য মেনে নেয়নি। ধর্মহীন নৈতিকতা নৈরাশ্যকেই আহবান করে। যদি আল্লাহ না থাকেন, তবে শালীনতা আর শালীন থাকবেনা এটাই তো স্বাভাবিক।

কথা হল আমাদের সংস্কৃতি বলতে কি বুঝব? কেমন হবে তার স্বরূপ? সে কি বাঙালি সংস্কৃতি? বাংলাদেশী সংস্কৃতি? নাকি বাংলাদেশের মুসলিম সংস্কৃতি? বাংলাদেশের সংস্কৃতি বলতে বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমানায় যে সব মানুষ বাস

www.pathagar.com

করে তাদের সবার সংস্কৃতিকেই বোঝাবে, এমন কি বাঙালি সংস্কৃতিও বাদ যাবে না। তবে একথা ভুললে চলবেনা বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস ইসলামের প্রভাবেই জনগণকে জীবনের দিকে, লৌকিকতার দিকে আকর্ষণ করেছে। মুসলমানরা এদেশে কেবল তাওহীদের বাণীই বয়ে আনেনি, সাথে করে এনেছে সূচীকর্ম, বাদ্যযন্ত্র, চিত্রকলা, উন্নত স্থাপত্য ভাবনা, সঙ্গীত ও রুচীকর আহার্য প্রস্তুত প্রণালী।

এছাড়াও বাংলাদেশের মুসলমানের রয়েছে এক স্বতন্ত্র্য মানসিকতা, এক স্বতন্ত্র্য হৃদয়বৃত্তি, এক স্বতন্ত্র্য ঐতিহ্য, আমিত্ববোধ। এই আমিত্ববোধের ফলে যেমন মাঠ, নদী, বন নারিকেল-সুপারি, কোকিল, ডাহুক প্রভৃতি তার মনকে দোলা দেয়, ঠিক তেমনি উট, খেজুর, মসজিদ, মরু, মরুদ্যান লু-হাওয়া, আখরোট বাদাম, খোবানীও তার মনকে আন্দোলিত করে। এখানেই তার স্বাতন্ত্র্য, এখানেই তার পার্থক্য। মরুর লু-হাওয়া থেকে মুসলমানের মনকে সরিয়ে নিলে তার মানসিক ঐতিহ্য বাধাগ্রস্থ হবে। ভাষা আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ যেমন আমাদের ঐতিহ্য, তেমনি অষ্টম শতাব্দীতে অত্যাচারী ব্রাহ্মণ শাসন থেকে এদেশের সাধারণ মানুষকে মুক্ত করে সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের কাতারে তাদের সমবেত করা, হার্মাদ, বর্গীদের অত্যাচার থেকে দেশের জনগণকে রক্ষা করার সংগ্রাম, পলাশী, বক্সার, নারকেল বাড়িয়ায় প্রতিরোধ; মীর কাশিমের যুদ্ধ, ফকির বিদ্রোহ, সিপাহী বিপ্লব, বৃটিশ বিরোধী সশস্ত্র এবং সংসদীয় সংগ্রাম, পাকিস্তান আন্দোলন, পাকিস্তান অর্জন এসব কিছুই আমাদের স্বাধীন চিত্তের এক একটি কালজয়ী অধ্যায়, আমাদের ঐতিহ্যের সংগে সম্পৃক্ত। আমাদের সংস্কৃতির অংশ বিশেষ। আমাদের কাব্যে নাটকে এই ঐতিহ্যের প্রতিফলনই কাম্য। কিন্তু বাঙালি সংস্কৃতি বললে এই ঐতিহ্যের অনেকটাই গ্রহণ যোগ্য হয়না। বাঙালি নামক বুদ্ধিজীবীরা এই ঐতিহ্য গ্রহণ করেনি। শ্রেষ্ঠ বাঙালি রবীন্দ্রনাথ আর্য্য উপনিষদ থেকে তার সাহিত্যের রসদ সংগ্রহ করেছিলেন। আপন ইতিহাসের দৈন্য মোচনার্থে কল্পলোকের তপোবন থেকে আর্য্য ভারতের কল্পিত সভ্যতাকে তার সাহিত্যের উপজীব্য করেছিলেন।

www.pathagar.com

বঙ্কিমচন্দ্র আপন গোত্রে বীর চরিত্রের সন্ধান না পেয়ে কল্পনার রং মিশিয়ে, ইতিহাসে দস্যু তস্কর চাটুকার বলে কুখ্যাত বর্গী, মারাঠা, রাজপুতদের বীর সাজিয়ে তার সাহিত্য সম্ভার সাজিয়েছেন। এরা সকলেই বোঝাতে চেয়েছে মুসলমানরা যে হাজার বছরের গৌরবের কথা বলে আসলে সে ইতিহাস গৌরবের তো নয়ই, বরং অমানবিকতা, কাপুরুষতা দ্বারা কলুষিত। বাঙালি সংস্কৃতি তাই মূখ্য হিন্দু সংস্কৃতি, পৌত্তলিক সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির সাথে আমাদের পার্থক্য অনেক।

বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতি সম্পূর্ণ রূপে রাজনৈতিকতা মুক্ত, এবং তাওহীদ সঞ্জাত। বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য, নাটক, নৃত্য, ঊনবিংশ শতাব্দির শেষ থেকে শুরু। এর বহুলাংশ হিন্দু সাহিত্য নাটকের অনুকৃতি মাত্র। যার ফলে আমাদের সাহিত্য নাটকে মুসলমান নামধারী চরিত্র থাকে, কিন্তু সেখানে খাঁটি সংগ্রামী মুসলিমের সন্ধান পাওয়া যায়না। ঐতিহ্য ছাড়া সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব নয়। আমাদের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, পোশাক পরিচ্ছদ, উৎসব অনুষ্ঠান, খাদ্য-খাবার, আদব-লেহাজ, শিক্ষা-দীক্ষা, আমোদ-আহ্লাদ সব কিছুই গড়ে উঠেছে স্বতন্ত্র্য ঐতিহ্যকে নির্ভর করে। আমাদের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির মধ্যে সেই ঐতিহ্যের প্রতিফলন থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি, যেহেতু সাংস্কৃতিক প্রকাশ মাধ্যমগুলো থেকে আমরা হাত গুটিয়ে বসে আছি।

প্রত্যেক জাতির নিজ নিজ ঐতিহ্যের বহিঃপ্রকাশই হচ্ছে তার সংস্কৃতি। ঐতিহ্যের অনেক উপকরণই সংস্কৃতির মধ্যে সঞ্চারমান। কোন জাতির সংস্কৃতি ভুঁইফোঁড়ের মত গজিয়ে উঠেনা, জাতীয় জীবনের দীর্ঘকালের সাধনা, এবং সৃষ্টির সংরক্ষণ দ্বারা সংস্কৃতির জাতীয় রূপ গড়ে উঠে। সুতরাং নিজস্ব সাংস্কৃতিক সত্বা বজায় রেখে চলতে না পারলে জাতীয় অস্তিত্ব টেকেনা। আর জাতীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে না পারলে দেশ থাকেনা। স্বাধীনতা থাকেনা।

আজ বাংলাদেশের জল, স্থল, অন্তরীক্ষ ভিন্নধর্মী সংস্কৃতির আগ্রাসনের হাতে সপে দিয়ে, নিশ্চুপ বসে থেকে, এবং পড়শী সংস্কৃতির প্রভুত্ব মাথায় তুলে নিয়ে আত্মনিমগ্ন থেকে আমরা শুধু আমাদের দেশ ও জাতির অস্তিত্বকেই হুমকির মুখে

www.pathagar.com

ঠেলে দিচ্ছিনা, ধর্মকেও জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছি। শুধুই সালাত সিয়ামকে বেহেস্তে পৌছানর একমাত্র পথ ভেবে নিষ্ক্রিয় বসে থাকলে, আমাদের দুনিয়া এবং আখিরাত ভোগবাদী ডিশ এান্টেনার নিঃশব্দ ঝড়ো বাতাসে লন্ডভন্ড হয়ে যাবে। একথা ভুললে চলবেনা যে দুনিয়ার সব কাজই মুসলিমের ইবাদত, যদি তার ভিতর জীবন সম্বন্ধে সর্বাঙ্গীন দৃষ্টিভঙ্গি ও মানব কল্যাণ নিহিত থাকে। দুনিয়ার কাজ করা মানে দুনিয়াদার হওয়া নয়, আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার নামই দুনিয়াদার হওয়া।

সুতরাং আমাদের স্মরণ করতে হবে আল কোরানের সেই অমোঘ সতর্কবাণী "যে ব্যক্তি দুনিয়ায় অন্ধ থাকে, সে আখেরাতেও অন্ধ হবে। আর সে সঠিক পথ থেকে অনেক দূরে সরে আছে।" সুতরাং আসুন সবাই মিলে সংস্কৃতির ভিস্যুয়াল মিডিয়া নিয়ে নতুন করে চিন্তা ভাবনায় বসি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

Challenges to Living in a Multicultural Environment

The Role of the Intellectuals

M. Zohurul Islam

Introduction

The world is becoming smaller day by day. The revolution in the information and communication technology broke down all the barriers of geographical boundaries of different countries not in the geo-political sense but in socio-economic and cultural paradigm. What happens today in the western corner in any fields of human interest reach the other the very next day. This development in communication has become very important for understanding each other, benefitting from the experience of each other in any field of development.

It is generally said that familiarity breaks contempt. And so as we go to understand each other comprehensively and intimately we go infact to rediscover more intensively what is good in each of us to share with. This is perhaps the essence of living in a multicultural encironment. In another way it may be said that with the development of science, technology, economy and society as a whole, the prospect of peaceful living in a diversity of cultural and religious environments also increases simulteneously.

The reality

Unfortunately the reality around us nationally, regionally and internationally goes against the thesis. The current experiances of cross-cultural conflicts actually nullifies the hypothesis that

www.pathagar.com

`familiarity breaks contempt'. Since culture is the collective way of presenting one's individuals or social behaviour which has been formed of the society's over all outlook on life and living, it is the culture itself that demonstrates the accumulated wealth of civilization over the society's history. To kill a culture, therefore, tantamoruants to killing of a society's history, civilization and whatever of collective pride. How a culture evovles seems to be a big question which, to my mind has a very simple answer. It is religion with language and good heritage that form the basis of civilization and culture, religion being the dominant factor. Because, as Clifford Geertz asserts, `Religion is sociologically interesting not because ..... it describes the social order..... but because, like environment, political power, wealth, jural obligation, personal affection and a sense of beauty, it shapes it' (1966). To muslim, Culture is in the truest sense of the term, the expression of the wholesome `Islamic Spirituality that encapsulates the concept of' Allah as the creator, nourisher and sustainer of all people and the creatives and the universal scope of Prophet Mohammad (SM) had demolished all barries of blood, colour and gergraphy between men and men and welded mankind into a family. In Islam all men formed, as it were a single bouquet of humanity.

The Crisis of Culture

If we look to the society of our country or any country around we find a sharp contrast between theory and practice. While culture in theory refers to the superb human qualities expressed in socio-personal behaviour, in practice, it is demonstrated in a set of performing arts drawn on the stage Thus when we say, `a cultured man', the word culture differs from the word we use in 'cultural funtion';. The latter refers to the practice

www.pathagar.com

of an artistic feat which may or may not be at variance with the taste of `a cultured man'. And by a cultured man we are tempted to point to a man who is enlightened and uplifted with superb virtues- such as tolerance and forbearance to others, forgiveness to the offenders, co-operation and kindness to fellow men and affection to the youngstars, conscious of rights of others, so on and so forth.

Thus in any society the internal challenge starts from the variance of practice of culture from its theoretical conception. In the Western societies many vices have become a part of their daily life and hence of culture. For example, the liberal democracy is being equated to the absolute right of doing any thing wrong or right until and unless it affects any other man. Women's right is being equated with sexual promiscuity and so on. The economic concept of 'laissez-faire' has perculated on the social and cultural spectrum irrespective of the consideration of socio-moral values. The western society is turning day by day and more, acquisitive and aggressively consummeristic which has created a crisis of values and therefore, a crisis of culture. In such an environment any discussion of something moral and of perpetual values will be simply frowned upon.

Modern Society's development is identified by its development in science and technology which apparently seems to be value- neutral. Technology will act or will be used according to the values carried by the users. The values and for that matter the virtues of the technologist or socio-economic or political mandarins are very important on building a culture rather a technological culture. Thus a technologically advanced society cannot achieve sustainable progress in values unless the social

www.pathagar.com

leaders are equipped with enlightened values and virtues in a given socicty.

In the international jargon, the menace of cross-cultural conflict seemes to be in the offing. Only a few years ago, communism as a culture and ideology was the arch enemy to the west. After the collapse of communism 'Islam' according to western view Prof. Hentington has simply added an analytical justification to the damage already caused to the interantional environment of culture. Thus throughout the world a climate of intolerance is being projected particularly aiming at Islam, its culture tacitly pointing to the nagging experience of crusades. "Prof. Espoisito ..... sees" the present western attitude to Islam in a clear histroical light as a continuation of the crusadian mentality". If this trend of illogical dubbing continues unabated, the ensuing crisis will lead to the total destruction of human society.

The way out

It is the intellectuals who have the highest stake to do whaterver needed in this crisis to remove the misunderstanding already created among the various religio-cultural groups from national to international plane. The western society characteriszed by industrial and technological development should not vie with economically backward oriental societies- particularly the muslim societies. The western society is being evoded from within.

The oriental, particularly the muslim societies enjoy the occupancy of universal, perpetual and comprehensive values which if accorded adequate place in the socico-economic and cultural policy planning can do a miracle which will have no parallel in contemporary history. Analytical development in the western thought has already failed as Henry Kissinger rightly puts;

www.pathagar.com

No conventional theory seems to be capable of explaining the crisis. An analytical study therfore, should be initiated by the scholars of both the west and the east from the non-convertional sources. No doubt these sources are crept in the religions of different faiths particularly of Islam.

References:

1. The New Nation, 23, March 1995

2. Prof. S.S Husain, Civilization & Society BIIT Publication.

9. Prof. Johan L. Esposito - The Islamic threat : Mythe and Reality

www.pathagar.com

আমাদের সংস্কৃতি ঃ স্বরূপ ও সংকট

মোঃ জয়নুল আবেদীন মজুমদার

সংস্কৃতি সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞান, নৃ-বিজ্ঞান ও ভূগোল থেকে বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণালব্ধ তথ্য পাওয়া যায়। এজন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মতামতই এক্ষেত্রে বেশি গ্রহণযোগ্য। সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী গোল্ড স্মীত বলেন , "Culture is that patterned whole of responses, the more or less consistent unity that links the diverse elements of living into a way of life." অর্থাৎ জীবনযাপনের বিভিন্ন উপাদানকে একসূত্রে গ্রথিত করে যে জীবনধারা গড়ে উঠে তারই নাম সংস্কৃতি। E.B. Taylor-এর মতে "Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, customs and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society." সমাজের সদস্য হিসাবে মানুষ যে জ্ঞান, বিশ্বাস, নৈতিকতা, আইন, প্রথা, শিল্প, কলা এবং অন্যান্য যোগ্যতা ও অভ্যাস অর্জন করে সংস্কৃতি হল তারই সামগ্রিক রূপ। সমাজ বিজ্ঞানী Brown এপ্রসঙ্গে বলেন, "Culture is a distinctive and universal characteristic of human society." অর্থাৎ সংস্কৃতি হল একটি মানবগোষ্ঠীর সুস্পষ্ট ও বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্য। Maciver -এর মতে "Culture is what we are ." এ সংজ্ঞাটি সংক্ষিপ্ত হলেও সংস্কৃতি যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন পদ্ধতি সে দিকে ইঙ্গিত প্রদান করে।

উপরোক্ত সংজ্ঞা গুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় একটি জনগোষ্ঠীর ধর্ম ও আত্মিক চেতনা, বস্তুগত অর্জন, শিল্প, সাহিত্য, বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকান্ড ও আবেগজনিত চিন্তাধারা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, স্বাতন্ত্র্য ও অধিকারবোধ, ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত ও নৃত্যকলা এবং সামগ্রিকভাবে জীবনোপকরণ ও জীবন পদ্ধতি সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

সংস্কৃতির ধারা প্রবাহমান থাকে বংশ পরম্পরায়। তাই সংস্কৃতির অপর নাম সামাজিক উত্তরাধিকার। প্রত্যেক সংস্কৃতিরই একটি নিজস্ব বৃত্তাবর্ত আছে। আবার যোগাযোগ ও পাশাপাশি অবস্থানের ফলে সংস্কৃতির অবয়বে পরিবর্তনও ঘটে। তবে মৌলিক চেতনা ও জীবনী শক্তির রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা ও কার্যক্রম। কারণ প্রত্যেক সচেতন জাতিই তার জাতিসত্তাকে লালন করতে চায় পরম মমতায়। এজন্য সংস্কৃতি সামাজিক

www.pathagar.com

গতিশীলতারও একটি শক্তিশালী নিয়ামক। মার্গারেট স্মীড ও রুথ বেনেডিকট এবং আরো অনেক সমাজ বিজ্ঞানীর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায় সংস্কৃতি ব্যক্তিত্বের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। ব্যক্তির জন্মের পরপরই এ প্রভাবের সূচনা হয় এবং সমগ্র জীবনব্যাপীই তা কার্যকর থাকে। ব্যক্তিত্বে সংস্কৃতির প্রভাব সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে মাতা-পিতা,পরিবার , সঙ্গী-সাথী, সামাজিক ব্যবস্থাপনা এবং সর্বোপরি জাতীয় শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রচার মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিটি সচেতন জাতিই তার নিজস্ব জীবন দর্শন ও মূল্যবোধের আলোকে সমাজকে ঢেলে সাজায়।

সংস্কৃতি সম্পর্কে উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে আজকের সেমিনারের বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করা যায়। আমাদের সংস্কৃতি বলতে কি মুসলিম সংস্কৃতি, বাংলাদেশী সংস্কৃতি না বাঙালি সংস্কৃতিকে বুঝায় এ নিয়ে ইদানিং একটি প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। এসংকট আমাদের জাতীয় পরিচয় এবং জাতীয়তার ভীতকে নাড়া দিয়েছে। বস্তুত এশব্দগুলোর উৎস, অর্থ, তাৎপর্য, প্রেক্ষিত ও ব্যবহারক্ষেত্র এক নয়। সকল ক্ষেত্রে ও প্রেক্ষিতে একটি পরিভাষা ব্যবহারের গোঁ এসংকটের সৃষ্টি করেছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহে হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ, নিগ্রো, পাঞ্জাবী, বালুচী, বিহারী, ভারতীয়, আমেরিকান এসব পরিচিতিমূলক পরিভাষার ব্যবহার আছে। যে যুগে ইসলাম রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল তখনও ইসলামী রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে আরবী, মাদানী, মক্কী, আজমী, পারসী, বোগদাদী ইত্যাদি বিভিন্ন পরিচিতিমূলক পরিভাষার ব্যবহার ও প্রচলন ছিল, আজও আছে। এগুলো আসলে পরস্পর বিরোধী বা সাংঘর্ষিক পরিভাষা নয়। আল্লাহ পাকই মানবজাতিকে ভূপৃষ্ঠে বিভিন্ন পরিচিতি দান করেছেন। এনিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে বলে আমি মনে করিনা।

ভৌগোলিক সীমারেখা, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও নাগরিকত্বের দিক দিয়ে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান বিভিন্ন উপজাতি মিলে আমরা সকলে বাংলাদেশী। আমাদের গঠন প্রকৃতি, আবেগ অনুভূতির প্রকাশ ভঙ্গি, খাদ্য, পোশাক, জীবন জীবিকার উপায়-উপকরণ, জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিকমুক্তি, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সংরক্ষণ এবং সর্বোপরি উন্নয়ন ও প্রগতির স্ট্রাটেজি একই সূত্রে গ্রথিত বলে আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের পতাকা তলে সমবেত হয়েছি। এটি আমাদের রাষ্ট্রীয় পরিচয়, আমরা বাংলাদেশী। কিন্তু একটি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিতে প্রবলতম উপাদান তাদের ধর্মবিশ্বাস ও আত্মিক চেতনা। এটা অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশের জনগণের প্রায় ৯০ভাগই মুসলমান। সেজন্যই ইসলাম এদেশের জনগণের জাতীয়তাবোধ ও সংস্কৃতির প্রাণশক্তি।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রীয় জাতীয়তার প্রসঙ্গে বাঙালি জাতীয়তাবাদের দাবীটি যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ বাঙালি বলতে কেবল বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখার অধিবাসীদেরকেই বুঝায় না। সীমান্তের ওপারে, পশ্চিম বাংলার লোকেরাও বাংলায় কথা বলে। ইদানিং তাদের ভূখন্ডের নামও পরিবর্তন করে বাংলা রাখার দাবী উঠেছে। এজন্য এ পরিচয়টি আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও নাগরিকত্বের বিষয়টিকে সংকটের আবর্তে নিপতিত করে। এভূখন্ডে বসবাসকারী উপ-জাতিগুলো, যারা বাংলাদেশের পতাকা তলে সমবেত হয়েছে তারা নিজেদের বাঙালি বলে মনে করেনা। তাছাড়া ইদানিং বাঙালি সংস্কৃতির নামে যে সংস্কৃতির কথা বলা হচ্ছে তা আসলে এদেশের মাটি ও মানুষের সংস্কৃতি নয়। মঙ্গল প্রদীপ মার্কা সংস্কৃতি এদেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি নয়। এরূপ সংস্কৃতি এ মাটি ও মানুষের জীবনের গভীরে কোন আসন নিতে পারেনি। ভাষার প্রেক্ষিতে, বাঙালি আমাদের একটি অন্যতম পরিচয়। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের পতাকা তলে বাঙালি মুসলমান আছে, বাঙালী হিন্দু আছে, বাঙালী বৌদ্ধ-খ্রিস্টান আছে আরো আছে বিভিন্ন উপজাতি। কিন্তু বাঙালির নামে আমাদের সকল পরিচয়কে মুছে দেয়ার প্রবণতা একটি ভয়ঙ্কর অপতৎপরতা।

এখন মুসলিম জাতিসত্তা, ইসলামী জাতীয়তাবাদ বা ইসলামী সংস্কৃতির বিষয়টি বিশ্লেষণ করা যাক। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানবাত্মা বিশ্বে মহাপবিত্র-সত্তা থেকে উৎসারিত এবং শাশ্বত সত্যের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ। সেজন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানব শিশু পবিত্র ও নিষ্পাপ। কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে লালিত হয়ে তার ব্যক্তিত্ব ও স্বভাব প্রকৃতি বিকশিত হয় সংশ্লিষ্ট সামাজিক পরিবেশের আদলে। সামাজিক পরিবেশ যদি সত্যের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয় তাহলে মানুষ আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদা অর্জন করতে পারে। আর বিপরীত ধারায় চলে সে পৌঁছে যেতে পারে পংকিলতার নিকৃষ্টতম পর্যায়ে। মানব সৃষ্টির আদিকাল থেকে ইসলামের বিধি-ব্যবস্থা ও কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য ছিল মানবাত্মাকে পঙ্কিলতার বেড়াজাল থেকে হেফাজত করে পূর্ণরূপে বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়া। এটা করাই ছিল আল্লাহর নবী রসূলগণের মিশন। এ পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর খলিফা হিসাবে। এজন্য এ দায়িত্ব শুধু নবী-রসূলগণের নয়, আমাদের সকলের। ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ব্যক্তিত্ব গঠননীতি ও সংস্কৃতি এচেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম সমগ্র মানব জাতিকে ন্যায়, সত্য ও ইনসানিয়াতের কালজয়ী সরল জীবন পথের দিকে উদাত্ত আহ্বান জানায়। এ আহ্বান যাদের অন্তরে সাড়া জাগায় তারা দেশ, কাল, বর্ণ, গোত্র ও ভাষার সংকীর্ণ গন্ডি উৎরিয়ে এক অনন্য বিশ্বজনীন জাতীয়তা তথা মুসলিম জাতীয়তার

www.pathagar.com

পতাকাতলে সমবেত হয়। সুতরাং মুসলিম জাতীয়তা, বাংলাদেশী জাতীয়তা, বাঙালি জাতীয়তার আঙ্গিক, প্রেক্ষিত ও ধরন এক নয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে বিশ্বাস, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, আইন, প্রথা, শিল্প, সাহিত্য জীবনোপকরণ ও সামগ্রিকভাবে জীবন পদ্ধতিই হল সংস্কৃতি। এ প্রেক্ষিতে ইসলাম একটি পূর্ণ সংস্কৃতি। এসংস্কৃতি এদেশের ৯০% ভাগ মানুষের। এ সংস্কৃতিতে বিশ্বাসীর সালাত, ক্রিয়া কর্ম, জীবন ও মরণ সমস্তই সেই আল্লাহর জন্য যিনি দুনিয়া সমূহের প্রভূ। এ সংস্কৃতিতে কোন আরব কোন অনারব, কোন শ্বেতকায় কোন কৃষ্ণকায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। সকল মানুষই আদম সন্তান। এসংস্কৃতিতে মানুষের মর্যাদা আদল, ইনসাফ, ইনসানিয়াত, জীবশ্রেষ্ঠতা ও আলোকময়তায়। এ সংস্কৃতি জ্ঞান অর্জনের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে। কারণ জ্ঞান ন্যায় ও অন্যায়কে পৃথক করতে সাহায্য করে, এটা বেহেস্তের রাস্তা আলোকিত করে। এটি মরুতে বন্ধু, নির্জনতায় সমাজ, নিঃসঙ্গের সঙ্গী, শান্তির দিকে পরিচালনাকারী, দুর্বিপাকে সাহায্যকারী, বন্ধুদের মধ্যে অলংকার, দুশমনের বিরুদ্ধে তরবারী। ইসলামী কালচার মানুষের ভিতর ও বাইরের রূপ সমানভাবেই আলোকিত করতে আগ্রহী। এটি মানব সভ্যতার আলোকবর্তিকা। ঐতিহাসিক জোসেফ হেল বলেন, "মানবজাতির ইতিহাসে স্বীয় ছাপ মুদ্রিত করা ধর্ম মাত্রেরই প্রধান বিশেষত্ব। কিন্তু ইসলাম যেরূপ দ্রুততার সাথে ও অকপটে বিশ্ব মানবের হৃদয়স্পর্শী উন্নতি সাধন করেছে, জগতের অন্য কোন ধর্মই তেমন পারেনি।"

সু-প্রবৃত্তির লালন ও কু-প্রবৃত্তির দমন একটি প্রগতিশীল আদর্শ সমাজ বিকাশের অন্যতম পূর্বশর্ত। সমাজে যারা অভিভাবক, যারা পিতা-মাতা, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ এবং জ্ঞানী-গুণী এ প্রক্রিয়া কার্যকর করার দায়িত্ব তাদের। প্রচার মাধ্যম, রাজনীতি, অর্থনীতি তথা সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো তাদেরই দায়িত্ব। তথাকথিত সংস্কৃতি ও প্রগতির নামে যা চলছে তা কি প্রজন্মের মনুষত্ব বিকাশের অনুকূল? এ হলাহলের প্রবাহ অব্যাহত থাকলে অচিরেই মানবতা ও মনুষত্বের সকল প্রবণতা বিলুপ্ত হবে। আর এভাবেই পৃথিবীর সভ্যতাগুলো ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং সু-প্রবৃত্তির লালন ও কু-প্রবৃত্তির অপনয়নের জন্য একটি সর্বাত্মক সাংস্কৃতিক কর্ম প্রক্রিয়া কার্যকর করাই হল আজকের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আলোচনা

প্রফেসর সৈয়দ আলী আশরাফ

Prophet কি কখনো দাবী করেছেন আমি রাজনৈতিক নেতা হওয়ার জন্য এসেছি। তিনি তো নবী হিসেবে এসেছেন, তিনি মানুষকে হেদায়াত করার জন্য এসেছেন। সেই হিসাবে তাঁর যা কিছু করবার তাই করেছে। হযরত ইব্রাহিম (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ)-এঁরা Prophet ছিলেন। Prophethood-র একটা লাইন ছিল। Prophet বলে একটা concept কাজ করেছে এবং তার সঙ্গে rise & fall of nation's-এর একটা সম্পর্ক রয়েছে। নৈতিকতার সঙ্গে একটা যোগসূত্র রয়েছে rise & fall-র। এটা ইতিহাসে পড়ানো হয়? হয় না। ইতিহাসটা শুধু factual কতগুলো জিনিসকে সংগঠিত করছে। কাজেই ইতিহাস থেকে ধারণা কি করে পাবো?

ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ইসলামিক একাডেমি করেছি। সেখানে গবেষণা করার জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছি। তারপর তাদের যে ডেপুটি শিক্ষা মন্ত্রী, তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী। তিনি সেদিকে অগ্রসর হলেন না।

আমি শুধু একথাটাই বলতে চাচ্ছি যে, যে পর্যন্ত শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিবর্তন না হবে, শিক্ষার ভিত্তিমূলে, আমাদের মূল্যবোধ, আমাদের সংস্কৃতি, ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতে সবকিছুকে দেখা না হবে, বিশ্লেষণ করা না হবে, সে পর্যন্ত আমরা অগ্রসর হতে পারবোনা।

আমাদের বিরুদ্ধে চালিত আগ্রাসন আমরা রোধ করতে পারবো না। সে কাজ বহু বড় কাজ, এজন্য বহু প্রস্তুতির দরকার। সে প্রস্তুতির জন্য আপনারা সেদিকে একটু চিন্তা করুন। ইতোমধ্যে পাঁচটা বিশ্ব সম্মেলন হয়ে গেছে, এখানেও হয়েছে। জিয়াউর রহমান সাহেবের আমলে তার আমন্ত্রণে এসেছিলাম। করা হয়েছিল তৃতীয় বিশ্ব সম্মেলন। এগুলো সমস্ত কিছুই আমাদের কাজ। তার ভিত্তিতে যদি আপনারা কিছু কাজ করার চিন্তা করেন তাহলে আমার মনে হয় ফলপ্রসূ হবে। (আংশিক)

www.pathagar.com

সময় অত্যন্ত সংকীর্ণ। আপনাদের সামনে প্রবন্ধগুলো রয়েছে। সুচিন্তিত এসব প্রবন্ধের মধ্যে আপনারা দেখতে পাবেন আমাদের সংস্কৃতির উপর কি আগ্রাসন হচ্ছে। সে জন্য আমি ঐ প্রবন্ধগুলোর point না বলে সামান্য কয়েকটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করবো।

প্রথম কথা হচ্ছে যে, সারা বিশ্বে মুসলমানদের উপর বিভিন্নভাবে আক্রমণ হচ্ছে। বিশেষ করে পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাগাজিন এবং পত্র পত্রিকার দ্বারা এই আক্রমণ চলছে।

News Week ম্যাগাজিনে ইসলামের উপরে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। মূল সুর হচ্ছে, ইসলাম পশ্চিমা বিশ্বে শান্তির জন্য এক মারাত্মক রকম শক্তি বা তত্ত্ব। এখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কেন ইসলামের প্রতি এই আক্রমণ। এই আক্রমণের একটা কারণ হচ্ছে, ইসলামের যে বাণী, এই বাণী পশ্চিমা বিশ্বের এবং সভ্যতার জন্য একটা হুমকী হয়ে দাঁড়িয়েছে। কমিউনিজমের পতনের পরে তারা নতুন করে ইসলামের দিকে তাকাচ্ছে এবং ইসলামের প্রতি তারা আকৃষ্ট হচ্ছে, এটা পশ্চিমা সভ্যতার কাছে গ্রহণীয় নয়। নইলে বসনিয়ার দিকে তাকান, চেচনিয়ার দিকে তাকান, রুয়ান্ডার দিকে তাকান সর্বত্রই যতগুলো দ্বন্দ্ব, সংঘাত, মারামারি চলছে, সবগুলোই ইসলামী দেশসমূহে। আজকে উত্তর আফ্রিকার সব জায়গায় আক্রমণ হচ্ছে, গোলমাল হচ্ছে-এর কারণ একটাই যে, এগুলো মুসলিম দেশ। কিন্তু আমরা যদি ইতিহাস দেখি, দেখব বেশ কয়েক বছর আগেও ওখানে কোন গোলমাল ছিলনা, সেখানে মুসলমানরা রাজত্ব করতো।

আমি জনাব আরিফুল হক সাহেবের সঙ্গে একমত যে, সংস্কৃতির মূলভিত্তি হচ্ছে ধর্ম। এদেশে সাড়ে সাতশ' বছর আগ থেকে ইসলাম ছিল। তখন তো আমাদের সংস্কৃতিতে কোন সমস্যা হয়নি। এটা প্রফেসর আলী আহসান সাহেব

www.pathagar.com

বললেন। আমাদের আজকের এই দ্বিধা দ্বন্দ্ব কেন? এই দ্বন্দ্ব এবং দ্বিধা ঐ একই সূত্র থেকে। সেটা হোল পশ্চিমা সূত্র। তারা দেখছে যে, যেখানেই মুসলিম concentration, সেখানেই আক্রমণ করে দ্বিধা এবং দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারলে, আমরা নিজকে ভুলে যাবো। ইসলামের যে বাণী সেটা প্রকাশ করতে পারবো না। এজন্যই তারা চাচ্ছে আমাদের সংস্কৃতিকে যেন বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখানো যায়।

আজকে কতিপয় লোক চাচ্ছে তাদের সংস্কৃতি আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে। অথচ প্রফেসর যতীন্দ্রনাথ সরকার বলেছেন, মুসলমানরা এ দেশে আসার আগে সংস্কৃতি এদেশে ছিলনা। এটা তো অত্যন্ত পারিষ্কার, শুধু যে বাংলাদেশেই সংস্কৃতির ভিত্তি ইসলাম তা নয়, সারা বিশ্বব্যাপী এর ভিত্তি । বিশ্বব্যাপী সংস্কৃতির উপর ইসলামের প্রভাব রয়েছে। মুসলমানদের প্রবেশের পরে ইউরোপে সাংস্কৃতিক আন্দোলন এসেছিল। তার আগে তারা বর্বরতার গভীরে পৌঁছে গিয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে, আমরা যদি সংকটের মূল বিষয়ে যেতে চাই, তখন দেখবো আমাদের বিশ্বাসে দ্বন্দ্বের কারণে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে মহাকবি ইকবালের একটা বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, আমাদের বুদ্ধিজীবীরা জানেনই না যে, এর বাইরে একটা জগৎ আছে, সে জগৎ তাঁরা চিনেন না।

আজকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত করতে হবে। কারণ আমাদের প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে যে শিক্ষা দেয়া হয়, সেখানে ইসলামের সঙ্গে বিশ্বাস সম্পৃক্ত করে কোন শিক্ষা দেয়া হয়না। এর ফলে যারা শিক্ষিত হয়ে বেরিয়ে আসছে, তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরী হচ্ছে।

তৃতীয়তঃ আমাদের যে যুব শক্তি আছে, তাদের কাছে ইসলামের সত্যিকার মর্মবাণী বা বিশ্বাস পৌঁছাচ্ছেনা। যদি তা পৌঁছাতে পারি তাহলে দেখবো যে, It is superior.

www.pathagar.com

চতুর্থতঃ হাল ছেড়ে দিলে চলবেনা। এদেরকে বোঝাতে হবে, দ্বন্দ্বে গেলে চলবেনা। আমাদেরকে দ্বন্দ্বে না গিয়ে প্রকৃত শিক্ষা প্রচার করে সমস্যা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

পশ্চিমাদের সাথে সাথে পশ্চিম বাংলা থেকেও আক্রমণ আসছে। এ দুটো মিলে আমাদের সমাজকে আরো দুর্বল করে দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি, আপনারা একটা programme নিয়ে যদি এগুতে পারেন তাহলে এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে ঠেকাতে পারবো।

www.pathagar.com

আমাকে যখন আলোচনা করতে বলা হয়েছে, আমি একটু বিস্মিত হয়েছি। ইসলামিক চিন্তাবিদ হিসেবে আমার নিজের কোন পরিচয় নেই, বরং এ সম্পর্কে নানা রকমের বিভ্রান্ত ধারণাই প্রচলিত আছে। সুতরাং আমাকে এখানে দাওয়াত দেয়ার পেছনে মনে হয়েছে যে, আমি কিভাবে এ বিষয়ে কথা বলি সেটা হয়তো জানার জন্য কেউ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সেজন্যই ডেকেছেন। আমি খুব খুশী হয়েছি।

আমাকে কয়েকদিন আগে বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে আমাদের বৌদ্ধরা ডেকেছিলেন। তখন আমি ওখানে গিয়েছিলাম এবং বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা বলেছিলাম। তারা খুব পছন্দ করেছে। সুতরাং মুসলিম হিসেবে যখন বি আই আই টি থেকে দাওয়াত গেছে, এটা আমার জন্য বেশী লোভনীয় হয়েছে যে, তারা আমাকে দূরে সরিয়ে রাখেনি। আমাকে কাছে ডেকেছে। আমি বলেছি যে, তিনটি প্রবন্ধই আমি পড়েছি। তার মধ্যে আপনারা শুনেছেন, এত বিষয় আছে, সবগুলো নিয়ে একদিনে কয়েক মিনিটের মধ্যে কথা বলা যাবেনা। সেমিনারে যে বিষয়টি আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় মনে হয়েছে তা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, 'আমাদের' কথাটি একটু ব্যাখ্যা করে নেয়া উচিত। কারণ আমি ভাষাতত্ত্বের লোক। আমার কাজই হচ্ছে মানুষ যখন কথা বলে, লেখে, পড়ে, এগুলোর চরিত্র কি তা দেখা, অনুধাবন করা।

আমি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান সাহেবের প্রবন্ধটি পাঠ করেছি বাসায়। তার মধ্যে যেসমস্ত বক্তব্য আছে, আর তারপর উনি যখন সেমিনারে বললেন, তার মধ্যে কিন্তু অসঙ্গতি আছে। অর্থাৎ তিনি যা লিখেছেন, ঠিক তা বলেননি। একটু এদিক ওদিক হয়ে গেছে। ঠিক তেমনি আরিফুল হক সাহেব যা লিখেছেন এবং যা বলেছেন, তাতেও একটু এদিক ওদিক হয়ে গেছে। এটাই স্বাভাবিক। হুবহু যা লেখে তা কিন্তু কেউ বলতে পারেনা। আমি একথাগুলো বলছি যেহেতু আমি ভাষা বিজ্ঞানের লোক। আমি আজকে আপনাদের সামনে যে

www.pathagar.com

কথাগুলো বলবো, এগুলো বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে বলবো না। একজন ভাষা বিজ্ঞানী হিসেবে বলবো। আমাকে সে ভাবেই আখ্যায়িত করবেন, বিশেষ করে পত্র পত্রিকার সাংবাদিক ভাইয়েরা। কারণ আমি যা যা বলবো এটা যদি বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক বলেছেন এ কথা বলেন, তাহলে কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যাবে। আপনারা শুধু আমাকেই দায়ী করবেন, বাংলা একাডেমিকে নয়।

আমি "আমাদের" কথাটি ব্যাখ্যা করতে চাই। প্রথম শব্দটি পরিষ্কার করে না নিলে পরবর্তী ধাপে আমি এগুতে পারছিনা। 'আমরা' মানে হতে পারে আমি এবং আমার সাথে আরেকজন কেউ। মানে আমরা শব্দটা বহুবচন। এটা একাধিক ব্যক্তি বুঝাবে। একাধিক ব্যক্তি যদি বোঝায় তাহলে আমি এবং আমাদের এই সভার যারা লোক তারা হতে পারে। এটা বুঝাতে পারে। আবার বুঝাতে পারে বাংলাদেশে আমরা যত লোক আছি সবাই। দুটো জিনিসই বুঝাতে পারে। আরো অনেক কিছু বুঝাতে পারে। এখানে আমি যদি বলি যে, 'আমরা'। তার সঙ্গে এখানে 'আমরা' বোধ হয় সম্ভবতঃ সবাই মুসলমান। আর অমুসলিম কেউ এখানে নেই। আমি জানিনা আছে কিনা? বোধ হয় নেই।

তাহলে 'আমরা' শব্দটির মধ্যে অস্পষ্টতা আছে। যদি আমি বলি বাংলাদেশের মানুষ, তাহলে এখানে ১২ কোটি লোক যদি হয়ে থাকে তাহলে ১২ কোটি কিন্তু প্রত্যেকেই আমরার মধ্যে পড়বে। আর যদি বলি আমরা মানে মুসলমান। তাহলে কিন্তু শতকরা ১০ ভাগকে বাদ দিয়ে ৮০ ভাগ বা ৯০ ভাগ ধরতে হবে। এখানেই কিন্তু সমস্যার গোড়াটা। সুতরাং আমি ধরে নিচ্ছি যে, by implication এখানে 'আমরা' মানে মুসলমান। বাংলাদেশের মুসলমানদের সংস্কৃতি। তাহলে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ, সেই সমাজের যে সংস্কৃতি, তার সমস্যাগুলো আমরা আলোচনা করবো। এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান অন্যান্য সংস্কৃতির যারা আছে তারা এর মধ্যে নয়।

আজকে এখানে আলোচনা সভা, আমি খুব খুশী হয়েছি। কারণ আপনারা আরো একটা জায়গায় মাঝে মাঝে সভা সমিতি করে থাকেন। আপনারা না, আমরা। কোথায় করে থাকি? সেটা হচ্ছে বায়তুল মোকাররমের পাশে যে রাস্তাটি

www.pathagar.com

ওটা ব্লক করে ওখানেও আমরা সভা করি, করে পরে কিছু লোকের কল্লা চাই, মাথা চাই, এই নিয়েও কিন্তু আন্দোলন করি। সেটা ওখানে না করে আজকে যে এখানে ডেকেছেন, সুস্থ একটা পরিবেশে, ঠান্ডা মাথায়, আমরা কতগুলো জিনিস আলোচনা করছি, এটি হচ্ছে মুসলমান সংস্কৃতির একটি ইতিবাচক দিক। আমরা আজকে কথা বলে, আমাদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করছি। আমাদের সমস্যা কি? একথাগুলো আরিফুল হক সাহেব বলেছেন, আমাদের সংস্কৃতিতে আগ্রাসনের এবং অন্যান্যের কথা বলা হয়েছে। তার প্রবন্ধের সেই বাক্যটি দিয়ে আমি শুরু করতে চাই। তিনি বলেছেন যে ব্যক্তি দুনিয়ায় অন্ধ থাকে সে আখেরাতে অন্ধ হবে। আর সে সঠিক পথ থেকে অনেক দূরে সরে আসবে। এই কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা তিনি নিশ্চয়ই আমাদের কোরআন থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এখন আমাদের মুসলমানদেরকে শুধু বাংলাদেশের কথা আজ চিন্তা করতে হবে। কোন কারণে আমাদের মধ্যে অন্ধত্ব আছে কিনা? অন্ধত্ব দু'রকম হতে পারে। এক চোখ অন্ধ, দুই চোখ অন্ধ। দু'চোখ আছে যে দু'চোখে কিছুই দেখে না। এক চোখ অন্ধ, অর্ধেকটা দেখে, আর অর্ধেকটা দেখেনা। কিছু লোক আছে সন্ধ্যা বেলায় অন্ধ।

অন্ধত্বে কোন মুক্তি নেই। এটা কোরআনে বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমাকে পরিষ্কার খোলা চোখে সমস্ত সত্যকে, বাস্তবতাকে, দেখতে হবে। যদি না দেখি তাহলে আমি সত্য থেকে অনেক দূরে সরে থাকবো। আপনারা জানেন কোরআনে ও অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থে বলা হয়েছে, মানুষকে রক্ষা করতে পারে সত্য। সত্যের প্রকারভেদ আছে। পূর্ণ সত্য, অর্ধসত্য এবং সিকি সত আছে। কিন্তু সত্যই মানুষকে পথ দেখাতে পারে আর কিছুই নয়। মুসলমানদের যদি আজ সারা পৃথিবীতে এমন কি বাংলাদেশে ও যদি কোন সমস্যা থাকে সেটার সঙ্গে অন্ধত্বের সমস্যা আছে, এটা দেখতে হবে।

আপনারা বলেছেন এটা অত্যন্ত সত্য। আজকের পৃথিবীতে মুসলমানরা মার খাচ্ছে। বসনিয়ার কথা আপনারা বলেছেন। কিন্তু একটি জায়গার কথা আপনারা বলেননি। সেই কথাটা আমি বলবো, কারণ এটা অপ্রিয় সত্য। অপ্রিয় সত্যটা

www.pathagar.com

কিন্তু কঠিন জিনিস। মুসলমানদের জন্য আজকে যে অপ্রিয় সত্যের মুখোমুখি হতে হয় সেটি হচ্ছে আফগানিস্তান । যারা পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করছে, তারা কারা? সেখানে কি বাইরের কোন লোক আছে, না মুসলমানরা পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করছে? কেন মারামারি করছে। কারণ আমি আরেকজন মুসলমানকে শত্রু মনে করছি। একজন আরেকজন মুসলমানকে ভাই মনে করতে পারছিনা, শত্রু মনে করছি। এর ফলে তো আফগানিস্তানে যুদ্ধ হচ্ছে। ইরান ইরাকে যে যুদ্ধ হল সেটা কি কারণে?

আমি যদি বলি ইসলাম মানে হলো শান্তি, আমরা শান্তির ধর্মের অনুসারী। অথচ আমরা কেন আরেক মুসলমানের মাথা চাই, কল্লা চাই ইত্যাদি ইত্যাদি বলি। যদি তিনি কাফের হন, ইসলাম ধর্মের শত্রু হন, আল্লাহ তার বিচার করবেন, তাকে গজব দিবেন, আমি কেন সেই বিচারের ভার নেই। এই ইস্যু গ্রহণ করার মত মন আপনার থাকতে হবে। মন ছিল বলে আব্বাসীয় সময়ের মুসলমানরা সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান। আজকে আল বেরুনীর ভারত তত্ত্ব পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, ইবনে সিনার আবিষ্কার পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার, ইবনে খালেদুনের রাজনৈতিক তত্ত্ব পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব । কই তারা তো হত্যা করতে বলেননি কাউকে। আল বেরুনী সম্পর্কে লিখেছেন। তিনি ভারত বর্ষের ইতহাস-সংস্কৃতি সম্পর্কে লিখেছেন। অর্থাৎ তিনি ভারত বর্ষ সম্পর্কে জানতেননা, সেটা জানার চেষ্টা করেছেন। তিনি অন্ধত্ব মোচন করতে চেয়েছেন। তিনি উজ্জ্বল হয়েছেন। নিজেকে আলোকিত করেছেন। তার ফলে তিনি জ্ঞানী হয়েছেন।

আমি আরিফুল হক সাহেবের কথায় বলবো, আমাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে অন্ধত্বের সমস্যা। আমাদেরকে আরো মুক্ত হতে হবে, আরো পৃথিবীকে জানতে হবে। কোনটা গ্রহণীয়, কোনটা বর্জনীয়। আমার পৃথিবীকে আমার নিজের মত করে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। আমি যে মুসলিম, আমি মুসলমান, আমাকে ইরান থেকে, ইরাক থেকে, আরব থেকে কেউ এসে ইসলাম শেখায়নি। আমার দাদী আমাকে ইসলাম শিখিয়েছেন। আমার দাদী অশিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু

www.pathagar.com

আমার দাদীর কাছে আমি যা শিখেছি, আজকে পৃথিবীতে এই যে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা যা যা বলছেন, তাদের চেয়ে অনেক বেশী শিখেছি। তিনি যেসব বিষয় আমাকে ছোট বেলায় শিখিয়েছেন, রাস্তা দিয়ে রমজানের সময় মানুষ যাবে তাদের খাওয়ার জন্য পানির ব্যবস্থা করা, আমাকে মসজিদে নিয়ে নামাজ পড়া শিখিয়েছেন। আমাকে যে কথাগুলো বলেছেন, সেগুলো ইসলামের নয় একজন মানুষকে মানুষ হবার জন্য যা প্রয়োজন তিনি তা শিখিয়েছেন। আমার কাছে তিনিই ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। তিনি কারো ক্ষতি করেননি, নিজে যে বিশ্বাস করতেন, সেই বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করেছেন।

এখন দেখা যায় আমরা বিশ্বাস করি এক রকম, কাজ করি অন্য রকম। কাজের সাথে বিশ্বাসের, আমাদের কথার সাথে কর্মের কোন সঙ্গতি নেই। এই সব জিনিস হচ্ছে ইসলামের "ইস্যুজ এ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস।" এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হলে আমাদের অর্জন করতে হবে। পৃথিবীর যা শ্রেষ্ঠ সেটা একজন মুসলমান হিসেবে আমার পাওয়ার অধিকার আছে। সেটি আমি আত্মস্থ করবো, আর সেটি মানব সভ্যতার অর্জন। আর আমি যদি বর্জন করতে চাই তাহলে আমি হিন্দুকে, বৌদ্ধকে, আহমদিয়াকে, মুর্তাদদের বর্জন করবো। তারপর আমার মা-কে, বাবা-কে শেষ পর্যন্ত আমার নিজেকে বর্জন করবো। অর্থাৎ আমি দেউলিয়া হবো। বর্জনে কোন লাভ নেই, অর্জনে লাভ আছে। মুসলমানকে আজ সারা পৃথিবীর তাবৎ জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

www.pathagar.com

আমি মুসলমান, ইসলাম আমার ধর্ম। ইসলামী অনুশাসন পুরোপুরিভাবে মেনে চলি। অথচ আমার পারিবারিক ঐতিহ্য সঙ্গীত। আমি জানিনা, সঙ্গীতের সঙ্গে ইসলামের কোন সংঘাত আছে কিনা? আমার মনে হয় কোন সংঘাত নেই। কারণ ধর্ম, রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং সঙ্গীত নিজেদের পথে পরিক্রমণ করে। সুতরাং যেখানে সংঘাত নেই সেখানে সবগুলো চর্চারই সুবিধা রয়েছে। সংঘাতের একটা উদাহরণ আমি দিই। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সঙ্গীত সাধক। তিনি বুদাপেস্টের এক হোটেলে অবস্থান করছিলেন। সেখানে কয়েকজন বিদেশী শ্রোতা এসেছিলেন তাঁর কাছে সঙ্গীত শোনার জন্য। তিনি হোটেল ঘরে রাগ ভৈরবী পরিবেশন করেছিলেন দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা। যখন শেষ করলেন, তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন আপনারা কি অনুভব করলেন। তখন একজন বললো মনে হচ্ছিল যে আমি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেছি, গির্জায় ঘন্টা ধ্বনি হচ্ছে। আমাকে উপাসনায় ডাকছে। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও মুসলমান ইসলাম ধর্মের অনুসারী। যিনি বিদেশী তিনি একথা বলেছিলেন সুতরাং আমার মনে হয় সঙ্গীত এবং ইসলামে কোন বিভেদ নেই।

সঙ্গীত সম্পর্কে আরিফুল হক সাহেব বলেছেন, আমাদের সঙ্গীত এমন একটা জিনিস যা মানুষকে পবিত্র করে দিতে পারে। সেটা আমার পারিবারিক ঐতিহ্য থেকেই আমি বিশ্বাস করি, তা পারে। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ যখন তাঁর বাজনার শেষ পর্যায়ে উপস্থিত হন তখন তার যন্ত্র থেকে যে আওয়াজটা বের হয়, যাঁরা শ্রোতা তাঁরা বলেছেন যে, আল্লাহু, আল্লাহু, আল্লাহু, একথাগুলো তার যন্ত্র থেকে বের হয়। সুতরাং ত্রয়োদশ শতক থেকে যে ইসলামী ধারার প্রচলন হয়ে আসছে, সাংস্কৃতিক দিক নির্দেশনা যদি আমরা সঠিক পাই। এ সঙ্গীত ধারার মাঝ থেকে এটাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারি তাহলে আমাদের যে, ইসলামিক ধারা, সঙ্গীতের যে আমাদের নিজস্ব ধারা, তা বহাল থাকবে।

www.pathagar.com

আজকে যে বিষয়টি এখানে অবতারণা করা হয়েছে তা অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিতর্কমূলক। বিতর্ক সুস্থ ও চিন্তাশীল মানুষই করে। বিতর্কের একটা ফলাফল হয়তো এই সেমিনার থেকে প্রত্যাশা করতে পারতাম। কিন্তু সময়ের যেভাবে দুঃশাসন তাতে কোন বক্তাই প্রাণ খুলে তাঁদের কোন বক্তব্য রাখতে পারেননি, এটা সম্ভবও নয়। আমি শুধু একটি কথাই বলতে চাই, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বা সংস্কৃতি সম্বন্ধে আজকে আমরা যেসব কথা বার্তা উচ্চারণ করছি, যেসব ভয় ভীতিকর পরিস্থিতি আমাদের সামনে তুলে ধরছি, এই হা হুতাশ করেও কোন লাভ নেই। আমাকে শক্তি অর্জন করতে হবে এবং সংস্কৃতির যে superior reign তা সংস্কৃতির মধ্যে prevail করবে, এটাই পৃথিবীর ইতিহাসের শিক্ষা। আজকে মুসলমানরা একটি অর্থনৈতিক শক্তি, একটি রাজনৈতিক শক্তি। কিন্তু কিসের কারণে তারা দ্বিধাগ্রস্ত, যখন তাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আগ্রাসন চলে, যখন নির্যাতন চলে, তারা কি রক্ষা করার জন্য নীরব থাকে, সে প্রশ্ন আমার মনে বার বার উচ্চারিত হয়।

সুতরাং আমি একটা কথাই বলবো, সংস্কৃতি কোন আকাশ থেকেও আসে না, আর সংস্কৃতি জীবন বহির্ভূত কিছু নয়। যদি আমার জাতিসত্তা বিলীন হয়ে যায় তাহলে সংস্কৃতি দিয়ে আমার কোন কাজে আসবে না। আমাকে প্রথমে আমার জাতিসত্তা রক্ষা করতে হবে, ধর্মসত্তা রক্ষা করতে হবে এবং আমি যে পৃথিবীতে একটি শক্তি, সেই শক্তি সমন্ধে আমাকে নিশ্চিত হতে হবে এবং আমার এই শক্তিকে আরো সংহত করতে হবে। তাহলেই আমার সংস্কৃতি বাঁচবে, ধর্ম বাঁচবে, তাহলেই আমি বাঁচবো। আজকের এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করবার জন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ এবং এই অনুষ্ঠান থেকে যদি কিছু দীক্ষা আমাদের জীবনে আসে তাহলেই হয়তো আপনাদের এই উদ্যোগ স্বার্থক হবে।

www.pathagar.com

সম্মানিত সভাপতি, প্রাজ্ঞ আলোচক বৃন্দ, সুধীমন্ডলী।

কিছুক্ষণ আগে জামান চৌধুরী কতগুলো বিষয় pin point করেছেন। দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন প্রফেসর মনসুর মুসা। তিনিও circustically অনেক কথাই বলে ফেলেছেন অল্পসময়ের মধ্যে। Study the past if you would define the future।

আমি যদি আমার অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই তাহলে আমার নাড়ী নক্ষত্র এবং জীবন থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারি। আমার খুব ভয় হচ্ছে আড়াই মিনিটের মধ্যে একটা খেলাফ হয়ে যাবে কিনা, এটা একটা অভূত পরিস্থিতি।

কিছুক্ষণ আগে বলা হয়েছে আমাদের ভাষা সম্পর্কে, যেমন ধরুন আমার চোখের চশমা এটিকে বাদ দিলে আমি দৃষ্টিহীন হয়ে পড়বো। এই কলম-এটাকে বাদ দিলে আমি লিখতে পারবো না। মাইক্রোফোন, আমার পায়জামা, পাঞ্জাবী, আমার জুতা এরকম করে অধিকাংশ শব্দ, বাংলা শব্দ নয়, এই ফ্যান, টেবিল, চেয়ার বাংলা শব্দ নয়। এগুলোকে যদি সরিয়ে দেই তা হলে আমি বাকরূদ্ধ হয়ে পড়বো। আমি অস্বাভাবিক হয়ে পড়বো। এই অস্বাভাবিক অবস্থা কোন সৎ সাংস্কৃতির চরিত্র বহন করে না। এর বাইরে গেলেই আমার ভিতরে দাসত্ব আসবে এবং সেটা নিয়েই আমরা চর্চা করছি। এখন টেলিভিশন থেকে যে নাটকগুলো দেখানো হয়, যে অনুষ্ঠানগুলো প্রচার করা হয়, বিভিন্ন জায়গায়, আমি একটি অনুষ্ঠানে দেখেছিলাম, ফেরদৌসী মজুমদারের কণ্ঠে একাধিকবার জল উচ্চারণ, সংলাপে জল হতে পারে না। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' কবিতার পংক্তি হতে পারে। কিন্তু আমরা প্রতি দিনের জীবন চারণে কখনো জল ব্যবহার করিনা। আমরা যেটা ব্যবহার করি, আমরা যা- what we & what we use সেটাই হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি এবং সেটাই হচ্ছে আমাদের সভ্যতা।

www.pathagar.com

লোকায়ত মানুষ, গ্রামের মানুষ, অধিকাংশ মানুষ, যেটা বহন করে, যেটা তার অস্তিত্ব, সেটাই হচ্ছে আমাদের অস্তিত্ব সেটাই হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি, এর বাইরে আমাদের কোন সংস্কৃতি নেই। যাঁরা বাংলা একাডেমিতে কাজ করছেন, আমার বলতে আপত্তি নেই, শিল্পকলা একাডেমিতে কাজ করছেন বিভিন্ন বড় বড় সংস্কৃতির হৃৎপিন্ড যারা চালনা করছেন, সেখানেই এই সংস্কৃতি নাড়াচাড়া হচ্ছে। গ্রামের লোকরা ঢেঁকিতে বাড়া ভানে, এইটা তাদের যে সংস্কৃতি, ওরা তা জানেনা। এটা সোনারগাঁও হোটেলে এসে যখন পর্যটনের সেমিনার সিম্পোজিয়াম হয় তখন বলা হয় এইটা বাংলার সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিটা আমাদের বুঝতে হবে। আত্মস্থ করতে হবে। আমরা যদি শিকড় কেটে দিই, আমার গর্দান কাটা যাবে। আমার শিকড় যদি কেটে দিই, আমি পা হারাবো। আমার যদি শিকড় কেটে দেই, আমি হাত হারাবো এবং সবকিছু পঁচনের পরে যদি এখানে (মাথায়) পঁচন ধরে সেই পঁচন আর রোধ করা যাবে না। সেই পঁচন থেকে মুক্তির জন্য ইতিবাচক এই সেমিনারের যাঁরা আয়োজন করেছেন এই বি আই আই টি আমি তাদেরকে স্বাগত জানাই যে আপনারা এই কাজটি করে যাচ্ছেন। অত্যন্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ।

অধ্যাপক মনসুর মূসা বললেন, ঐ মাঠে ময়দানে চেচামেচি করলে হবে না। কয়েকদিন আগে বাংলাদেশের এক সাবেক বিচারপতি, আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে জানি, তিনি বলেছিলেন সেদিন জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের এক অনুষ্ঠানে, প্রীতি সম্মেলনে বলেছিলেন, যে মুসলমানরা কোন আলাদা জাতি নয়। মুসলমানদের যে ধর্ম ইসলাম এবং কোরআন, এটা মানুষকে বিদ্বেষ, হিংসা এবং সাম্প্রদায়িকতা শিখিয়েছে। ঐ কমবখতকে আমি সামনে পেলে জিজ্ঞেস করতাম তার নাম কি করে তাহলে ..... হয়েছে। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম। আমার সংস্কৃতি এই শিক্ষাই আমাকে দেয়। এই জীবনের অস্তিত্ব এবং সার্বভৌমত্ব শিক্ষা দেয় যে সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতি আয়াত্ত করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় আমাদের প্রচার চালাতে হবে। একটা কথা বলেছেন যে, আমাদের কৌশল নিতে হবে, সেই কৌশল দিয়েই এটা মোকাবিলা করতে হবে। আমার গরীবের কর খেয়ে

www.pathagar.com

শিল্পকলা একাডেমীতে বসে উল্টো সংস্কৃতির শিক্ষা দেবে, বাংলা একাডেমিতে উল্টো সংস্কৃতি শিক্ষা দেবে টোলভিশনে রেডিওতে, এটা হতে দেয়া যাবে না। একথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

www.pathagar.com

আরিফুল হক সাহেব, অনেকগুলো সমস্যা সম্পর্কে বলেছেন। এগুলো সম্পর্কে আপনাদের সবাইকে আমি ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করবো, অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করার জন্য। কারণ ঐগুলো বাস্তব কথা। অনেক তাত্ত্বিক কথা আলোচনা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি, সেগুলো কিন্তু আরিফুল হক সাহেব বলেছেন। যেহেতু তিনি ঐ ক্ষেত্রে আছেন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, সৈয়দ আলী আশরাফ কিছু মূল্যবান কথা বলে গেছেন। আমি তাঁর সঙ্গে একমত একটা ব্যাপারে যে, তা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এটা যত দিন ঠিক না হবে আমাদের এই যে সংকট, মোকাবিলা করার শক্তি সৃষ্টি হবেনা জনতার মধ্যে, শিক্ষিত মানুষের মধ্যে। সেখানে সমস্যা আছে সমস্যা হচ্ছে এই যে, শিক্ষক কোথায় পাবো, আর কারিকুলাম তৈরী করার লোকইবা কোথায় পাবো? একদিন এক আলোচনার সময় আমাকে একজন প্রশ্ন করলেন আপনারা যে ইসলামী শিক্ষার কথা বলেন, বিজ্ঞানে আবার ইসলামী শিক্ষা কি? বিজ্ঞানেই আবার ইসলামী বিজ্ঞান কি? আমি তখন বললাম, বিজ্ঞান বিজ্ঞানই, ইসলামী বিজ্ঞান বলে কিছু নেই। আসলে দৃষ্টিভঙ্গির কথা আছে। আমি একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বললাম হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশালে পানি হয়ে যায়। এটা শিক্ষকরা পড়ান। কিন্তু একজন শিক্ষক সত্যিকার অর্থে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী যদি হয় তখন তিনি বলবেন এইকথা, আল্লাহ এই বিধান করে দিয়েছেন প্রকৃতির মধ্যে। স্রষ্টাই বিধান করে দিয়েছেন প্রকৃতির মধ্যে যে, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন যদি নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশে তাহলে পানি হয়ে যায়। এখানেই তফাৎ, এটা দৃষ্টিভঙ্গিগত তফাৎ। এভাবে প্রত্যেকটা বিষয়ে, একজন সত্যিকার বিশ্বাসী যে মানুষ, তিনি যদি পড়ান তাহলে এটা ইসলামীকরণ করতে পারে শুধু দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। আর শুধু ইসলাম ইসলাম করলে এটা ইসলামী, ঐটা অনইসলামী এই কথা বলে কিন্তু এই পরিবর্তন আনা সম্ভব

www.pathagar.com

হবেনা। কাজেই প্রয়োজন হচ্ছে শিক্ষকের। সেই ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী শিক্ষক কোথায় আমাদের দেশে। আমাদের দেশে যে সব লোককে কারিকুলাম তৈরী করতে দেয়া হবে, দেখা যায় তারা মোটেই ইসলামে বিশ্বাসী নন। কিন্তু তাঁদের উপর দেয়া হবে কারিকুলাম তৈরী করার দায়িত্ব। শিক্ষার কারিকুলাম যাঁরা তৈরী করবেন সেসব লোক নিজেরাই ইসলামে বিশ্বাসী নয়। আবার ইসলামী বই পড়াতে দেয়া হবে তাঁদের যাঁরা ইসলামে বিশ্বাসী নয়। কাজেই সমস্যা খুবই গুরুতর। এগুলো সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। আমি আনন্দিত যে, বি আই আই টি-এ সেমিনারের আয়োজন করেছে আজকে। আমি আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ব্যাপারটা খুবই গুরুতর। আলী আশরাফ সাহেব একটা কথা ঠিকই বলেছেন যে, আগ্রাসন আসতেই থাকবে, আগ্রাসন শত্রুরা বন্ধ করে দিবে এটা কল্পনা করা ঠিক নয়। শত্রু আছে এটা ধরে নিয়ে এটাকে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের তৈরী হতে হবে। শত্র নেই এটা নয়, শত্রু আছে, শত্রুরা চারদিক থেকে হামলা চালাচ্ছে এটা ধরে নিয়েই আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে এবং তৈরী হতে হবে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা যা বলেন, সেটা যদি বাংলাদেশের মানুষ শুনতো তা হলে বাংলাদেশ কোন দিনই স্বাধীন হতোনা এবং এখন এই মুহূর্তে (১৯৯৫ সালে) বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা যেটা বলেন, সেটা যদি বাংলাদেশের মানুষ শোনে তাহলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা থাকবেনা। এখান থেকে আমি শুরু করতে চাই এই জন্য যে, আপনারা জানেন, মাছের পঁচন ধরে মাথা থেকে। জাতিগতভাবে মাছ এবং ভাত আমাদের প্রিয়। সম্ভবতঃ আমাদের বুদ্ধিতে ও পঁচনটা ধরেছে এবং এই সব বুদ্ধিজীবী হতে সাবধান। কারণ মুনতাসীর মামুন জয়ন্ত সেন যৌথ উদ্যোগে একটা গবেষণা প্রবন্ধ তৈরী করেছেন। সে প্রবন্ধের উপসংহারে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের কোন প্রতিরক্ষা বাহিনীর দরকার নেই এই জন্য যে, বাংলাদেশের তিন দিকে ভারত, একদিকে সমুদ্র। সমুদ্রে তো যুদ্ধ হবেনা, অতএব সৈন্য বাহিনীর দরকার নেই। যুদ্ধ হলে ভারতের সাথে হবে। ভারতের সাথে যুদ্ধ হবার কোন কারণই নেই। ভারতের সাথে যুদ্ধ হলে বাংলাদেশ পারবেনা। আর ভারত যেহেতু বাংলাদেশেকে স্বাধীনতা দান করেছে অতএব ভারত কেন বাংলাদেশ দখল করবে। খুব সহজ, সুন্দর সমাধান। আকাশ উন্মুক্ত, সীমান্ত উন্মুক্ত, আগ্রাসন আসছে আকাশ দিয়ে, পাড়ায় পাড়ায় ভিডিওর দোকান খুলে আমরা বলছি আমাদের যুবকদের তোমরা কিন্তু হিন্দী ছবি দেখবেন। অথচ প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় ৪/৫টা করে ভিডিও'র দোকান। তরুণ ছেলেটি কিভাবে আমার কথা শুনবে। আমি মদের দোকান খুলে দিয়েছি প্রতিটা মহল্লায়, আবার তরুণকে বলছি খবরদার মদ্যপান ইসলামে হারাম। অদ্ভুত একটি বৈপরিত্য। একটি বিশ্বাস এবং মোনাফেকীর ভিতর দিয়ে আমাদের সমাজটা প্রবাহিত হচ্ছে। মোনাফেকীর মধ্যে সব চেয়ে শীর্ষে যাঁরা রয়েছেন বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীরা পরিপূর্ণভাবে মুনাফেকীতে নিমজ্জিত।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় বুদ্ধিজীবীদের মূলত কোন অবদানই নেই। অবদান আছে ঐ কৃষকের, অবদান আছে ঐ যুবকটির, অবদান আছে যারা বুদ্ধি

www.pathagar.com

বিক্রি করে খাননা তাঁদের। তবে হ্যাঁ, তাই বলে কি আমি আমার সমস্ত কিছু বিসর্জন দেবো? আমাদের মধ্যে কি অধ্যাপক মনসুর মূসা, আমাদের মধ্যে কি মহবুব আনাম সাহেব নেই, আমাদের মধ্যে কি আরিফুল হক সাহেব নেই? আছেন। কিন্তু আমি মনে করি, যে ভূমিকাটা তাঁদের পালন করার কথা ছিল সে ভূমিকাটা পালন করতে তাঁরা পরিপূর্ণভাবে না হলেও আংশিক ভাবে ব্যর্থ। এই ব্যর্থতার যন্ত্রণা আমরা সবাই কমবেশী করে বহন করছি।

আজকে সেমিনারের এই চ্যালেঞ্জ যেটা, আমি বলছি যে, আকাশ দিয়ে আসছে, মাটি দিয়ে আসছে, বাজারে যাচ্ছি সেখানে আসছে, এমন কি আগামী দু'এক বছর পরে বাংলাদেশে পিয়াজ পর্যন্ত উৎপাদন হবেনা, এটা ভারত থেকে আসবে। কারণ পিয়াজ যাতে উৎপাদিত না হয় তার জন্য যা যা করা দরকার সেটা করা হয়েছে। আপনারা জানেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য প্রতি বছর ২৫ হাজার ছেলে ভারতে যায় এবং পড়া শেষে যখন ভারত থেকে ফিরে আসছে তখন কি হয়ে ফিরে আসছে? আমরা কি সে খবরটি নিয়েছি? নেইনি। আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা সেকেন্ড ক্লাশ ডিগ্রী অর্জন করেনি তারা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি-তে ফার্স্ট ক্লাশ নিয়ে এসেছে। এরা এসে কি করছে। এরা এসে বলছে, আমার এক বন্ধু আছে, সদ্য ডক্টরেট নিয়ে এসেছে। (আব্দুল মান্নান সৈয়দের মত মেধাবী গবেষককে ডক্টরেট দেয়নি তাকে দিয়েছে।) এসে কি বলছে? বাংলাদেশে লেখালেখির কিছুই হচ্ছেনা, আমাদের সবারই উচিত কলকাতায় কি লেখা হয় সেটাকে অনুসরণ করা। বইয়ের বাজারে যাবেন, যেখানেই যাচ্ছেন সেখানেই ভারত। সবকিছু উন্মুক্ত করে দিয়ে, সব কিছু খোলাসা করে দিয়ে আপনি আবার চ্যালেঞ্জ কিভাবে মোকাবিলা করবেন। আমি মনে করি, আজকের এই সেমিনার থেকে, আমাদের এই মঞ্চের ব্যক্তিত্বদের বলবো যে, যাঁর যাঁর উচু বাঁশের মাথায় না থেকে, আসুন জনগণের কাতারে কিছু কাজ করি। আর তা হবে সবচেয়ে বড় কাজ। আঘাতের মোকাবিলায় আঘাত। যে এসে আমার মঞ্চ ভাংচুর করছে, তাকে যেয়ে যদি বলি খবরদার তা হলে কি কাজ হতো আমার মনে হয় চড়ের মোকাবিলায় চড়ই দিতে হয়। আর ঘাড় ধাক্কার

www.pathagar.com

মোকাবিলায় ঘাড় ধাক্কা। সাপকে যদি আপনি বলেন, "দেখ সর্প তুমি আমাকে দংশন করিও না, কারণ দংশন করিলে আমি মারা যাব। এবং নরহত্যা মহাপাপ"। সাপ কি শুনবে? সাপের শোনার জন্য দরকার হলো লাঠির আঘাত, সেটা আমাদের বোধ হয় একটু শক্ত করে উজ্জীবিত করা দরকার হয়ে পড়েছে।

www.pathagar.com

জনাব আরিফুল হকের কথা দিয়েই শুরু করতে হয় আমার। জনাব আরিফুল হক দুটো মূল্যবান কথা বলেছেন। একটি মিডিয়ার সাথে আমিও জড়িত। সে হলো চলচ্চিত্রে। আমি একটি মুসলিম পরিবারের ছেলে। আমি মুসলমানের ধর্ম পালন করি, ইসলাম ধর্ম পালন করি। চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে আমাকে আমার আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং অনেকের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়। এটি কি আমার সংস্কৃতি বহির্ভূত? আমার সংস্কৃতি গ্রহণ করবো কি করবোনা সেটি কি নির্ধারণের সময় এসেছে? তবে এর পরিপ্রেক্ষিতে, (১৯৯৪ সাল) আমার তেহরান চলচ্চিত্র উৎসবে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। তেহরান চলচ্চিত্র উৎসবের একটি বিভাগ ছিল। পৃথিবীর বিখ্যাত মুসলমান পরিচালকদের নিয়ে একটি কংগ্রেস। সেখানে আমাকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল এবং সেখানে ইরানের প্রেসিডেন্ট রাফসানজানী চলচ্চিত্র সম্পর্কে একটা সংজ্ঞা দিয়েছিলেন। সেটি আমি আপনাদের বলে শোনাতে চাই।

তিনি আমাদের প্রেসিডেন্ট হাউসের একটি কক্ষে পৃথিবীর মুসলিম চলচ্চিত্র পরিচালকদের ডাকলেন এবং বললেন যে, বর্তমান পৃথিবীতে সবচাইতে বেশী চলচ্চিত্র উৎপাদনকারী দেশ ইরান। গত বছর (১৯৯৪) তারা তৈরী করেছিল ৩৩৩টি চলচ্চিত্র, পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি। তিনি বলছিলেন, আপনারা যাঁরা মুসলমান চলচ্চিত্র পরিচালক আছেন, তাঁদের প্রতি অনুরোধ আল্লাহ খুব সুন্দর, আল্লাহ সুন্দরকে পছন্দ করেন। চলচ্চিত্র যাঁরা নির্মাণ করছেন তাঁরা নিশ্চয়ই সুন্দর কিছু তৈরী করছেন। তা না হলে আপনাদের চলচ্চিত্র মানুষে দেখবে কেন? আপনারা চলচ্চিত্র যারা তৈরী করছেন দয়া করে এটিকে সুন্দরই রাখবেন তাহলে আল্লাহও পছন্দ করবেন আপনাদের। চলচ্চিত্র সৃষ্টি কোন পাপকর্ম নয়। আমি কিন্তু সেদিন, গত বছর সন্তুষ্টি নিয়ে আসলাম, আমি কোন পাপকর্ম করছিনা, একটি ইসলামী

www.pathagar.com

দেশের প্রেসিডেন্ট বললেন যে, এটি কোন পাপকর্ম নয়। এটাকে সুন্দর রাখার চেষ্টা করবেন।

আমি এমন একটি মিডিয়ার সাথে জড়িত, আমি জ্ঞানী ব্যক্তিদের সামনে দাঁড়িয়ে খুব ঘৃণিত মিডিয়া আমাদের দেশে। আজকে এখানে যাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি নিজেকে আমি খুব ভাগ্যবান ব্যক্তি মনে করছি, আমি জ্ঞানী ব্যক্তিদের সামনে দাঁড়িয়ে, আমরা যা করছি তা নিয়ে আমরা লজ্জার মুখোমুখি হই, অনেক সময়। এটা সত্যি কথা বলছি, আমি মিথ্যা কথা বলছিনা। অর্থাৎ ভাল কিছু দিতে পারছিনা, আমাদের চলচ্চিত্র একেবারেই ঘৃণিত। আমি ঐ ইরানে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম যে, আমাদের চলচ্চিত্রে কোন স্বকীয়তা নেই।

আমরা যে চলচ্চিত্র নির্মাণ করছি, তা ভারতীয় চলচ্চিত্রের আদল। আমরা যাদের শ্রদ্ধা করি, এখানে সেই একজন শ্রদ্ধেয় ব্যাক্তির নাম উচ্চারণ করা হয়েছে কিছু সময় আগে। তিনি ছিলেন ১৯৫৪ সালে চলচ্চিত্রের প্রবক্তা। কিন্তু আমাদের চলচ্চিত্রে সেদিন কোন স্বকীয়তা ছিলনা, এই পূর্ব বাংলার চলচ্চিত্রের স্বকীয়তা ছিলনা। বোম্বের যে চলচ্চিত্র ছিল সেই চলচ্চিত্রের আদলে আমাদের ছবি নির্মিত হত এবং আজো তাই হচ্ছে। পৃথিবীর সব দেশের চলচ্চিত্রের একটা স্বকীয়তা আছে, আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের কোন স্বকীয়তা নেই। এ স্বকীয়তা ঐ দেশেরই, বোম্বের। আমার কথা হল। আমার দেশের মত গরীব দেশে চলচ্চিত্র তৈরী হবে কিনা একজন চলচ্চিত্রকার হিসেবে সেটি নিয়ে আমার একটি প্রশ্ন আছে। আমি আপনাদের এই বুদ্ধিজীবীদের কাছে প্রশ্ন রাখবো আমাদের মত গরীব দেশে চলচ্চিত্র হবে কেন? আর হলে তার পরিষ্কার একটা নীতিমালা থাকতে হবে। হলে মাত্র ১০টি চলচ্চিত্র নির্মিত হোক। সমস্ত সরকারী ব্যয়ে চলচ্চিত্র তৈরী হচ্ছে বৈদেশিক মূদ্রায়। দেখেন এফডিসি মানে Film Development Corporation অর্থাৎ সম্পূর্ণ সরকারীভাবে পরিচালিত হচ্ছে, বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে চলচ্চিত্র সামগ্রী আমদানি করা হচ্ছে। আমার দেশে ৭০টা থেকে ৮০টা চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে। তা দিয়ে কি হচ্ছে আমার প্রশ্ন পৃথিবীর বহু গরীব দেশ আছে সুদানের মত, নাইজেরিয়ার মত দেশকে জিজ্ঞেস করেছি,

www.pathagar.com

সেখানে বছরে দু'টো ছবি হয়, সিনেমা হল ২ হাজার। আমার মত গরীব দেশে কেন এত চলচ্চিত্র হবে? না, চলচ্চিত্র হবে না। বিদেশ থেকে আমদানি করবো। ইরানী চলচ্চিত্র আমদানি করবো। মালয়েশিয়ান, দরকার হলে ভারতীয় চলচ্চিত্র আমদানি করবো। আমাদের চলচ্চিত্র হবে কেন? চলচ্চিত্র যদি হয়, তাহলে তার স্বকীয়তা থাকতে হবে। অবশ্যই স্বকীয়তা থাকতে হবে, যে চলচ্চিত্র দেখে ঐ আমেরিকায় বলা যাবে এটি বাংলাদেশের চলচ্চিত্র। যে চলচ্চিত্র দেখে তেহরানে, ভারতে, মালয়েশিয়ায়, জাপানে বলা যাবে, এটি বাংলাদেশের চলচ্চিত্র। অতএব চলচ্চিত্র হতে হলে আমার দেশে এভাবেই চলচ্চিত্র হোক।

www.pathagar.com

মাননীয় প্রধান অতিথি, আজকের এই অধিবেশনের সভাপতি এবং সুধীমন্ডলী আসসালামু 'আলাইকুম

আমরা আমাদের অধিবেশন শেষ করছি। শেষ করার আগে আপনারা যাঁরা এসেছেন সবাইক ধন্যবাদ না দিয়ে পারছিনা। দুটো কারণে আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা এই সেমিনারে শিল্পকলা একাডেমি এবং বাংলা একাডেমির ডিজি সাহেবদের এবং অভিনয়ের সাথে যাঁরা সংশ্লিষ্ট তাদেরকে এনেছি। আমাদের উদ্দেশ্য আজকে তাঁরা একটা feed back পাবেন এবং তাঁদের পরবর্তী কালের policy planning এবং কর্মধারায় তা বাস্তবায়ন করতে পারবেন। আজকে যে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চলছে তাকে প্রতিরোধ করতে হবে। স্বকীয় সংস্কৃতিকে বিকশিত করতে হবে।

আজকে আমাদের এই সেমিনারে অংশ গ্রহণের জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আমাদের মহামান্য প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন দায়িত্বের মাঝেও অত্যন্ত সানন্দে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন। এর আগেও আমরা যখন বি আই আই টির উদ্যোগে সেমিনার করেছিলাম তিনি তখনও আমাদের মধ্যে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এসেছিলেন। আমার ধারণা, আলহামদুলিল্লাহ, তাঁর সাথে আমাদের একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

আজকে এই সেমিনারে যাঁরা প্রবন্ধ দিয়েছেন, বিশেষ করে জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান সাহেব এবং বিজ্ঞ সমালোচক মহবুব আনাম সাহেব এবং অন্যান্য যে সমস্ত প্রবন্ধকার এবং আলোচকগণ, আমি তাঁদেরকেও আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে, বিশেষ করে এসংস্থার পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারাকবাদ জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

আমাদের এই সেমিনার সফল করার জন্য বিভিন্ন মিডিয়া, প্রেস এবং বিশেষ করে আমাদের বি আই আই টি'র আমার সহকর্মীবৃন্দ যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এজন্য তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই হোটেল সোনারগাঁও-এর ম্যানেজমেন্ট, আমরা যখন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি তাঁরা আমাদের এই বিষয়টিকে, অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে এবং বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, এই সেমিনার আয়োজনে সহায়তা করার জন্য আমি এবং সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আল্লাহ হাফেজ

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-১

সুপারিশমালা

২ জুন ১৯৯৫ তারিখে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট -এর উদ্যোগে হোটেল সোনার গাঁওয়ে অনুষ্ঠিত 'আমাদের সংস্কৃতিঃ বিচার্য বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ, শীর্ষক সেমিনারে গৃহীত সুপরিশমালাঃ

১। এ সেমিনার মনে করে যে আমাদের সংস্কৃতিকে বিগত সময়ে স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত হতে দেয়া হয়নি এর বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে ষড়যন্ত্র চালানো হয়েছে। জাতি হিসাবে আমাদের বেঁচে থাকার স্বার্থেই সকল প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এ সেমিনার অনুরোধ জানাচ্ছে।

২। আজ আমরা সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার। আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব হুমকীর সম্মুখীন। আত্ম মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সৎসাহস অর্জনের লক্ষ্যে সামগ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনায় জাতীয় আদর্শ ও সংস্কৃতির সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটানোর জন্য এ সেমিনার জোর দাবী জানাচ্ছে।

৩। সেমিনার মনে করে যে আমাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক জীবনধারা এবং ইসলামের তৌহিদবাদী ভাবাদর্শের প্রতি অধিকতর সচেতন দৃষ্টি দেয়া বর্তমান সময়েরই দাবী এবং এ বিষয়ে সরকারকে দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে।

৪। আমাদের আদর্শিক চেতনা ও সংস্কৃতির লালন এবং বিকাশে গণমাধ্যমসমূহের বর্তমান ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়ন করে এগুলোর মাধ্যমে সৎ কর্মের লালন ও অসৎ কর্মের মূল্যোৎপাটনের লক্ষ্যে জাতীয়

www.pathagar.com

সংস্কৃতির স্বাভাবিক বিকাশের জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সেমিনার জোর দাবী জানাচ্ছে।

৫। আধিপত্যবাদী সম্প্রসারণবাদী শক্তি তার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কায়েমের উদ্দেশ্যে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ব্যাপক ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। সেমিনার মনে করে যে, ইসলামী জীবনাদর্শ ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমেই এ আগ্রাসন প্রতিরোধ করা সম্ভব।

৬। সেমিনার অত্যন্ত জোরের সাথে দাবী জানাচ্ছে যে সরকার নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যম যেমন- টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, ও সরকারী অর্থে পরিচালিত সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলো জাতীয় আদর্শ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের লালন ও বিকাশে যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।

৭। এ সেমিনার মনে করে যে, আমাদের পাঠ্যক্রমে জাতীয় ঐতিহ্য, ভাবধারা ও সংস্কৃতি বিরোধী বিষয় মারাত্মকভাবে চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক সংকট সৃষ্টি করেছে। এ সেমিনার জাতীয় পাঠ্যক্রমকে জাতীয় আদর্শ ও সংস্কৃতির আলোকে ঢেলে সাজানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করছে।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-২

প্রাবন্ধিক/আলোচক পরিচিতি

উদ্বোধনী অধিবেশন

স্বাগত ভাষণ

আহমদ ফরিদ
সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সচিব
উপদেষ্টা, বি আই আই টি

মূল প্রবন্ধ

আমাদের সংস্কৃতি ঃ ব্যাখ্যা, সমস্যা এবং সংকট

সৈয়দ আলী আহসান
জাতীয় অধ্যাপক

মূল প্রবন্ধের উপর আলোচনা

মহবুব আনাম
সম্পাদক, বাংলাদেশ টাইমস

প্রধান অতিথির ভাষণ

ডঃ এম, শমশের আলী
ভাইস চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও
চেয়ারম্যান, বি আই আই টি

কর্ম অধিবেশন

উপস্থাপিত প্রবন্ধ ও প্রবন্ধসমূহ

সংস্কৃতির সংহার

ওবায়দুল হক সরকার
শিল্পী এবং কলামিস্ট

আমাদের সংস্কৃতি ঃ সমস্যা ও প্রতিযোগিতা

আরিফুল হক
পরিচালক, অভিনেতা
টেলিভিশন, মঞ্চ এবং চলচ্চিত্র

www.pathagar.com

Challenges to Living in a Multicultural Environment: The Role of the Intellectuals

M. Zohurul Islam
Secretary General BIIT

আমাদের সংস্কৃতি ঃ স্বরূপ ও সংকট

মোঃ জয়নুল আবেদীন মজুমদার
সহযোগী অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

আলোচনা

প্রফেসর সৈয়দ আলী আশরাফ
ভাইস চ্যান্সেলর, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়

আলমগীর মহিউদ্দীন
সম্পাদক, ডি ডেইলি নিউনেশন

প্রফেসর মনসুর মূসা
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমি

মোবারক হোসাইন খান
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

ফখরুজ্জামান চৌধুরী
বিশিষ্ট লেখক

কবি আল মুজাহিদী
সাহিত্য সম্পাদক
দৈনিক ইত্তেফাক

অধ্যাপক শাহেদ আলী
কথা সাহিত্যিক

কবি আবদুল হাই শিকদার
সহকারী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব

কাজী হায়াত
চলচ্চিত্র পরিচালক

---

* *বিঃদ্রঃ প্রাবন্ধিক/আলোচকগণের পদবী সেমিনার অনুষ্ঠানকালীন সময়ের।*

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৩

আমন্ত্রণপত্র

Seminar on

OUR CULTURE : ISSUES AND CHALLENGES

Organised by

BIIT

Bangladesh Institute of Islamic Thought

Bismillahir Rahmanir Rahim

A seminar on "Our Culture : Issues and Challenges" will be held on 2 June 1995 (Friday) at 9.15 a.m. at Sonargaon Pan Pacific Hotel, Dhaka, under the auspices of Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT).

Mr. Abdur Rahman Biswas, Hon'ble President of the People's Republic of Bangladesh has kindly consented to grace the seminar as the Chief Guest.

You are cordially invited to attend.

M. Zohurul Islam FCA
Secretary General, BIIT

Dr. M. Shamsher Ali
Chairman, BIIT

Regret Phone 503141, 862627

www.pathagar.com

Programme

Inaugural Session

9-15 a.m	Guests take seats
9-30	Arrival of the Hon'ble President
9-35	Recitation from the Holy Qur'an
9-40	Address of welcome: Mr. Ahmed Farid (Former Ambassador, and Secretary), Adviser, BIIT
9-50	Synoptic presentation of the Keynote Paper : National Professor Syed Ali Ahsan
10-05	Discussion on keynote paper : Mr. Mahbub Anam Editor, The Bangladesh Times
10-15	Address of the Chief Guest : **Mr. Abdur Rahman Biswas.** Hon'ble President, People's Republic of Bangladesh.
10-35	Address of the Chairman, Inaugural Session : Dr. M. Shamsher Ali, Chairman. BIIT, and Vice Chancellor, Bangladesh Open University
10-45	Vote of thanks : Mr. M. Zohurul Islam FCA Secretary General, BIIT
10-50	Tea break
	Business Session
11-05	Synoptic presentation of other papers: Mr. Obaidul Haque Sarker, Artiste and Columnist Mr. Ariful Haque, Director, Actor, Radio, TV. Stage & Film
11-35	Discussion on papers: Mr. Alamgir Mohiuddin, Editor, The Daily New Nation Prof. Monsur Musa, Director General, Bangla Academy Mr. Khan Ataur Rahman, Composer and Film maker Mr. Fakhruzzaman Chowdhury, Eminent writer
12-00	Audience's views
12-20p.m	Recommendations
12-25	Address of the Chairman, Business Session: Mr. M. Asafuddowlah, Secretary, Ministry of Commerce

www.pathagar.com

বি আই আই টি প্রকাশনাসমূহ

১। Dr. Syed Sajjad Husain, *A Young Muslim's Guide to Religions in the World,* 1992

২। Poet Farrukh Ahmad, *Islam in Bengali Verse,* translated into English, Dr. Syed Sajjad Husain, 1992

৩। M. Zohurul Islam FCA and Dr. A.K.M. Ahsanullah (edited), *Directory of Specialists,* 1993

৪। Dr. Syed Sajjad Husain, *Civilization and Society,* 1994

৫। Shah Abdul Hannan, *Social Laws of Islam,* 1995

৬। ডঃ তাহা জাবির আল আলওয়ানী, *ইসলামী উসূলে ফিকাহ্,* মুহাম্মদ নুরুল আমিন জাওহার অনূদীত, ১৯৯৬।

৭। Dr. Mohammad, Anisuzzaman and Prof. Md. Zainul Abedin Majumder, *Leadership: Western and Islamic,* 1996

৮। Prof. M. Raihan Sharif, *Guidelines to Islamic Economics: Nature, Concepts and Principles,* 1996.

৯। বি, আইশা লিমু এবং ফাতিমা হীরেন, *ইসলামের দৃষ্টিতে নারী,* ডঃ মোহাম্মাদ আনিসুজ্জামান অনূদীত, ১৯৯৬।

১০। ডঃ জামাল আল বাদাবি, *মুসলিম নারী -পুরুষের পোশাক,* মোঃ শামীম আহসান অনূদীত, ১৯৯৭।

১১। M. Zohurul Islam FCA (edited). *Islamization of Academic Disciplines* [seminar proceedings], 1997

১২। ডঃ তাহা জাবির আল আলওয়ানী এবং ডঃ ইমাদ আল দীন খলিল, *কোরআন ও সুন্নাহঃ স্থান কাল প্রেক্ষিত,* শেখ এনামুল হক অনূদীত, ১৯৯৭

১৩। Dr. Muin-ud-Din Ahmad Khan, *Origin and Development of Experimental Science, 1997*

১৪। আকরাম জিয়া আল উমারী, *রসূলের (সঃ) যুগে মদীনার সমাজ,* মুহাম্মদ সাজ্জাদুল ইসলাম অনূদীত, ১৯৯৮।

১৫। Major Zakaria Kamal, *Man and Universe,* 1998.

১৬। মারওয়ান ইব্রাহীম আল কাইজী, *ইসলামে নৈতিকতা আচরণ,* শেখ এনামুল হক অনূদীত, ১৯৯৮।

www.pathagar.com

১৭। ডঃ ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী, *আত - তাওহীদ ঃ জীবন ও কর্মে এর তাৎপর্য*, অধ্যাপক শাহেদ আলী অনুদীত, ১৯৯৯

১৮। M. Zohurul Islam FCA, *Al-Zakah : An Analysis in Different Dimensions*, 1999

১৯। Md. Moniruzzaman, *Jihad : The International System*, 1999.

২০। M. Zohurul Islam FCA, *Accounting Philosophy, Ethics and Principles*, 2000

২১। ডঃ এম উমার চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, ডঃ মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব এবং অন্যান্য অনুদীত, ২০০০।

২২। ডঃ এম, উমার চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, ডঃ মাহমুদ আহমেদ অনুদীত, ২০০০।

২৩। ডঃ আবদুল হামিদ আহমাদ আবুসুলাইমান, *ইসলামের দৃষ্টিতে সহিংসতা ও সংঘাত নিরসন*, মাওলানা আকরাম ফারুক অনুদীত, ২০০১।

২৪. মুহাম্মদ জয়নুল আবেদিন (সম্পাদিত), আমাদের সংস্কৃতি ঃ বিচার্য বিষয় ও চ্যাঞ্জসমূহ, ২০০১

প্রকাশের অপেক্ষায়

১। *Human Rights : Different Dimensions* (seminar proceedings).

২। Dr. Syed Sajjad Husain, *Interpretation of Islam in Bengali* (a synoptic English presentation of some Islamic works into Bengali).

৩। Prof. Md. Athar Ali, *Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid*.

৪। Dr. Yousuf M. Islam, *Miracle of Life*.

৫। Prof. K.M. Mohsin, *Contemporary History of Bengal*.

৬। ডঃ আবদুল হামিদ আহমাদ আবুসুলাইমান, *ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, অনুদীত অধ্যাপক জয়নুল আবেদীন মজুমদার।

৭। Dr. Muntaz Ahmad, *Public Policy Making*